পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 66 Wednesday, 5 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৬৬ সংখ্যা ❋ ২৩ মাঘ ১৪৩১, বুধবার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘এসব হলে অ্যাসোসিয়েশন ভেঙে দেব!’

ম্যানহোলে মৃত্যুর ঘটনায় জাভেদ খানকে ভর্ৎসনা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভুটানের রাজা কি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসবেন? বিষয়টি নিয়ে সংশয় রয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, তাঁর সঙ্গে ভুটানের রাজার কথা হয়েছিল। তিনি আসবেন বলেই জানান। এখন কিছু সমস্যা হয়েছে বলে শুনতে পেয়েছেন। যদিও এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে কোনও মন্তব্য করেননি মমতা। বুধবার থেকেই শুরু হচ্ছে বাণিজ্য সম্মেলন। তার আগে মঙ্গলবার নবান্নের বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেখানে এই প্রসঙ্গ উঠলে মমতা বলেন, তিনি জানেন না দিল্লির কোনও সমস্যা আছে কিনা। গত অক্টোবর মাসেই তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি যতদূর জানেন উনি বুধবার সকালেই কলকাতায় আসবেন। মমতা অবশ্য স্পষ্ট বলেন, ‘‘কিন্তু এখন আমি জানতে পারছি দিল্লির সঙ্গে কিছু সমস্যার কথা। তবে পুরোটা জানি না। তাই এখনই এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না। আমি চাই উনি আসুন। তাহলেই ভারতের সঙ্গে পড়শি দেশগুলির সম্পর্ক আরও উন্নত হবে।’’ বাণিজ্য সম্মেলনের অন্যতম প্রধান অতিথি হিসেবে থাকার কথা ভুটানের রাজার। এছাড়াও মমতা জানিয়েছেন, প্রতিবার যারা আসেন তাঁদের আসার কথাই রয়েছে। মুকেশ আম্বানি থেকে শুরু করে জিন্দাল সকলেই উপস্থিত থাকবেন। এখনও পর্যন্ত ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা চলে এসেছেন। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০টি দেশের প্রতিনিধিরা আসছেন বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। সূত্র মারফত এও জানা গেছে, বুধবার বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই রাজ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর শিলান্যাস করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি বর্ধমানে দামোদর নদের উপর তৈরি সেতু, অন্যটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গা নদীর উপর নির্মিত সেতু। বর্ধমানের সেতুর নাম হতে চলেছে ‘শিল্প সেতু’ এবং মুড়িগঙ্গার সেতুর নাম হবে গঙ্গাসাগর। এদিকে ম্যানহোলে নেমে পরিষ্কারের কাজ করতে গিয়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী। জাভেদ খানকে ভর্ৎসনা করে বললেন, ‘‘এসব হলে আমি তোমাদের অ্যাসোসিয়েশন ভেঙে দেব।’’ পাশাপাশি, কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে তিনি বলেন বিষয়টি দেখে নিতে। রবিবার কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের ভিতরে সেক্টর ৬ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে সাফাইয়ের কাজ চলছিল। ট্যানারির বর্জ্য পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে এক সাফাইকর্মীকে নামানো হয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলেও তিনি না ওঠায় তাঁর খোঁজে হাইড্রেনে নামেন আরও দু’জন। ওই তিনজনই তলিয়ে যান। ১০ ফুটের ম্যানহোলে নেমে তলিয়ে যাওয়া তিন শ্রমিকের মধ্যে প্রথমে দু’জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন ডুবুরিরা। পরে আরও একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। তিন সাফাইকর্মীর নাম ফরজেম শেখ, হাসি শেখ এবং সুমন সর্দার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যে ম্যানহোলে তিন শ্রমিক তলিয়ে গিয়েছিলেন, সেটি প্রায় ১০ ফুট গভীর। পাশাপাশি, ম্যানহোল থেকে বিভিন্ন রাসায়নিকের তীব্র দুর্গন্ধও ভেসে আসছিল। বিষাক্ত গ্যাসও ছিল বলে আশঙ্কা। তারই জেরে তিন সাফাইকর্মীর মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত, ম্যানহোল বা নিকাশি নালায় মানুষ নামিয়ে পরিষ্কারের ব্যবস্থাকে ২০১৩ সালে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল, ম্যানহোল সাফাই, মলমূত্র সাফাইয়ের মতো কাজে কোনও মানুষকে দিয়ে করানো যাবে না। এমনকী পরিস্থিতি বিশেষে কাউকে ম্যানহোলে নামাতে হলেও সংশ্লিষ্ট সাফাইকর্মীর জীবন এবং স্বাস্থ্যের সব রকমের নিরাপত্তাও দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এমনকী কাউকে ম্যানহোলে নামানোর আগে নিশ্চিত হতে হবে সেখানে প্রাণঘাতী গ্যাস আছে কি না। নামানোর আগে সংশ্লিষ্ট কর্মীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিশেষ অ্যাপ্রনে ঢেকে রাখার কথাও বলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে এসবের কোনও কিছুই মানা হয়নি বলে অভিযোগ।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শুরুর আগের দিন, মঙ্গলবার নিউটাউনের লেকসাইডে বিদেশি প্রতিনিধি এবং বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।

একই লাইনে দু’টি ট্রেন! পিছন থেকে এসে পড়ল সজোরে ধাক্কা, ভয়াবহ কাণ্ড

ফতেহপুর (উত্তরপ্রদেশ), ৪ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুরে ঘটে গেল এক মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা। সিগন্যালে দাঁড়ানো একটি মালগাড়িতে অপর এক মালগাড়ি ধাক্কা মেরে লাইনচ্যুত করে বেশ কয়েকটি ওয়াগন। দুর্ঘটনায় দু’টি মালগাড়ির চালক এবং সহ-চালকের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালবেলা ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের (ডিএফসি) কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। এই লাইনটি শুধুমাত্র মালগাড়ির জন্য নির্ধারিত, ফলে যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলে কোনও প্রভাব পড়েনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, সিগন্যালে দাঁড়ানো মালগাড়ি সিগন্যাল না পেয়ে থেমে ছিল। এমন সময় একটি অন্য মালগাড়ি দ্রুতগতিতে এসে ওই দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। এর পর পরই দু’টি মালগাড়ির বেশ কয়েকটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে রেল কর্তৃপক্ষ পৌঁছায় এবং উদ্ধারকাজ শুরু হয়। লাইন পরিষ্কার করার কাজ চলছে এবং দুর্ঘটনাকবলিত ওয়াগনগুলো সরানো হচ্ছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনাটি কানপুর এবং ফতেহপুরের মাঝখানে পাম্ভীপুরের কাছে ঘটেছে। মালগাড়ির সংঘর্ষে ধাক্কা লাগার ফলে ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয় এবং বেশ কয়েকটি ওয়াগনও নষ্ট হয়ে যায়। তবে, এই দুর্ঘটনাটি বিশেষভাবে মালগাড়ি চলাচলকেই প্রভাবিত করেছে, যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলে কোনও বাধা সৃষ্টি হয়নি। দুর্ঘটনায় আহত চালক এবং সহ-চালকদের স্থানীয়

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর রেলের শীর্ষ কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। তবে এই দুর্ঘটনা আবারও রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সম্প্রতি একাধিক ট্রেন দুর্ঘটনায় রেলের নিরাপত্তা নিয়ে জনমনে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ফতেহপুরের এই দুর্ঘটনা রেলের উপর আঙুল তুলেছে। ট্রেন চলাচলে সঠিক নিয়মাবলী এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব থেকে বার বার এমন দুর্ঘটনা ঘটছে, যা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে এক ব। চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে এখন আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠছে। বিভিন্ন পক্ষের মতে, মালগাড়ির চলাচলে আরও সজাগ এবং মনিটরিং প্রয়োজন। সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির বিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং চালকদের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এই দুর্ঘটনা রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর একটি বড় ধাক্কা দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে আরও উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

খাস কলকাতায় ফিল্মি কায়দায় অপহরণ, বাড়িতে ঢুকে ব্যবসায়ীর ছেলেকে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ খাস কলকাতায় একেবারে ফিল্মি কায়দায় অপহরণ। ব্যবসায়ীর ঘরে ঢুকে ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত কিশোরকে উদ্ধার করে হাওড়া পুলিশ। অপহৃত কিশোরের বাবা দিলীপ কুমারের অভিযোগ, সঞ্জয় রজক নামে এক ব্যক্তি ও তাঁর দলবল মিলে অপহরণ করেছে তাঁর ছেলেকে। দিলীপ কুমারের ১৯ বছরের ছেলের নাম প্রিন্স কুমার। তাঁদের বাড়ি থেকেই ছেলেকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। তুলে নিয়ে যাওয়া হয় রুপোলি রঙের একটি গাড়িতে। অপহরণের

এই গাড়িতেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় প্রিন্স কুমারকে।

পর দেড় লক্ষ টাকা চেয়ে ফোন যায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে। তাঁকে হাওড়ায় গিয়ে টাকা দিয়ে আসতে বলা হয়। এরপরই হস্তক্ষেপ করে পুলিশ। দিলীপ কুমারকে পুলিশ নির্দেশ দেয়, যাতে তিনি অপহরণকারীদের কথা মতো চলেন। অন্যদিকে, পুলিশ ততক্ষণে ট্র্যাক করতে থাকেন। এরপর পুলিশ প্রিন্স কুমারকে উদ্ধার করে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সঞ্জয় রজক, রাজেশ রজক, বিশাল যাদব, সোনু কুমার মল্লিক ও আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে গাড়ি। পুলিশ সূত্রে খবর, অপহৃত কিশোরের বাবা অভিযুক্ত অপহরণকারীর থেকে দেড় লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। সেই টাকা বারবার চাওয়ার পরেও শোধ করেননি বলে অভিযোগ। সেই কারণেই অপহরণ করা হয় বলে দাবি ধৃতদের। অপহৃত কিশোরের বাবা পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী। অপহৃত কিশোরের দাবি, বাড়িতে ঢুকে হঠাৎ তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ওই গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় কয়েকজন। হাওড়ার পিলখানা রোডের একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। সেখান থেকে ভিডিয়ো কল করে তার বাবার থেকে দেড় লক্ষ টাকা চাওয়া হয়। যে নম্বর থেকে ভিডিয়ো কল করা হয়েছিল, সেই নম্বরের সূত্র ধরে পুলিশ হাওড়ায় পৌঁছয় ও কিশোরকে উদ্ধার করে। কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

আরজি কর দুর্নীতি মামলা

আজই চার্জ গঠনের নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ আরজি কর হাসপাতালের দুর্নীতি মামলায় বড় নির্দেশ দিল আলিপুরের সিবিআই-এর বিশেষ আদালত। আগামীকাল অর্থাৎ বুধবারই চার্জ গঠন করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের আইনজীবীরা সিবিআই-এর নথি নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন। তবে তা খারিজ করে দিয়েছে আদালত। স্পষ্ট বলা হয়েছে, বুধবারই চার্জ গঠন করতে হবে। গত বছরের ৮ আগস্ট গভীর রাতে আরজি করের সেমিনার হলে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই সূত্রেই সামনে আসে হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির বিষয়। সেই মামলায় হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ বিপ্লব সিং, আফসার আলি, সুমন হাজরা, আশিস পাণ্ডেকে গ্রেফতার করে সিবিআই। তবে এই মামলায় ট্রায়ালে দেরি হওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, গত নভেম্বরে চার্জশিট দেওযার পরেও ট্রায়ালে দেরি হচ্ছে। বিচারে সিস্টেমেটিক ডিলে করা হচ্ছে বলেও মনে করেছিলেন বিচারপতি। এরপরই মামলার চার্জ গঠন নিয়ে তৎপরতা বাড়ে। সেই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বুধবারই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে এই মামলায় চার্জ গঠন করতে হবে। গত বছরের ২৯ নভেম্বর এই দুর্নীতি মামলায় আলিপুর আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছিল সিবিআই। তবে অভিযুক্তদের মধ্যে সন্দীপ ঘোষ রাজ্য সরকারি কর্মচারী হওয়ায়, এক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জগঠনের জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। আদালত সূত্রের খবর, এ বিষয়ে রাজ্য প্রয়োজনীয় অনুমতিও দিয়ে দিয়েছিল। অথচ সিবিআই তা আদালতকে জানায়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই কলকাতা হাইকোর্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। এদিকে, কেন রাজ্য চার্জ গঠনের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও আদালতকে তা জানানো হল না, তার কারণ জানতে চেয়ে সিবিআইকে শোকজ করেছিলেন আলিপুর আদালতের বিচারক। পরে সাতদিনের মধ্যে চার্জ গঠনের নির্দেশ দেয় আদালত। অন্যদিকে এবার আরজি করের দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি চাইলেন সন্দীপ ঘোষ। আগেই তিলোত্তমা ধর্ষণ খুনের মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন তিনি। এবার এই মামলাতেও। মঙ্গলবার আলিপুর বিশেষ আদালতের বিচারক স্পষ্ট করে দেন, বুধবার এই মামলার চার্জ গঠন হবে। তাই যাঁরা অব্যাহতি চান, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন। বিচারকের এই মন্তব্যের পর সন্দীপ ঘোষ-সহ পাঁচ জন অ্যাবহতি চান। তিলোত্তমা ধর্ষণ খুন মামলায় অব্যাহতি পাননি সন্দীপ ঘোষ। প্রসঙ্গত, এর আগে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় চার্জগঠন প্রক্রিয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। তাঁর আর্জি ছিল, হাই কোর্ট সাত দিনের মধ্যে যে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল, তা পুনর্বিবেচনা করা হোক। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা। তখন বিচারপতি ঘোষ সন্দীপের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘‘কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলকে নোটিস পাঠিয়ে আবেদন করুন। নিম্ন আদালতে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করুন।’’ এরপরই এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে নিম্ন আদালতে জানালেন সন্দীপ ঘোষ।

কলকাতা পুলিশকে ঢেলে সাজাচ্ছেন মমতা, নেপথ্যে রাজীব, তদন্তে নতুন ৫টি ডেপুটি কমিশনার পদে সায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতা পুলিশকে ঢেলে সাজতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রস্তাবে অনুমোদন দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। স্বরাষ্ট্র তথা পুলিশ দফতর মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে রয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব কুমারের পরামর্শেই এই সংস্কারের পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী। ডিজি রাজীব কুমার তাঁর আস্থাভাজন পুলিশ কর্তা। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদে দীর্ঘদিন ছিলেন তিনি। লালবাজারের তাঁর অধঃস্তন পুলিশ কর্তারা এখনও বলেন, রাজীব কুমার ফোর্সের ব্যাপারে যতটা আন্তরিক ছিলেন হালফিলে কাউকে তেমন দেখা যায়নি। তা ছাড়া তদন্তেও বরাবরই চোখা এই দুঁদে পুলিশ কর্তা। নবান্ন সূত্রের মতে, কলকাতা পুলিশ আর ডিজির অধীনে নয়। কলকাতা পুলিশের কমিশনার সরাসরি স্বরাষ্ট্র সচিব ও মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট করেন। তবে এ ব্যাপারে ডিজি রাজীব কুমারের মস্তিষ্কই রয়েছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার সঙ্গে আলোচনা করে

তিনিই এই প্রস্তাব সাজিয়েছেন। এবং সেই প্রস্তাব মতো এবার কলকাতা পুলিশে নতুন ১২টি ডেপুটি কমিশনার পদ তৈরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে পাঁচ জনের কাজই হবে তদন্তে নেতৃত্ব দেওয়া। আরজি কর পরবর্তী অধ্যায়ে এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বস্তুত আরজি করের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ডিজি রাজীব কুমার পুলিশি ব্যবস্থায় কিছুটা সংস্কার এনেছেন। যেমন, কোনও বড় অপরাধের ঘটনা ঘটে গেলে, দ্রুত তদন্ত করা। এফআইআর লেখা থেকে ময়নাতদন্ত-প্রক্রিয়াগত কোনও ত্রুটি না রাখা। যাতে পরে আদালতে গিয়ে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে না হয়। এবং তিন, আইনের ধারা মেনে নির্ভুল ভাবে চার্জশিট তৈরি করা। বস্তুত তাঁর পরামর্শেই সম্প্রতি সরকার প্রতিটি জেলায় পুলিশকে সাহায্য করার জন্য আইনি উপদেষ্টা নিয়োগ করেছে।

● এরপর ৬ পাতায়...

বিয়ে বিতর্কে ইস্তফা ম্যাকাউটের অধ্যাপিকার, আগেই ছুটিতে পাঠিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, হরিণঘাটা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ ক্লাসরুমের মধ্যেই হয়েছিল মালাবদল। প্রথম বর্ষের ছাত্রের হাতে সিঁথিতে সিঁদুর পরেছিলেন অধ্যাপিকা। ম্যাকাউটের এই ঘটনা জোর চর্চা হয় শিক্ষামহলে। নানাবিধ মত উঠে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হরিণঘাটা ক্যাম্পাসের কর্তৃপক্ষ অধ্যাপিকা পায়েল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে চলেছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তার আগেই নিজেই পদক্ষেপ করলেন অধ্যাপিকা। পদত্যাগ করতে চেয়ে চিঠি দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি পদত্যাগপত্র পাঠালেও, তা গৃহীত হয়নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাঁকে শাস্তির মুখে পড়তেই হবে। এই নিয়ে অধ্যাপিকা পায়েল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘একটা ড্রামাকে, মানে একটা নাটকে নাচ-গান অনেক কিছুই হয়। কিন্তু কেবলমাত্র একটা অংশকে নিয়ে ভাইরাল করেছে। এটা খুবই নোংরা ব্যাপার। আমাকে চরিত্র হনন হচ্ছে।

বাচ্চাদেরও ইমেজ খারাপ হচ্ছে।’’ প্রসঙ্গত, গত মাসের শেষের দিকেই ম্যাকাউটের এই ঘটনা গোটা বাংলায় শোরগোল ফেলে দেয়। ক্লাসরুমের ‘বিয়ে’র বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাবিদদের একাংশও তিরস্কার করেন। প্রথম থেকেই এই ঘটনায় দুটো তত্ত্ব উঠে আসছিল। এক, অধ্যাপিকার বক্তব্য, যে সেটি ফ্রেশার্সের নাটকের একটি ক্লিপিংস, যা ইচ্ছাকৃতভাবে ভাইরাল করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রারের বক্তব্য, যা হল একটি কারিকুলামেরই একটি পার্ট। কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্ট স্পষ্ট করল, এটা ড্রামা বা প্রজেক্ট নয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য তাপস চক্রবর্তী বলেন, ‘‘প্রাথমিক রিপোর্টটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত কমিটির সদস্যরা অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন, এটা কোনও ড্রামা নয়, এটা কোনও সাইকো ড্রামা নয়, এটা কারিকুলামের যে পার্ট, তেমনও নয়। এটা নিছক একটা তামাশার জিনিস, সেটাই করেছেন উনি।’’ ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে নিজের সমর্থনে একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তিনি। ‘অ্যাপপ্লায়েড সাইকোড্রামা’ বিষয়টি ঠিক কী, সেটাও বোঝান তিনি। কিন্তু প্রথম থেকে এটিকে নাটকের অংশ বললেও, পরে তিনি বলেন এটা সাইকোড্রামার অংশ। তা নিয়েও ধন্দ হয়। ইতিমধ্যেই অধ্যাপিকা সামাজিক মাধ্যমে নিজের অ্যাকাউন্টটিও উড়িয়ে দিয়েছেন।

অতিশীর বিরুদ্ধে মামলা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর তোপ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ জোড়া মামলায় নাম জড়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী মারলেনার। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ পূর্ব দিল্লি পুলিশের ডিসিপি জানিয়েছেন, গোবিন্দপুরী থানায় অতিশীর বিরুদ্ধে দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। উঠেছে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ।এএপি নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ তাঁকে প্রায় ৬০-৭০ জন দলীয় সমর্থকের সঙ্গে ফতেহ সিং মার্গের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। তাঁদের সঙ্গে ১০টি গাড়িও ছিল। পুলিশ তাঁদের বাধা দিতে গেলে এক এএপি সমর্থক এক কনস্টেবলকে সপাটে চড় মারে বলে অভিযোগ। দু'জন সমর্থক মিলে ওই পুলিশকর্মীকে হেনস্থাও করেন। এর পরেই অতিশী ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।এদিকে, নিজের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হতেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অতিশী। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে অতিশী লিখেছেন, নির্বাচন কমিশনও আশ্চর্য! প্রকাশ্যে আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন রাকেশ বিধুরীর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আমি একটি অভিযোগ দায়ের করেছি এবং পুলিশ এবং ইসিআইএসভিইইপি-কে ফোন করেছি এবং তাঁরা আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে! রাজীব কুমার জিঃ আপনি নির্বাচনী প্রক্রিয়া আর কতটা নষ্ট করবেন।

গোসাবায় মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন অভিযুক্তকে গণধোলাই, পরে গ্রেফতার

গোসাবা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বছর ৬৬-র এক বৃদ্ধা জনজাতি মহিলাকে মদ খাইয়ে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায়। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতে অভিযুক্ত যুবক মদ নিয়ে ওই জনজাতি মহিলার বাড়িতে যায়। সেখানে ওই মহিলাকে ও তাঁর ছেলেকে জোর করে মদ খাওয়ায়। ওই মহিলার বাড়িতে শুধু তাঁর ছেলে, বৌমা ছাড়া আর কেউই ছিলেন না সেই সময়। বৌমা অভিযুক্ত যুবককে চলে যেতে বললেও ওই যুবক যায়নি।এদিকে ওই বৃদ্ধার ছেলে মদের নেশায় তখন বেঁহুশ। অভিযুক্ত বাড়ি থেকে যাচ্ছে না, দেখে আশপাশের মানুষদের ডাকতে যান বৌমা। তিনি ফিরে দেখেন অভিযুক্ত যুবক চলে যাচ্ছে। তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন, শ্বাশুড়ি অসুস্থ অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে পড়ে রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। রাতেই তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর গ্রামের মানুষজন অভিযুক্ত যুবককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘন কুয়াশা দৃশ্যমানতা তলানিতে চেন্নাইয়ে

চেন্নাই, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ ঘন কুয়াশার কারণে চেন্নাইয়ে মঙ্গলবার বিমান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। চেন্নাইগামী বহু বিমানের গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ভোর থেকে ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল চেন্নাই, কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে দৃশ্যমানতা কমে যায়। আর এই দৃশ্যমানতার অভাবেই চেন্নাই বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে।চেন্নাই বিমানবন্দর থেকে অনেক বিমান দেরিতে ছেেছে। দীর্ঘ সময় ধরে উড়ান পরিষেবা প্রভাবিত হওয়ায় যাত্রীরা সমস্যার মধ্যে পড়েনে। বহু যাত্রী গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি নির্দিষ্ট সময়ে।

দারিদ্র্যমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনে সমবায়ের গুরুত্ব রয়েছেঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দারিদ্র্যমুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনে সমবায়ের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। মঙ্গলবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সমবায় সংক্রান্ত রাজ্যভিত্তিক কনফারেন্সের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ অন্যান্যরা।মঙ্গলবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা সরকারের সমবায় দপ্তরের অধীন বিভিন্ন ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলিকে নিয়ে রাজ্যভিত্তিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বা এনসিইউআই -এর উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ এনসিইউআই এর আধিকারিকরা। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের লেম্পস এবং প্যাক্সগুলিকে এখন বহুমুখী দিক নিয়ে কাজ করতে হবে। তাদেরকে এখন দুগ্ধ ও মৎস্য সমবায় সমিতি স্থাপন করতে হবে। ই-পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কমন সার্ভিস সেন্টার পরিচালনা করতে হবে। কৃষকদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণে লেম্পস ও প্যাক্সগুলিকে গোডাউন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সমবায়ের মাধ্যমে দেশকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে চলছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে গ্রামে সমবায়কে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এতে রাজ্য ও দেশ শক্তিশালী হবে। তিনি আরো বলেন, সমবায়কে কেন্দ্র করে রাজ্য দুর্নীতিমুক্ত এবং দারিদ্রমুক্ত রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

ভারত-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জোর দিয়ে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার আইআইসি-ব্রুগেল বার্ষিক সেমিনারে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারত অবশ্যই গত কয়েক বছরে ইউরোপের বৃহত্তর কৌশলগত জাগরণ সম্পর্কে সচেতন। এটাও গভীর সম্পৃক্ততার চালক হিসেবে কাজ করতে পারে। আমরা ইতিমধ্যে তা ঘটতে দেখছি, উদাহরণস্বরূপ, সুরক্ষা এবং প্রযুক্তিঃ সহযোগিতার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষায়।এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, মূল কথা হল ভারত-ইইউ সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইউরোপীয় কমিশনের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পৃক্তঃতা হয়েছে। আমরা আশা করি এটি আগামী দিনে আরও বেশি হবে।

আরও কঠোর ট্রাম্প প্রশাসন, অবৈধ অভিবাসীদের ভারতে পাঠাচ্ছে আমেরিকা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ অভিবাসন আইন আরও কঠোর করেছে আমেরিকা। আমেরিকা থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ভারতে ফেরত পাঠানো শুরু করে দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। আমেরিকার একটি সামরিক বিমানে করে ভারতে পাঠানো হচ্ছে তাঁদের। অবৈধ অভিবাসীদের ভারতে পাঠানো প্রসঙ্গে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র বলেছেন, আমেরিকা কঠোরভাবে নিজস্ব সীমান্ত জোরদার করছে, অভিবাসন আইন কঠোর করছে এবং অবৈধ অভিবাসীদের পাঠিয়ে দিচ্ছে।তিনি আরও জানান, আমি কোনও বিবরণ ভাগ করতে পারি না, তবে আমি জানাতে পারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব সীমান্তকে জোরদার করছে, অভিবাসন আইন কঠোর করছে এবং অবৈধ অভিবাসীদের অপসারণ করার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। উল্লেখ্য, ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই সে দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ শুরু হয়। ইতিমধ্যে বেশ কিছু দেশের অবৈধ অভিবাসীদের ফেরতও পাঠিয়েছে আমেরিকা।

ঢোলপুরে সাফাই কর্মীদের রাজ্য সভাপতির অস্বাভাবিক মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

ঢোলপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃরাজস্থানের ঢোলপুরে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল সাফাই কর্মীদের ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতির। মৃতের নাম - মোহন সিং তাওয়ার। মোহনের সিংয়ের পরিবারের অভিযোগ তাঁকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে। মঙ্গলবার জেলাশাসক শ্রীনিধি বিটি বলেছেন, মোহন সিং তাওয়ারের মৃত্যুর বিষয়ে, আমরা তাঁর পরিবার এবং তিনি যে সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি।মোহন সিংয়ের মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে

হিন্দু হোক অথবা মুসলিম, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়ঃগিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃহিন্দু হোক অথবা মুসলিম, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। মঙ্গলবার সকালে সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, ভারতের সংবিধান কোনও একজনের নয় এবং আসাদুদ্দিন ওয়াইসিকে তা অস্বীকার করা উচিত নয়।গিরিরাজ সিং আরও বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং আইনের জয় হবেই। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সে হিন্দু হোক অথবা মুসলমান। তাঁরা মানুষের মনে যথেষ্ট ভয় তৈরি করেছে... ওয়াকফ বোর্ড আইন অনুযায়ী কাজ করবে।

উত্তর প্রদেশের ফতেহপুরে লাইনচ্যুত দু'টি মালগাড়ি, বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা

ফতেহপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল দু'টি মালগাড়ি। মঙ্গলবার সকালে ফতেহপুর জেলার খাগা এলাকার পাম্ভীপুরের কাছে দু'টি মালগাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে জেরে গার্ডের বগি ও ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো হয়েছে।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সিগন্যালে ত্রুটির কারণে একটি মালগাড়ি রেললাইনে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় ওপর একটি মালগাড়ি পিছন থেকে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়িতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর আপলাইন অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং ট্রেন চলাচল প্রভাবিত হয়। দুর্ঘটনার কারণ জানতে রেলের আধিকারিকরা তদন্ত শুরু করেছেন। রেলের কমার্শিয়াল করিডোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের সরস্বতী পুজো

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লক। দক্ষিণে বাঁশ ডাঙ্গা জঙ্গল। পাশে মানডিহা গ্রাম। শহরের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে এক মনোরম পরিবেশ। শাল গাছের ঘন জঙ্গল। গ্রামের মাঝখানে অবস্থান করছে মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাব। শেষ দিকে রয়েছে বিড়াই নদী। প্রকৃতির এক অপূর্ব মিলন ভূমি।মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের সরস্বতী পূজা মন্ডপের সামনে একঝাঁক কচিকাঁচা বাচ্চা ছোটাছুটি করছে। তাদের মিষ্টি গলার আওয়াজ মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাব হাউস প্রাঙ্গণকে মাতিয়ে রেখেছে। পূজা মন্ডপের চারিদিকে রয়েছে কচিকাঁচা বাচ্চাদের তুলির টান। দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে চিত্রকলা ফুটিয়ে তুলেছে অন্বেষা, বৃষ্টি, বিজয়া, অনিকেতা, অনন্যা, আরাধ্যা রা।মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের কর্মকর্তারা খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন পূজা মন্ডপ। আলো ঝলমল। সুসজ্জিত মণ্ডপ। সরস্বতী পূজা কে কেন্দ্র করে এখানে তিন দিন ব্যাপী দিবারাত্রি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।বর্তমান সরস্বতী পূজার দায়িত্বে রয়েছেন সভাপতি মাননীয় প্রশান্ত পাল মহাশয় ও সম্পাদক মাননীয় কুন্তল দে মহাশয়।এছাড়া সহকারী হিসেবে সহযোগিতা করছেন তমাল দে, অমিত দে, রাজেশ দে, নিরঞ্জন রায় ও অভিযান দে।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্বে রয়েছেন মাস্টারদা। তিনি এই এলাকার মানুষের নয়নের মণি। তিন দিন ব্যাপী দিবারাত্র বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ ,নাচ, গান, আবৃত্তি ,দৌড় প্রতিযোগিতা চলতে থাকে।২০০০ সাল থেকেই এই ক্লাবের উদ্যোগে শান্তি ও প্রগতির পতাকা উড়িয়ে ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ২০২৫ সাল ক্লাবের রজত জয়ন্তী বর্ষ । দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে রজত জয়ন্তী বর্ষ পালন করা হচ্ছে।বাঁকুড়া জেলার বাইরের থেকেও বিভিন্ন শিল্পীর আগমনে বিষ্ণুপুর মল্ল রাজাদের সেনাপতি মহল এক নব সাজে সজ্জিত হয়ে উঠেছে।ছাত্র যুব উৎসবের সঞ্চালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন মাননীয় শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয়। তিনি বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মানডিহা ফাইভ স্টার ক্লাবের সরস্বতী পুজো আজ ওন্দা ব্লকের সীমানা ছাড়িয়ে বাঁকুড়া জেলা অতিক্রম করে রাজ্যের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন প্রসঙ্গে বার্তা

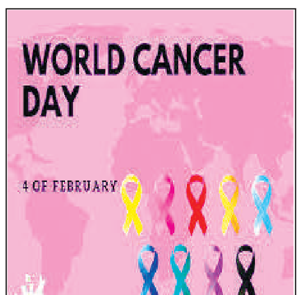

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি,২০২৫। মঙ্গলবার। বিশ্ব ক্যান্সার দিবস। একটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিপালিত দিবস। প্রতিবছর ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন করা হয়।ক্যান্সার দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা সমাজের কাছে প্রচার করা। এই দিনটিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং ক্যান্সার রোগীদের জীবন ধারার মান উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।ক্যান্সার চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরতে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই দিনটিতে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগী ও তাদের পরিবারের প্রতি সমর্থন জানাতে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ,প্রচার ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়।২০২৫ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের থিম হল-United by Unique . অর্থা অনন্য দ্বারা একত্রিত। যা ব্যক্তিগত যত্ন এবং চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরে। প্রতিটি মানুষের আলাদা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়।বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা র মতে - ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব যদি আমরা ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদান গুলি এড়িয়ে চলতে পারি। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারেঃ১) তামাক সেবন ত্যাগ করা।২) সঠিক খাদ্যাভাস অনুসরণ করা। ৩) নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো। ৪) স্বাস্থ্যকর বিএমআই বজায় রাখা।বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালনের মাধ্যমে আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে যে-ক্যান্সার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের আন্তর্জাতিকভাবে একযোগে কাজ করতে হবে। আর ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে হবে

আগামী বছরগুলিতে ২০০টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন, ১০০টি অমৃত ভারত ট্রেন এবং ৫০টি নমো ভারত রেপিড রেল চালু করা হবে,মতবিনিময় রেলমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৪ফেব্রয়ারি ঃ রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ০৩ ফেব্রয়ারি, ২০২৫ তারিখে রেলের জন্য ২০২৫-২৬ বাজেটে বরাদ্দকৃত তহবিলের বিষয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মিডিয়া কর্মীদের সাথে একটি মতবিনিময় করেন। এই উপলক্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরী, এবং হেড কোয়ার্টারের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন যে পরপর দ্বিতীয়বার, ভারতীয় রেলের জন্য বাজেটে মোট ২.৬৫ লক্ষ কোটি টাকারও অধিক বরাদ্দ করা হয়েছে। রেলমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে ভারতীয় রেল সারা দেশে দ্রুত, সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক রেল ভ্রমণ সম্প্রসারণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আগামী বছরগুলিতে ২০০টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন, ১০০টি অমৃত ভারত ট্রেন এবং ৫০টি নমো ভারত রেপিড রেল চালু করা হবে। নতুন ট্রেন এবং আধুনিক কোচ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জনসাধারণকে অনেক লাভবান করবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে ১০০০ নতুন ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাসও নির্মাণ করা হবে।মত বিনিময়ের সময় মন্ত্রী বলেন যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বর্তমানের সমস্ত প্রকল্পের ভৌতিক অগ্রগতি ভাল গতিতে এগিয়ে চলেছে। ভৌগোলিকভাবে কঠিন ভূখণ্ডে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, প্রকল্পগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ২৪x৭ ঘন্টা ভিত্তিতে কাজগুলি করা হচ্ছে। অসম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে, ২০১৪ সাল থেকে ১৮২৪ কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক নির্মাণ করা হয়েছে, যা শ্রীলঙ্কার সমগ্র রেল নেটওয়ার্ক থেকে অধিক। ২০১৪ সাল থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ৪৭৮টি নতুন ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে কবচ বাস্তবায়নের জন্য মোট ১১৮৯টি রুট কিলোমিটার চিহ্নিত করা হয়েছে।দুইজন জেনারেল ম্যানেজার-এ মিডিয়াকে সম্বোধন করার সময় জনান যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৯২টি স্টেশন রূপান্তরিত হবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনের সমস্ত ট্র্যাকের বিদ্যুতায়নের কাজ ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। জেনারেল ম্যানেজাররা বলেন যে মিজোরামের ভৈরবী - সাইরাং প্রকল্পটিও এই বছরের জুলাই মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।আরও, অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এর জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেলওয়ে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ হল ১০,৪৪০ কোটি টাকা। এটি ২০০৯-১৪ এর সময়কালের ২,১২২ কোটি টাকার গড় বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৫ গুণ অধিক। এই বছরের বাজেট বরাদ্দে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন নতুন লাইন এবং ডাবলিং প্রকল্প, ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ কাজ, যাতায়ত সুবিধা, সড়ক সুরক্ষার কাজ, সেতু নির্মাণ কাজ, সিগন্যালিং, ওয়ার্কশপ আধুনিকীকরণ এবং গ্রাহক সুবিধা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিভাগে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

আজ,বুধে দিল্লিতে বিধানসভা ভোট, ভাগ্য নির্ধারণ ৬৯৯ জন প্রার্থীর

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিতে বুধবার, ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। এই উপলক্ষ্যে সমস্ত ধরনের ব্যবস্থাপনা নেওয়া হচ্ছে। দিল্লিতে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ৭০, বুধবার সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে দিল্লিতে। ৬৯৯ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন এক কোটি ৫৬ লক্ষের বেশি ভোটার। দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের গণনা হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার।সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করার জন্য ১.৮ লক্ষের বেশি বাহিনী মোতায়েন করছে নির্বাচন কমিশন। দিল্লিতে এবারের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে ত্রিমুখী। বিজেপি, আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেসের মধ্যে জোরদার টক্কর হতে চলেছে।

বইমেলায় আকুপাংচার নিয়ে আলোচনাসভা ও বইপ্রকাশ

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ সম্প্রতি কলকাতা বইমেলায় নারায়ণ স্যান্যাল সভাঘরে ইরিমের উদ্যোগে আকুপাংচার বিষয়ে এক আলোচনাসভা হয়ে গেল। সেখানে 'গাঁটের ব্যথায় আকুপাংচার' শীর্ষক একটি বইও প্রকাশিত হয়।বক্তব্য রাখেন দেশের অন্যতম বরিষ্ঠ আকুপাংচার চিকিৎসক ডাঃ দেবাশিস বক্সী, ডাঃচন্দনা মিত্র, ডাঃতপন বিদ, ডাঃ পিনাকী চক্রবর্তী, সাংবাদিক সুজিত রায় ও মিতালি মিত্র, জৈব কৃষি বিজ্ঞানী উদয়ভানু রায়-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিঃরা।এদিন আলোচনাসভায় বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপঙ্কর মুখার্জি জানান, সারা পৃথিবীতে আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি আকুপাংচার চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রচলিত ও ক্রমবর্ধমান। তিনি আকুপাংচার চিকিৎসার সর্বজনীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যেও আকুপাংচারের উপকারিতা ও আকুপাংচার চিকিৎসায় সুস্থ থাকার বিষয়টি উঠে আসে।

ডাক্তার কে.আর.অধিকারী কলেজে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো বাগদেবীর আরাধনা

দুরন্ত বার্তা,৪ফেব্রুয়ারিঃকৃল্যাণীতে আইটি পার্কে ডাক্তার কে.আর.অধিকারী কলেজ অফ অপ্টিমেট্রি অ্যান্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজি-র প্রাঙ্গণে সা।ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৩ তম বর্ষ সরস্বতী পূজা।নিষ্ঠা সহকারে বাগদেবীর পূজা সম্পন্ন হয়। প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আনন্দে মেতে উঠল এদিনের সরস্বতী পূজা। ডাঃ কে.আর.অধিকারী কলেজের ডাক্তার পি কে শর্মা, ডাক্তার নিত্যানন্দ সাহা উদ্যোক্তা তথা পরিচালক অধ্যাপক-ডাক্তার তপন কুমার অধিকারী সহ বিভিন্ন ডাক্তারবাবুরা উপস্থিত ছিলেন সরস্বতী পূজার আনন্দ উপভোগ করার জন্য। সকাল থেকেই চলতে থাকে সরস্বতী পূজার্চনা ও অঞ্জলি প্রদান ও হোম যোগ্য। এদিনের এই সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে আবৃত্তি, কবিতা, সংগীত, নৃত্য ও ব্যামেও বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পারফরমেন্স প্রদর্শন করেন। সরস্বতী পূজা ও সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হতে সময় লাগে বিকেল পাঁচটা অবধি।

বিদেশে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার নাম করে হরিয়ানায় যুবকের সঙ্গে প্রতারণা

জিন্দ, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিদেশে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার নাম করে হরিয়ানার জিন্দ জেলার সফিদোঁর মালিকপুর গ্রামের বাসিন্দা লখবিন্দরের কাছ থেকে ৭ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ৩ জনের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।লখবিন্দর জানান, অভিযুক্তদের সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় ছিল। একদিন তারা বাড়িতে এসে দাবি করে, বিদেশে তাঁদের ভাল যোগাযোগ রয়েছে এবং ট্যুরিস্ট ভিসাকে ওয়ার্ক পারমিটে রূপান্তর করতে পারে। এজন্য ১০ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে জানানো হয়।ভরসা করে লখবিন্দর ৪ লক্ষ টাকা নগদ, ২ লক্ষ টাকার চেক এবং ১ লক্ষ টাকা অনলাইনে পাঠান বলে জানান। কিন্তু টাকা নেওয়ার পরও অভিযুক্তরা ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা করেনি। লখবিন্দর পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দিল্লিতে পরিবর্তন আনবেন জনগণ, আশাবাদী অলকা লাম্বা

নয়াদিল্লি, ৪ফেব্রুয়ারিঃদিল্লিতে কংগ্রসের জয় নিয়ে আশাবাদী কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা। তিনি বলেছেন, দিল্লিতে পরিবর্তন আনবেন জনগণ। সোমবার নিবার্চনী প্রচারের ফাঁকে অলকা লাম্বা বলেছেন, জনগণ পরিবর্তন আনতে চলেছে এবং আমি নিশ্চিত কংগ্রেসের প্রথম জয় হবে কালকাজি থেকে। এএপি এবং বিজেপির লড়াইয়ে দিল্লি ধ্বংস হয়ে গেছে।অলকা লাম্বা আরও বলেছেন, কালকাজিতে জয় নথিভুক্ত করে, অলকা লাম্বা দিল্লিকে সেই জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে শীলা দীক্ষিত শহর ছেড়েছিলেন। এখন এএপি এবং বিজেপির মধ্যে বিদ্বেষের কারণে যমুনা বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস সরকার গঠনের জন্য ৫০টিরও বেশি আসন পাবে।

ইউসিসি বিধানের খসড়া তৈরির আগে সর্বদলীয় বঠক ডাকা দরকারঃশত্রুঘ্ন সিনহা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউসিসি বিধানের খসড়া তৈরির আগে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা দরকার। মঙ্গলবার এই মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রবীণ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি বলেছেন, উত্তরাখণ্ডে ইউসিসির বাস্তবায়ন প্রাথমিকভাবে প্রশংসনীয়। ইউসিসি অবশ্যই দেশে থাকবে এবং আমি নিশ্চিত সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন।শত্রুঘ্ন সিনহা আরও বলেছেন, তবে এর মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে... শুধু গরুর মাংস নয়, সাধারণভাবে আমিষ জাতীয় খাবার অবশ্যই দেশে নিষিদ্ধ করা উচিত।

শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি, শীত কিছুটা কমলো জম্মু ও কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ৪ ফেব্রয়ারি ঃ কনকনে শীতে কিছুটা কমেছে জম্মু ও কাশ্মীরে। মঙ্গলবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বোে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। কাশ্মীরের অন্যত্রও তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানে মঙ্গলবার সকালেও শীতের শিরশিরানি অনুভূত হয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১০ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৬-৮ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। ৯-১০ ফেব্রয়ারি হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফের পারদ-পতন। সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার তাপমাত্রা নামলো অনেকটাই। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৮ ডিগ্রি বেশি। পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রত্যাবর্তন হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কিছু দিন তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। তবে, জমজমাট শীত আর ফিরবে না। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতেই শীত বিদায় নিতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কুয়াশার পূর্বাভাসও জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা৫২মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২০মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২২ মাঘ, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২১ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

লেদার কমপ্লেক্সে ম্যানহোলে মৃত্যুর ঘটনায় সুমন সরদারের দেহ ফিরলো বাড়িতে

সৌরভ দাশ,ন্যাজাট, ৪ ফেব্রুয়ারি : গত ২ রা ফেব্রুয়ারি, কলকাতার লেদার কমপ্লেক্সে ম্যানহোলে পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যু হয় তিনজনের , তাদের মধ্যে থাকা সুমন সরদারের বাড়ি ন্যাজাট। ময়না তদন্তের পর ৩ রা ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে সুমন সরদারের দেহ বাড়ি ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়লো তার পরিবার । রাতেই তার দেহ দাহ করা হয় এলাকার শ্মশানে। সুমনের উপার্জনেই নির্ভরশীল ছিলো তার পরিবার। তার মৃত্যুতে দিশেহারা পরিবার পরিজনরা। পরিবারের একজন কে সরকারী চাকরি দেওয়ার দাবি পরিবারের।

আদালতে আনা হলো সন্দেশখালি ঘটনায় যুক্ত-আশানুর শেখ ও আবু সুফিয়ান শেখকে

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৪ ফেব্রুয়ারি : সন্দেশখালির সরবেড়িয়া আকুঞ্জিপাড়ায় গত বছর ৫ই জানুয়ারি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে রেশন দুর্নীতির তদন্তে গিয়ে ইডি আধিকারিকদের উপরে আক্রমণের ঘটনায় সিবিআই এর নোটিশ পাওয়ার পরও খোঁজ মিলছিল না দুই অভিযুক্তের। অবশেষে খোঁজ পাওয়া যায় বসিরহাট উপ সংশোধনাগারে । গত বুধবার দুই অভিযুক্তকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করার পর সিবিআই হেফাজতে নেওয়ার পর পুনরায় সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত আশানুর শেখ ও আবু সুফিয়ান শেখ দুজনকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলো ।

স্কুলের তালা ভেঙে ঢুকে আলমারি ভেঙে চুরি হাড়োয়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাড়োয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : হাড়োয়া থানার রায়খা গ্রামের জগন্নাথপুর অরবিন্দ ভারতী বিদ্যালয়এর ঘটনা। রাতে, দুস্কৃতিরা স্কুলের তালা ভেঙে স্কুলে ঢোকে এমনটাই অনুমান। স্কুলে ঢুকে অফিস ঘরের আলমারি ভেঙে টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতিরা । অফিস ঘর,প্রধান শিক্ষকের ঘর, সুপারের ঘর, ক্যান্টিনের ঘর সহ মোট পাঁচটি দরজা ভাঙা হয়। আলমারিতে থাকা পুরো টাকাটাই নিয়ে যায় দুস্কৃতীরা । মোট আটটা আলমারি ও ভাঙ্গা হয়েছে বলে জানান স্কুল কর্তৃপক্ষ। উধাও কিছু গুরুত্বপুর্ন নথি পত্রও জানান প্রধান শিক্ষক হরিপদ বর্মন । ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়খা গ্রামে। প্রধান শিক্ষক জানান,একেবারে ফাঁকা জায়গায় স্কুলটির অবস্থান, এর আগেও বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে,স্কুলে নিরাপত্তা রক্ষী দরকার বলেও জানান তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গের মতো দিল্লির জনতাও পরিবর্তন চায় ঃ অগ্নিমিত্রা পল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের মতো দিল্লির জনতাও পরিবর্তন চায়। দাবি করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। মঙ্গলবার অগ্নিমিত্রা পল বলেছেন, দিল্লিবাসীও বাংলার জনতার মতোই পরিবর্তন চায়। দিল্লির জনগণ অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও এএপি-কে বুঝেছে, পরীক্ষা করেছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে। অগ্নিমিত্রা পল আরও বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে, জনগণ সুশাসন এবং স্বচ্ছ সরকার চায় যা শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারই দিতে পারে। কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ করেছেন অগ্নিমিত্রা পল। তাঁর কথায়, রাহুল গান্ধী নিজের বক্তৃতায় (লোকসভায় গতকাল) চিন শব্দটি প্রায় ৩৬ বার উল্লেখ করেছেন। তিনি যা বলছেন তা তথ্য ছাড়াই। এটা মিথ্যা...২০০৭-২০০৮ সালের মধ্যে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তিটি কী ছিল? কংগ্রেস ভারতের জনগণের কাছ থেকে অনেক কিছু লুকিয়ে রেখেছে।

বন দপ্তরকে সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার বন দপ্তরকে সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছে। এই দুই বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আজ নবান্ন থেকে সব জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বন দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং দুই বোর্ডের আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। ডুয়ার্স সহ দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহলের যে সব এলাকায় বন্যপ্রাণীদের আক্রমন করার আশংকা রয়েছে সেই সব এলাকায় সব ধরনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহনের জন্যে বন দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বৈঠকে বোর্ডের আধিকারিকরা তা বিস্তারিতভাবে জানান বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। পরীক্ষার্থীরা যেন যানজটমুক্ত হয়ে সহজে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে সেই জন্যে রাস্তায় পর্যাপ্ত যানবাহন রাখার পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনে পুলিশকে জোর দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক ও তেসরা মার্চ থেকে রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

হাওড়ার জয়সোয়াল হাসপাতালে চালু হল ডায়ালিসিস পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : হাওড়ার জয়সোয়াল হাসপাতালে চালু হল ডায়ালিসিস পরিষেবা, নতুন ইমারজেন্সি বিভাগেরও সূচনা। হাওড়ার জয়সোয়াল হাসপাতালে চালু হল ডায়ালিসিস পরিষেবা। এর পাশাপাশি নতুন ইমারজেন্সি বিভাগেরও সূচনা হলো। লিলুয়ার টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে মঙ্গলবার চালু হয় মোট ১৫ শয্যার ডায়ালিসিস ইউনিট। এখান থেকে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে ডায়ালিসিস পরিষেবা মিলবে। মঙ্গলবার এই ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধন করেন হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কৈলাশ মিশ্র। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর তবজিল আহমেদ, রিয়াজ আহমেদ, সুবীর রাউত, বেবী জানা, হাসপাতালের সুপার ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ সোরেন সহ সংশ্লিষ্ট স্তরের দফতরের আধিকারিকরা। কৈলাশ মিশ্র জানান, এখানে ২৪ঘন্টা ডায়ালিসিস ইউনিট চলবে। এর সাথে ইমার্জেন্সি যেটা ছিল সেটাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এই ইউনিট বড় করে তৈরি করা হয়েছে। আগে ইমারজেন্সিতে দেখে হয় ওই হাসপাতালে, না হয় অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এখন তা হবেনা। এখন ৩টি বেড থাকছে। আগামী দিনে এখানে ১০টি বেড রাখা হবে। আগে ভালো করে চিকিৎসা করে তারপর রেফার করা হবে।এখানে সবসময়ের জন্য বিনামূল্যে ডায়ালিসিস পরিষেবা পাওয়া যাবে। যেকোনও সরকারি হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন নিয়ে এলে সবাই এখান থেকে নিখরচায় ডায়ালিসিস পরিষেবা পাবেন। ভুলি, বেলুড়, লিলুয়া ও উত্তর হাওড়ার মানুষদের জন্য এই প্রথম বিনামূল্যে ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু হলো। এছাড়াও এদিন নতুন রূপে চালু হওয়া তিন শয্যার ইমার্জেন্সি বিভাগেও সমস্ত আপদকালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। এরই পাশাপাশি এই হাসপাতালে চিকিৎসকদের নামের তালিকা, খালি শয্যার সংখ্যা উল্লেখ করে একটি ডিসপ্লে বোর্ড শীঘ্রই গেটের কাছে টাঙানো হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, হাসপাতাল বিল্ডিংয়েরও আমূল সংস্কার করা হবে। আগামী দিনে এই হাসপাতালটিকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শপথ নেওয়ার সময় নেওয়া দুই অঙ্গীকার মেনে চলছি ঃ রাজ্যপাল বোস

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্ব নিয়ে আসার পর থেকেই সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছেন। রাজ্যে কোথাও, কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটলেই সেখানে তিনি নিজে ছুটে গিয়েছেন। এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি যে কোনও অশান্তি কড়া হাতে দমন করার বার্তা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার- ১) প্রঃ -পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? উঃ - হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে। অনেক জায়গায় অপ্রয়োজনে অশান্তি হয়েছে, বা হয়।২) প্রঃ - আপনি কীরকম ভূমিকা নিয়েছেন? উঃ - আমি আমার মতো করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করি। পারলে সেরকম ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে যাই। হাসপাতালে, কখনও সংঘর্ষে নিহতের বাড়িতেও গিয়েছি। কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি বেশি জটিল হয়। ৩) প্রঃ - সেরকম ক্ষেত্রে আপনি কী ব্যবস্থা নেন? উঃ - ' রাজভবন' নামে টহলদারি নজরদার যায় উপদ্রুত এলাকায়। সকাল ৬টাতেও গাড়ি বেরিয়েছে। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে

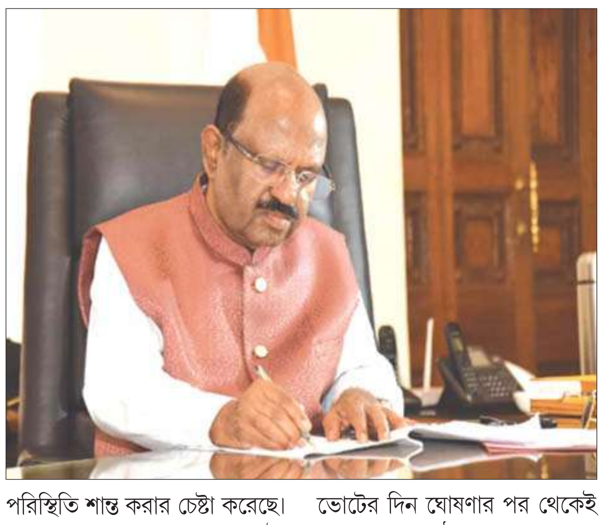

পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেছে। ৪) প্রঃ -এতে লাভ কতটা হয়েছে? উঃ - অনেক অভিযোগ পেয়েছি। সেসব স্থানীয় থানাকে জানিয়েছি। নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গ থেকে একবার এক অসহায় পরিবার রাজভবনে সাহায্য চায়। তারা প্রাণহানির আশঙ্কা করছিল। আমি পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টা জানাই। পুলিশ সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। পরে বাচ্চাকে নিয়ে ওই পরিবারের দম্পতি রাজভবনে এসে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গিয়েছে। ৫) প্রঃ-পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকেই অশান্ত হয়ে ওঠে রাজ্য। মনোনয়ন পর্বে রক্ত ঝরে। এরকম অবস্থায় ২০২৩-এর ১৭ জুন রাজভবনে পিস রুম চালু হয়। কোন পরিস্থিতিতে ওরকম অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করেন? উঃ - পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে বাংলায় বিভিন্ন অশান্তি ও হিংসার ঘটনার অভিযোগ প্রতিদিনই উঠছিল। নাগরিকদের সাহায্য করতেই 'পিস রুম' খোলে রাজভবন। মূলত, ভোট সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভিযোগ জানতে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করতেই রাজভবনে খোলা হয় ওই বিভাগ। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজভবনের তরফে রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে সমস্যাগুলি পাঠানো হয়। ৬) প্রঃ - আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে রাজ্যের কাছে কতটা সহযোগিতা পেয়েছেন? উঃ - (সামান্য ভেবে) দেখুন, কোনও ঘটনার তদন্তে একটু সময় লাগে। রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নেওয়ার আগে দুটো অঙ্গীকার করেছিলাম- ক) সংবিধানকে রক্ষা করব এবং খ) সাধারণ মানুষকে ভাল রাখার চেষ্টা করব। অঙ্গীকার রক্ষার সর্বতোভাবে চেষ্টা করে চলেছি। ৭) প্রঃ - দক্ষিণ কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে সরস্বতী পুজো করাতে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছে। এটা কীভাবে দেখছেন? উঃ - দেখুন, বিষয়টা হাই কোর্ট অবধি গড়িয়েছিল। যা হয়েছে, বিচারপতির নির্দেশে হয়েছে। এ নিয়ে কিছু বলা সমীচিন হবে না।

ফের টলিউডে অশান্তি, শুটিং বন্ধ, সমাধানের পথ খুঁজছেন পরিচালকরা

দুরন্ত বাতা৩, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন করে টেকনিশিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে পরিচালকদের মতানৈক্য শুরু হয়েছে। ফলে মার খাচ্ছে টলিউডের শুটিং। ছবিপাড়ার খবর, মাস ছয় ধরে দু'পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে। তার জেরেই অব্যাহত রয়েছে ভুল বোঝাবুঝি। নতুন বছরে দু'জন পরিচালক যথাক্রমে নতুন ছবি আর সিরিজ পরিচালনা শুরু করতে চেয়েছিলেন। অভিযোগ, আচমকা ফেডারেশনের তরফ থেকে প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা জানিয়ে শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। নতুন ধারাবাহিকের সেট তৈরির কাজ বিনা নোটিসে বন্ধ করে দিয়েছে আর্টস সেটিং গিল্ড। দুদিন ধরে পরিচালকের তরফ থেকে সমাধানসূত্র খোঁজা হলেও তার পথ বার হয়নি। উল্লেখ্য, গত জুলাই থেকে পরিচালকদের সঙ্গে ফেডারেশনের দ্ব ন্দ্ব শুরু। ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের সেই সময়ের অভিযোগ, পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায় সংগঠনকে না জানিয়ে বাংলাদেশে কাজ করেছিলেন, যা নিয়মবিরুদ্ধ। সেই সময় তাঁকে ' ঘোষণা করা হয়। তখন এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সমস্ত পরিচালক। ইন্দ্রনীল সেনও ছিলেন। কথা ছিল, কমিটি গড়ার তিন মাসের মধ্যে সমাধান খুঁজতে হবে। গিল্ড-

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে সাময়িক স্তিমিত হয়েছিল বিরোধ। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সমাধান খুঁজতে বৈঠক করেছিলেন পরিচালক গৌতম ঘোষ, প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ-অভিনেতা দেব। বিরোধ মেটাতে এঁদের তিন জনের একটি কমিটি গড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কমিটিতে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, এর পক্ষ থেকে রীতিমতো অভিযোগ জানানো হয়েছে, সে সব বিশ বাঁও জলে। ফেডারেশন সভাপতি সেই সময় দাবি করেন, পরিচালকদের ৬০ শতাংশ নাকি এই ধরনের নিন্দনীয় আচরণ করে থাকেন! যদিও গত দুদিনে উদ্ভুত সমস্যার কারণ বা সমাধান নিয়ে তিনি এখনও কোনও মন্তব্য করেননি।

হাওড়ার রামরাজাতলায় ইভটিজিং-কান্ডে ধৃতদের মঙ্গলবার হাওড়ার জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোর দিন দুপুরে হাও।ার রামরাজাতলায় ইভটিজিং-কান্ডে ধৃতদের মঙ্গলবার হাওড়ার জুভেনাইল কোর্টে তোলা হয়। সোমবার রামরাজাতলার একটি গার্লস স্কুলের সামনে ওই ঘটনা ঘটেছিল। ইভটিজিং এর প্রতিবাদ করায় এক ছাত্রীর বাবাকে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর করে রক্তাক্ত করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থলে ৩-৪ জন উপস্থিত থাকলেও ২ জনকে হাতেনাতে ধরা হয়। ধৃত দুই নাবালককে মঙ্গলবার শারীরিক পরীক্ষার পর বিচারের জন্য নিয়ে. যাওয়া. হয় হাওড়া জুভেনাইল কোর্টে। চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশের তপরতায় .সোমবার ওই দুই অভিযুক্তকে ঘটনাস্থল থেকে হাতেনাতে ধরা হয়। বর্তমানে আক্রান্ত নাবালিকার পিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, ছেলেটি আমাদের অনেকদিন ধরেই হুমকি দিচ্ছিল। বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েও হুমকি দিয়েছিল। মেয়ে বর্তমানে হাওড়ার রামরাজাতলার কাছে স্কুলে পড়ে। সরস্বতী পুজোর দিন ছেলেটি বন্ধুদের নিয়ে মেয়ের স্কুলের

সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। ছেলেটির বাবাকে ফোন করে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাই। তারপর পাল্টা ছেলেটি আমায় ফোন করে আমার অবস্থা খারাপ করে দেবে বলে হুমকি দেয়। ওরা ৪ জন ছিল। আমার মেয়ে আগে যে স্কুলে পড়তো সেখানে ছেলেটি পড়তো। পরে মেয়েকে ওই স্কুল থেকে এই স্কুলে ভর্তি করা হয়। তারপরেও ছেলেটি আমার মেয়েকে ছাড়েনি। বারে বারে ফোন করে উত্ত্যক্ত করত। এই কারণে ছেলেটিকে সাবধানও করা হয়। এদিন ছেলেটি তাদের অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে এসে আমাকে প্রচন্ড মারধর করে। তাদের আঘাতে গুরুতর জখম হই। জখম অবস্থায় আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

সিপিএমের কয়েকজন নেতার হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি তৃণমূলের এক বুথ কর্মী

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কুলতলি থানার চুপড়িঝাড়া অঞ্চলের ১৪ নম্বর রাধাবল্লভপুর এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ কর্মী শাহজাহান লস্কর। সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে চা দোকানে চা খেতে যায় । আচমকা সেখানে সিপিআইএম নেতা আনিছ গায়েনের নেতৃত্বে মান্নান খাঁন, হান্নান খাঁন,মফিজ খাঁন, মহিউদ্দিন খাঁন সহ অন্যান্যরা সাজাহান লস্করের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে চড় লাথি কিল ঘুষি ও বাঁশ দিয়ে আঘাত করতে থাকে। দোকানে থাকা মানুষজন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে- ততক্ষণে তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে কুলতলি থানার পুলিশ ও পরিবারের লোকজন। বাড়ির লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে। আর এই খবর চাউর হতেই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এদিন রাতে রাস্তা অবরোধ করে,ঘটনা স্থলে কুলতলি থানার আইসি ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী যায়। শাহজাহানের পরিবারের দাবি যতক্ষণ না দুস্কৃতীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করবে ততক্ষণ তারা রাস্তায় থাকবেন। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে । আর এই ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে কুলতলি থানার পুলিশ। শাহজাহানের মাথা থেকে রক্ত ধরতে থাকায় রাতে তাকে ভর্তি করা হয় জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে। তবে শাহজাহানের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় মঙ্গলবার বেলায় স্থানাতরিত করা বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৬৪ বস্তা অবৈধ শামুখ সহ গ্রেপ্তার তিন

ন্যাজাট, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালীর ন্যাজাট থানার গাজীখালি ঘাট থেকে ৬৪ বস্তা শামুখ সহ গ্রেপ্তার তিন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অন্য জেলা থেকে তারা এই শামুখগুলো নিয়ে আসছিল। গ্রেপ্তার তিন অভিযুক্তকে মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

আজ শুরু হচ্ছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্যে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দুই দিনের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪০টি দেশের দুশো জন প্রতিনিধি ছাড়াও ২৫ জন রাষ্ট্রদূত আসছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন। আজ বিকালে নিউটাউন এর ইকো পার্কে শিল্পপতিদের সঙ্গে চা চক্রে মিলিত হওয়ার আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন সম্মেলনে ভুটানের রাজা ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, সজ্জন জিন্দাল সহ অন্যান্যরা অংশ নেবেন।

১৩-১৬- এবং ২০-২৩ ফেব্রুয়ারি গ্রিন লাইনে সম্পূর্ণ ব্লক

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ এসপ্ল্যানেড এবং শিয়ালদহ স্টেশনের মধ্যে টানেলিংয়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা এখন হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ভি পর্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রিন লাইন মেট্রো করিডোরের জন্য যোগাযোগ ভিত্তিক ট্রেন নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের পরীক্ষার জন্য দুটি পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৩.০২.২০২৫ থেকে ১৬.০২.২০২৫ এবং ২০.০২.২০২৫ থেকে ২৩.০২.২০২৫ (শনিবার এবং রবিবার সহ চার দিন) সম্পূর্ণ ট্র্যাফিক ব্লক দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

সোনারপুরে বেআইনি কল সেন্টার থেকে গ্রেফতার তিন যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সোনারপুর থানা এলাকার সার্দান বাইপাসের একটি অভিজাত আবাসনে এবার বেআইনি কল সেন্টারের হদিস। ১০ কোটি টাকার উপর প্রতারণার অভিযোগ ।এই ঘটনায় গ্রেফতার ৩ যুবক। উদ্ধার ৫টি ল্যাপটপ,৫টি মোবাইল,২টি রাউটার,৭টি হেডফোন সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সংস্থা ও একাধিক ব্যাঙ্কের জাল লোগো । একটি অডি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ধৃত তিন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ । নির্দিষ্ট সোর্স মারফত খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা সার্দান বাইপাসের এই অভিজাত আবাসনে সোমবার সন্ধ্যায় তল্লাশি চালায় । আবাসনের ৫ নম্বর ব্লকের ১১ তলার ১১০৩ নম্বর ফ্ল্যাটে চলছিল এই বেআইনি কল সেন্টার। মুলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ হ্যাক করে তথ্য পাচারের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার নামে তাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হত বলে অভিযোগ । সফটওয়ার হ্যাক করে তাদের কাছে ফোন কল করা হত ও ওটিপি পাঠানো হত ।আর এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুর্ব যাদবপুর এলাকার বাসিন্দা জয় হালদার (২৫) সহ নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা তন্ময় মন্ডল (২৫) ও সোনারপুর থানা এলাকার বাসিন্দা শুভজিত বিশ্বাস (২৯) নামে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । জয় এই চক্রের মুল পাণ্ডা বলে জানা গিয়েছে । তাঁর অ্যাকাউঃট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে লক্ষাধিক টাকা । এই ঘটনায় বারুইপুর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । আর তার ভিত্তিতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত দেরকে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হলো।

সমবায় সমিতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ তৃণমূলের ৭৫ জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলেন। বসিরহাটের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার ইটিন্ডা য় সমবায় .সমিতি নির্বাচনে তৃণমূলের ৭৫ জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলেন। নির্ধারিত দিন, নির্ধারিত সময় অতিক্রম হওয়ার পরও বিরোধীদের তরফে কোনো মনোনয়নপত্র জমা পরেনি তাই ইটিন্ডা পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬ জন ও গাছা আখারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৯ জন । তৃণমূলের মোট ৭৫ জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলেন। তৃণমূলের এই জয়ের পর জয়ী সদস্যরা ও তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা মিছিল ও মিষ্টিমুখ করেন।

পাইপলাইনের কাজের জন্য জল বন্ধের বিজ্ঞপ্তি দিল হাওড়া পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ জল বন্ধের বিজ্ঞপ্তি দিল হাওড়া পুরসভা। পাইপলাইন ও ভাল্ব প্রতিস্থাপনের কাজের জন্য জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়ায়। হাওড়া পুরসভা সূত্রে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হাওড়া পুরসভা ও কেএমডিএ দ্বারা পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে পানীয় জল সরবরাহকারী পাইপ লাইনে জরুরিভিত্তিতে ছিদ্র মেরামত, বিভিন্ন ব্যাসের পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও ৩টি ৯০০ মিলিমিটার ব্যাসের ভাল্ব প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর জন্যে আগামী বৃহস্পতিবার ৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলা ১২টা থেকে পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবার ৭ ফেব্রুয়ারী সকাল ৬টা পর্যন্ত পুরসভার সবকটি ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে পুনরায় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হাওড়া পুরসভায় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার খরচ কমাতে উদ্যোগী রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ আনুষঙ্গিক খরচ কমাতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। এর প্রাথমিক ধাপ হিসাবে সব জেলা হাসপাতালে অঙ্কলজি আউটডোর পরিষেবা চালু হয়েছে। যেখানে কেমো থেরাপির সুবিধাও মিলছে। আগামী দিনে মহকুমা স্তরেও এই পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এ রাজ্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে মিললেও ফলো-আপ থেরাপিতে শুধু বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যায়। অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচ রোগী বা তার পরিবারকেই বহন করতে হয়।

গোসাবায় এক আদিবাসী বৃদ্ধাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্থানীয় এক যুবক

দুরন্ত বার্তা,গোসাবা, ৪ ফেব্রুযারি ঃ ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা বে।ে চলেছে রাজ্যে। এবারবছর ৬৫-এর এক আদিবাসী বৃদ্ধাকে মদ খাইয়ে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দঃ ২৪ পরগনার গোসাবায়।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।তবে নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, সোমবার রাতে অভিযুক্ত যুবক মদ নিয়ে ওই আদিবাসী বৃদ্ধার বাড়িতে যান। সেখানে ওই মহিলাকে ও তাঁর ছেলেকে জোর করে মদ খাওয়ান। সেই সময় বাড়িতে শুধু তাঁর ছেলে, বৌমা ছাড়া আর কেউই ছিলেন না। বৌমা অভিযুক্ত যুবককে চলে যেতে বললেও ওই যুবক যাননি বলে অভিযোগ।এ দিকে ওই বৃদ্ধার ছেলে

মদের নেশায় তখন বেঁহুশ। অভিযুক্ত বাড়ি থেকে যাচ্ছে না দেখে আশপাশের মানুষদের ডাকতে যান বৌমা। তিনি ফিরে দেখেন অভিযুক্ত যুবক চলে যাচ্ছেন বাড়ির পাশ থেকে। তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন,শাশুড়ি অসুস্থ অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে পড়ে আছে। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। রাতেই তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর গ্রামের মানুষজন অভিযুক্ত যুবককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়। এদিকে দেহ মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ধর্ষন হয়েছেকিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৬৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২২ মাঘ, ১৪৩১

বাংলার অভিনেত্রী অরুন্ধতী

সিনেমার বর্মিবাক্স ও অরুন্ধতী দেবী। কিছু কিছু রাজকুমারী রূপকথার তোয়াক্কা করে না। নিজেরাই নিজেদের জিয়নকাঠি খুঁজে নেয়। ভারতীয় ও বাংলা ছবির মূল ধারা নিয়ে বোঝাপড়া অনুযায়ী সেই লেন্সই কিন্তু পরবর্তীকালের সাই পরাঞ্জপে, অপর্ণা সেনদের কাছে হাতবদল হয়েছে। মহিলা পরিচালক তার আগে বেশ কয়েকজন এসেছেন। ভারতীয় সিনেমায় প্রথম মহিলা পরিচালক ফাতমা বেগম; সিনেমার ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই এই খবর রাখেন। ১৯২৭ সালে ফাতমা পরিচালনা করেন নির্বাক ছবি 'বুলবুল-এ-পরিস্তান'। বাংলায় '৫৪ সালে মঞ্জু দে পরিচালনা করেন, 'স্বর্গ হতে বিদায়'। তিনিই বাংলা ছবির প্রথম মহিলা পরিচালক। কিন্তু শ্রীমতী দে-র পরিচালিত ছবিগুলি যেমন, 'অভিশপ্ত চম্বল' বা 'শজারুর কাঁটা' সম্পর্কে খোঁজ নিলে বোঝা যায়, নিজস্ব প্রেক্ষিত তৈরির ভাবনা হয়তো তার মাথায় কাজ করেনি। সেরকম দৃষ্টিকোণ হয়তো ফাতমা বেগমেরও ছিল না। তাই বলাই যায় যে, অরুন্ধতী দেবীই সেই প্রথম মহিলা পরিচালক যিনি নিজের লিঙ্গ-অবস্থান বিষয়ে সচেতন হয়ে পরিচালনায় হাত দিয়েছিলেন। অরুন্ধতীর প্রত্যেকটি ছবি, তাদের প্রায় সবক'টি উপাদান নিয়ে একান্তভাবে একটি মেয়ের চোখ দিয়ে দেখা এবং তার দৃষ্টিপথ অনুসারে দেখতে আমন্ত্রণ করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অরুন্ধতী দেবী-র প্রথম ছবি 'ছুটি' বাদ দিলে আর কোনও ছবিই সেভাবে সংরক্ষিত হয়নি। 'মেঘ ও রৌদ্র' আর 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' দেখার আবছা অভিজ্ঞতা মনে আছে মাত্র। সেই স্মৃতি ওই ছবির প্রিন্টের থেকেও অস্পষ্ট। আমাদের নয়ের দশকের কৈশোরের থেকেও দুষ্প্রাপ্য। 'মেঘ ও রৌদ্র' কিংবা 'দীপার প্রেম' আবার করে দেখে যে-অনুভূতি স্মৃতিতে উঁকি দেয়, তা আগে না আঁচ পাওয়া একরকমের আলো। যে আলো তাতায় না, পোড়ায় না, বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমেজ তৈরি করে চলে যায়। অরুন্ধতীর সবক'টি ছবিতেই শৈশব আর কৈশোরের আনাগোনা। প্রেম একটুও জড়োসড়ো নয়। আড়ম্বরহীন এবং আশ্চর্য রকমের অনায়াস। আর সংগীতের প্রয়োগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডিয়েজেটিক সাউন্ডের মতো। অরুন্ধতী যখন পরিচালনা শুরু করেছেন, তখন ফরাসি নিউ ওয়েভ তুঙ্গে। প্যারিসে অ্যাগনেস ভের্দা আর প্রাগে ভেরা চিতিলোভা তাদের প্রথম দিকের মাইলফলক ছবি বানিয়ে ফেলেছেন। সেইসব ছবি অরুন্ধতী দেখেছিলেন কি না, জানা যায় না, তবে আন্তর্জাতিক ছবির জগৎ সম্পর্কে জানকারি থাকার সূত্রে 'ক্লিও ফ্রম ৫ টু ৭' আর 'ডেইসিস' বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন, আশা করাই যায়। এভাবে ছয়ের দশকের ইউরোপকে টেনে আনার প্রয়োজন পড়ল, কারণ ইতিহাস-বিস্মৃত জাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে কনটেক্সট না দেখালে অরুন্ধতীর তাৎপর্য প্রমাণ করা যাবে না। অরুন্ধতী সেই সময়ের ফসল যখন ইউরোপে মেয়েরা যে-কোনও ক্ষেত্রেই নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। তার সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে, নারীর উত্তোরণের জন্যে তখনকার ভারতের জমি মোটেই যথেষ্ট উর্বর ছিল না। অরুন্ধতী সেই অনুর্বর জমির প্রথম দিকের ফসল। এই প্রসঙ্গে তথ্য রাখা আশু কর্তব্য।

ভারতীয় দক্ষ অভিনেতা 'প্রাণ'

তানসেন গান গাইলে নাকি বৃষ্টি নামত! কিন্তু আহিরিটোলার প্রখর মধ্যদিনে আমি নিজে দেখেছি দেবব্রত বিশ্বাস রেডিওতে 'বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ়' গাইছেন আর আকাশ জুড়ে নীলাঞ্জনছায়া। এমনকী তিনি 'আষাঢ়' শব্দটি উচ্চারণ করলে, উজ্জয়িনী বা বিদিশা নয়, আমাদের কালীঘাটেও বৃষ্টি নামত। তারপর থেকেই আর কোন বাঙালি গায়ক কি 'আষাঢ়' শব্দের উচ্চারণ জানেন? এরকম যাদুবিদ্যা তিনি নানা সময়ে দেখাতেন।

লেনিন শতবর্ষে (১৯৭০) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা মাঠে রাত সাড়ে এগারোটার সময়ে ছাত্রদের আমন্ত্রণে তিনি গেয়েছিলেন 'গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর', মঞ্চে লেনিনের বিরাট কাট আউট। একটা প্রেমের গানে যে অত রাজনৈতিক দ্যোতনা আনা যেতে পারে সেই প্রথম জানলাম। অত রাতে বাঙালির যৌবন 'প্রেম' শব্দটির অর্থ জেনে শিহরিত হয়। আর একটু পরেই তিনি দ্বিতীয়বার আমাদের জয় করে নিলেন 'তুমি রবে নীরবে' গেয়ে। জীবনে প্রথম সবিস্ময়ে খেয়াল করলাম দ্বিতীয় স্তবকে তিনি 'মম জীবন যৌবন, মম সফল স্বপন' গাওয়ার সময় ঈষৎ পালটে 'সকল স্বপন' গাইলেন, আমাদের সুন্দরীতমাদের অনেকেই ভেবেছিলেন ভুলে হল এরকম। পরে শুনেছি জর্জ বিশ্বাসের বিশ্বাস ছিল যে প্রেমিকার সৌরভ ছাড়া তো স্বপ্ন সফলতায় পৌঁছতেই পারে না। সুতরাং 'সকল স্বপন' হবে (এখন প্রমাণ হয়েও গেছে যে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে 'ক' ও 'ফ' খুব প্রভেদ না রাখায় এই মুদ্রণ বিভ্রাট ঘটেছিল) যা থমকে আছে প্রিয় নারীর সুগন্ধের প্রত্যাশায়। আজ আর বলতে দ্বিধা নেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশ্বে তিনি সর্বাধিক ভাবে সেরিব্রাল। অচলায়তনের বাসিন্দা হতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন; বিশ্বভারতীর নায়েব গোমস্তাদের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও খরাতপ্ত তৃষাদগ্ধ প্রাণের এই প্রদেশে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গের মতো মৌন তপস্বী যার আগমনে ঘোষিত হয় সমাগতোরাজবদুন্নত ধ্বনি, গানের বারিধারা - আমাদের নব মেঘদূত। এই ছদ্মবেশী দেবতাকে আমরা যৌবনের দিনে কত দেখেছি! তখনও রাসবিহারীর মোড় মেট্রোবিহীন। তখনও বাইককে মোটর সাইকেল বলা হত, তাতে চড়ে তিনি আসতেন, ওষুধের দোকানে দাঁড়াতেন, কখন মোড়ের বিরাট আয়না লাগানো বরফের চাঁই বিছানো পানের দোকান থেকে পান কিনতেন হাসিমুখে। গুন গুন করে কিছু একটা গাইছেন। তখন তো বুঝতে পারি না যে ইনি বাঙালির পল রবসন! দুর্ভাগ্য দেবব্রতর যে এদেশে যথার্থ সমালোচক নেই। পল রবসনের 'চ্যুতি' ইতিহাসের মাত্রা পায়, তেমনি জর্জ বিশ্বাসকে খোঁজার জন্য জাতীয় চৈতন্য জাগবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

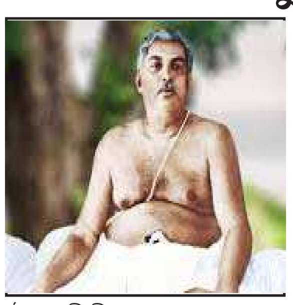

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলন যে মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে। ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ।

ভগিনী নিবেদিতা

মাই তিনি সবশক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করেন। তিনি ভক্তি বিতরণ করেন। তিনিই রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে। তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। তবেই জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। আসল শক্তি দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তিশালী হতে পারেন না। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার।

নব্য আধ্যাত্মিক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্মের পক্ষে মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

যদিও উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাবে তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি মানসে চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়নি, কিন্তু ডিরোজিওর উপদেশের ফলে এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সর্বত্র স্বাধীন যুক্তিবাদী চিন্তন, মনন, সর্বদেশীয় শাস্ত্র পঠন ও স্বকীয়তা বজায় রাখবার যে প্রচেষ্টা তখন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, সেটা ডিরোজিয়ানগোষ্ঠী ছাড়াও অন্যান্য মতবাদীদের বিকাশকেও সম্ভব করে তুলেছিল। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখরা তৎকালীন বাঙালি সমাজে শুধু চরিত্রবান, প্রতিভাশালী স্বদেশপ্রেমিক, শিক্ষাপ্রসারক, ভাষা সংস্কারক এবং সমাজ ও ধর্মসংস্কারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হননি, একইসাথে সমকালীন ভারতীয় অর্থনৈতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির পুরোধাদের মধ্যে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এঁদের উপরে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রচারক ডিরোজিও এবং রামমোহন রায়ের প্রভাব তখন সর্বাধিক পরিমাণে পড়েছিল। আর দেবেন্দ্রনাথ তো তাঁদের উভয়ের সাহচর্য পেয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই যে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছিলেন; এমন নয়, বরং সমকালীন জনজীবনে ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও অন্যের ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে এই স্বাধীনতাকে কখনো ক্ষুন্ন করেননি বা ক্ষুন্ন করবার প্রচেষ্টা করেননি। একারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, তিনি আমাদিগকে যে কী পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে? যে ধর্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, সেই ধর্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যে শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্মকে বন্ধ করেন নাই।'

আর তাই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছত্রচ্ছায়াতে স্বল্প সময়ের মধ্যেই যে আদর্শ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, সেটার প্রভাব পরে ভারতের গণ্ডি অতিক্রান্ত করে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। একইসাথে একথাও স্মরণীয় যে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মূলতঃ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য প্রকাশিত হলেও শেষপর্যন্ত একটি আদর্শ সাংস্কৃতিক পত্রিকাতে পরিণত হয়েছিল এবং এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই উনবিংশ-বিংশ শতকের বাংলার বিভিন্ন মতবাদের নানা মনীষীদের সমাবেশ ঘটেছিল। সুতরাং এদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলার বঙ্গসাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের সর্ববিধ উন্নতি সাধনের পথ প্রদর্শনের নায়ক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। যদিও ধর্ম তাঁর জীবনের প্রাণবায়ু ছিল, কিন্তু তবুও তিনি কখনোই ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করবার উগ্র প্রচেষ্টা করেন নি। এপ্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই লিখেছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তো তাঁহার সকল কাজ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্বাহ করিয়াছেন। কই, তিনি তো তাহা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, অন্যে সেভাবে না লইলে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই।' আর একারণেই নিজের জীবদ্দশাতেই ব্রাহ্মসমাজকে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে দেখে ব্রাহ্মধর্ম স্রষ্টা দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু অপরের স্বাধীন চিন্তাকে মর্যাদা দানের শিক্ষা হিন্দুকলেজের পরিবেশে বিকাশলাভ করে দেবেন্দ্রনাথের মানসিক গঠনকে কবিজনোচিত উদার করে তুলেছিল বলেই, তাঁর মধ্যে এর কোন অভিব্যক্তি কখনো প্রকাশ পায়নি। এপ্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছিলেন, তিনি তখন চুঁচুড়া সহরে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামটা শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম আদি সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশববাবুর সমাজের নাম ভারতবর্ষীয় সমাজ, তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশকালের অতীত হইয়া যাও।'

বাস্তবে মননে ও প্রকাশে, আদর্শে ও আচরণে একজন প্রকৃত শিক্ষিত চরিত্রবানই সম্পদে বিপদে আপন ও পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারেন। আর তাই কবি দেবেন্দ্রনাথের উপরের উদ্ধৃতি থেকে ঋষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রকাশ ঘটেছিল বলে দেখা যায়।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ সালের ১৫ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিছুকাল পরে দ্বারকানাথ তাঁর অসমবয়সী বন্ধু রামমোহন রায়ের অনুরোধে নিজের পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে ছ'বছর বয়সে ১৮২৩ সালে প্রথমে রামমোহন রায় পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন এবং ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ সেখান থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত

করে দিয়েছিলেন। এভাবে নিজের পুত্রকে হাতে কলমে সব কাজ শিখিয়ে এরপরে তিনি তাঁকে উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, আমার পিতামহের অধিকাংশ অর্থ যে ব্যাঙ্কে খাটত সেইখানে তাঁরই নির্দেশক্রমে সামান্য পারিশ্রমিকে আমার পিতাকে কাজ করতে হত। যাতে তিনি বিষয়কর্মে নিপুণ হয়ে ওঠেন তার জন্য পিতামহ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

কিন্তু শৈশব থেকেই দেবেন্দ্রনাথের উপরে রামমোহনের গভীর প্রভাব পড়েছিল বলে পরিণত বয়সে পৌঁছে ধর্ম বিষয়ে রামমোহনের যে দুটি বিশেষত্ব তাঁর দিশারী হয়ে উঠেছিল, সেগুলো হল, (১) ধর্মে বহু-দেবতার স্থানকে তিনি কখনোই স্বীকার করে নিতে পারেননি।

(২) সাকার উপাসনা অর্থাৎ পৌত্তলিকতা তাঁর রুচিতে ভাল লাগেনি।

আবার হিন্দু কলেজে ডিরোজিও যেহেতু সবধরণের ধর্মমত ও ধর্মাশ্রিত আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে আলোচনা করবার বিষয়ে উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করতেন, সেহেতু হিন্দু কলেজেও ধর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমে সেখানকার ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধি করেছিল এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেবেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ধর্মচিন্তাও একটাসময়ে সর্বব্যাপীতার রূপ নিয়ে বৈষয়িক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মত তাঁর মধ্যেও স্বাধীন চিন্তনের ও কর্মের মধ্যে দিয়ে আদর্শের প্রকাশন, পূর্ব নির্ধারিত কোন তত্ত্বকেই অমোঘ বলে স্বীকার না করে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যি নির্ধারণ করা, মানবিকতার পূজক ও চরিত্রবান হয়ে স্বদেশ সেবার প্রচেষ্টা করা এবং পরমত সহিষ্ণুতা বরাবরই বেশি পরিমাণে ছিল। একইসাথে একথাও অবশ্য ঠিক যে, সেকালের ডিরোজিয়ানদের মত দ্রুতগতির পরিবর্তনকে তিনি কখনোই বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি, হওয়াই সেযুগের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে সেটারই পরিণত রূপ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর এই পরিণতি কিছুটা বিস্ময়করও ছিল; কারণ, এর মধ্যে একটা ক্রমবিকাশের ধারা বর্তমান ছিল। তাঁর জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি জ্ঞানাহরণের, সাধনার কর্মের ও ত্যাগের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে রাজসিক ভোগবিলাসিতা থেকে সাত্ত্বিকতায় উন্নীত হয়েছিলেন। একারণেই পিতৃবিয়োগের পরে তিনি হঠাৎই রাতারাতি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে বাংলার মানুষের চোখ ঝলসিয়ে দেননি, বরং সংসারের মধ্যে থেকে পারিবারিক অভিজাত্যকে রক্ষা করে গিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কখনোই হঠাৎই সাত্ত্বিকগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠে দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস হওয়ার প্রচেষ্টা করেন নি। তাঁর মধ্যে সংসারের আভিজাত্য, পারিবারিক মর্যাদাবোধ ইত্যাদি যেমন একজন সাংসারিকের মত ছিল, তেমনি সৌখিনতাও ছিল। আগে সেকালের বাবু সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের মতোই ভোগ বিলাসী ও অপব্যায় করা তাঁর উদ্দেশ্য হলেও পরে তাঁর মধ্যে স্পষ্ট চারিত্রিক পরিবর্তন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তখন তাঁর মধ্যে ভোগের কোন মোহ আর ছিল না, এবং একইসাথে দৃষ্টিভঙ্গীরও আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

আর তাই তিনি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মধর্মের স্রষ্টা হয়েও নিজস্ব পন্থায় বৃহৎ হিন্দুগোষ্ঠীর সঙ্গে সব সময় সম্পর্ক বজায় রেখে গিয়েছিলেন।

একজন আদর্শ মানুষে পরিণত রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, তাঁহার ভাণ্ডার ধর্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল; কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। রামমোহন রায়ের সহকর্মী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ১০জন যুবকের সাহচর্যে ১৮৩৯ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাটির নাম পরিবর্তন করে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' রাখা হয়েছিল। এই সভার নিয়মপত্রে বলা হয়েছিল, বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম ধ্ম্ম প্রচার করিবেন। এবং অন্যত্র বিশদভাবে বলা হয়েছিল, পরমব্রহ্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সকলের মনে গাঢ়রূপে নিবেশ করিবার নিমিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক গ্রন্থ-সকল প্রকাশ করা, সমুদয় বেদ সংগ্রহপূর্বক তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপন এদেশে পুনঃ স্থাপন করা এবং পুরাণ তন্ত্রাদি শাসসকল কালেকালে কি তাৎপর্যে প্রণীত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান ও জ্ঞাপন করা এ সভার বিশেষ প্রয়োজন। একথা মনে হতে পারে যে, তত্ত্ববোধিনী সভা আসলে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু কার্যতঃ সর্বদা ধর্মাশ্রয়ী থাকা এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়নি, বরং এতে অন্য বিষয়ই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তাও একান্তভাবেই ধর্মাশ্রয়ী ছিল এবং একারণেই তত্ত্ববোধিনী সভায় ধর্ম সম্বন্ধে মতামতের পার্থক্য থাকলেও স্বাদেশিকতার সব কাজকেই তিনি ধর্মীয় কাজ হিসেবে শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছিলেন। আর তাই তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে জাতির সবধরণের মঙ্গলসাধন করাই যুগজয়ী দেবেন্দ্রনাথের সেকালের ধর্মীয় দৃষ্টির একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ভারতে ইংরেজদের সবধরণের শিক্ষা প্রচেষ্টা ও সংস্কার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন বলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী সভার কাজকর্মের মাধ্যমে তিনি সঙ্গতভাবেই তখনকার স্বাদেশিকতার প্রচার কর্মের ও সংগঠকের নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আর তাই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা দ্বারাই এই সভার কর্ম আরম্ভ হয়েছিল; যদিও এই বিদ্যালয়টি পরে অর্থাভাবে ও অন্যান্য কারণে উঠে গিয়েছিল, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টায় পরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক হয়েছিল। এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ১২৭ ছাত্র

লেখক: রানা চক্রবর্তী

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বারবণিতারা স্থান পেল তার একটি মাত্র কারণ পুরুষ- সমাজে মেয়েদের সম্মানিত করতে

বিশেষ প্রতিবেদক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে বারবনিতাদের কথা লিখেছিলেন কেন? তাঁদের নিয়ে তো কখনও কেউ কিছু বলেননি। কি সাহিত্যে, কি লোকচক্ষে তাঁরা অপাংক্তেয় ছিলেন। অথচ পুরুষের একমাত্র অবসাদ বিনোদনের জন্যে তাঁরাই

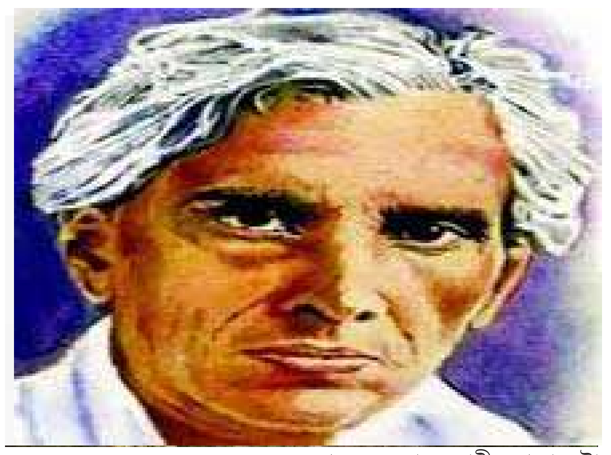

চিরকাল প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন। মন্দিরে মন্দিরে যেমন দেবদাসীরা ছিলেন, তেমনি রাজপ্রাসাদে রাজনটীরও কোন অভাব ছিল না। তেমনি এক একজন রাজার বিলাসভবনে অসংখ্য সুন্দরী যুবতী নারীর সমাবেশ দেখা যেত। তাঁরা না থাকলে রাজার রাজ্যশাসনও ভালভাবে চলত না। এই প্রসঙ্গে ফরাসী বুরবঁ সম্রাটদের কথা বলা যেতে পারে। বুরবঁ কুলকলঙ্ক তিনজন সম্রাট; চতুর্দশ লুই, পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই যে উদ্দাম ও উশৃঙ্খলতার স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন, তাতে আমাদের দেশের রাজা বাদশাহরা তাঁদের কাছে ম্লান হয়ে যান। পুরুষের জীবনে আগে প্রয়োজন অর্থ, তারপরে বিলাসজীবন। বিলাস জীবনকে কেন্দ্র করে নাচ, গান, মাদকদ্রব্য, খানাপিনা তার সঙ্গে প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর লাস্যময়ী যৌবনোন্মত্তা নারী। যে নারীর যৌবন উদ্দাম কমনীয় লাস্য শরীর দেখে পুরুষের ইন্দ্রিয় উদ্দাম হয়ে উঠবে। বাদশাহ বা সম্রাটদের কথা আলাদা, তাঁদের চাহিদা একটু অতিরিক্ত হবেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ যাঁর অর্থ আছে, যাঁর সঙ্গতি একটু বেশি, সেও যথেচ্ছ নারীসঙ্গ নির্বিবাদে কামনা করে। এটা স্বাভাবিক অর্থে নিন্দনীয় নয়। পুরুষের কাছে নারীর পূজা এটা ঈশ্বরেরই দান। না হলে নারীর এই যে রূপ, সৌন্দর্য, কমনীয় দেহলতা কি কাজে লাগে? ফুলের যেমন সৌন্দর্য আছে বলে ফুল সবার কাছে আদরণীয়, তেমনি নারীরও আদর পুরুষের কাছে সেই সৃষ্টির জন্মকাল থেকে। সেই আদরের রকম ফেরে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই নারীকে বেশি আদর দিতে গিয়ে যৌন সম্পর্ককেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন, সেইজন্যে ফরাসী ভাষায় সেই মধুর জ্ঞানার্জনকে বলা হয় 'doux savoir'। চতুর্দশ লুই ষোল বছর বয়েসে প্রথম মধুর জ্ঞানার্জন করেছিলেন। তৎকালীন অসীম ক্ষমতাশালী কার্ডিন্যাল ম্যাৎসারীমের ভাইঝি সুন্দরী অলিফ ম্যানসিনিকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এরপরে সেই ষোল বছর বয়সেই চতুর্দশ লুই যে খেলা শুরু করেছিলেন, সেটার কোন তুলনা হয় না। অন্যদিকে তাঁর মা রানী এ্যান ছেলের সেই কাণ্ড দেখে প্রমাদ গুনেছিলেন। মাদাম দ্যা বোভে নামের একজন পরিচারিকাকে নিযুক্ত করেছিলেন ছেলেকে ভাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনিও তাঁকে ভাল শিক্ষাই দিয়েছিলেন! চতুর্দশ লুইয়ের দ্বিতীয় শিকার ছিলেন। অলিম্পের বোন মারী ম্যানসিনি। চার বছর ধরে তাঁদের খেলা চলেছিল, তারপরে চতুর্দশ লুইয়ের বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু রানী মারিয়া টেরেশার সাধ্য ছিল না স্বামীকে নিজের কাছে বেঁধে রাখবার। ইতিহাসে এই ধরণের বিকৃত যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা খুব একটা দেখা যায় না। তবে রাজা বাদশাহদের প্যাশন একটু উগ্র ধরণের হত। যাই হোক, চতুর্দশ লুই যেভাবে নারীসঙ্গ করেছিলেন, তাতে ইতিহাসে তাঁর নাম একজন যৌনবিকারপ্রাপ্ত পুরুষ হিসাবে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। তাঁর সাহচর্যে যেসব নারীরা এসেছিলেন, যথাক্রমে; লুইসা দ্যা ল্যা ভ্যালিয়ের, মাদাম ফ্রাঁসোয়েস দ্য মঁতেস্পা, মাদাম মাতেন প্রমুখরা কিন্তু সকলেই সুন্দরী ধার্মিক নারী ছিলেন। কিন্তু চতুর্দশ লুইয়ের প্রবৃত্তির হাত থেকে তাঁদের বাঁচবার কোনই উপায় ছিল না। এরপরে তাঁর প্রপৌত্র; পঞ্চদশ লুই, তিনি আবার যে ধরণের উদ্দাম জীবন যাপন করেছিলেন, ফ্রান্সের মহান লেখক ফ্ল বেযারের কল্যাণে ইতিহাসে তাঁর অদ্ভুত জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর প্রধানা রক্ষিতা ছিলেন মাদাম দ্য ব্যারী। যিনি নিজের প্রথম জীবনে একজন বারবনিতা, মধ্য জীবনে চরিত্রহীন একজন কাউন্টের স্ত্রী এবং সর্বশেষে পঞ্চদশ লুইয়ের পঙ্কিল জীবনের নিত্য সহচরী হয়েছিলেন। কথিত রয়েছে যে, তিনি নাকি সম্রাটের শয্যাপার্শ্ব থেকে নগ্ন হয়ে উঠতেন এবং উপস্থিত গণমান্যদের তাঁকে পোষাক পরাতে সাহায্য করতে বাধ্য করতেন। আরও শোনা যায় যে, তিনি সম্রাটের জ্ঞাতসারেই তাঁর এক যুবক ভৃত্যের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এই যে নারী, পুরুষের দুর্বলতার সুযোগে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করে, এটা স্বাভাবিক অর্থে নারীর অন্য এক স্বভাবের পরিচয় পুরুষের এই যে দুর্বল স্বভাব; কোন বুদ্ধিমতী ও সাহসী নারীর কবলে পড়লে সে সেটার সদ্ব্যবহার করে এটা যৌনসম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত নয় যে নারী বুদ্ধিমতী ও ধূর্ত স্বভাবের,; তিনি পুরুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নেবেনই। সম্রাট পঞ্চদশ লুইয়ের রক্ষিতা মাদাম দ্য ব্যারীও সেই সুযোগই নিয়েছিলেন। তিনিও এই সম্রাটের অত্যাধিক প্যাশনের খোঁজ পেয়ে নিজেকে ছাড়াও বহু সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে এসে তাঁর কাছে সরবরাহ করেছিলেন। একারণেই সম্রাটের মৃত্যু হয়েছিল। এক বসন্তরোগাক্রান্ত কৃষক কন্যার সঙ্গে সম্ভোগকালে তাঁর শরীরে বসন্তরোগ প্রবেশ করেছিল। এই চক্রান্ত কিন্তু ঐ ধূর্ত মহিলা মাদাম দ্য ব্যারীর ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে বারবনিতাদের কথা লিখেছিলেন কেন? তাঁদের নিয়ে তো কখনও কেউ কিছু বলেননি। কি সাহিত্যে, কি লোকচক্ষে; তাঁরা অপাংক্তেয় ছিলেন। অথচ পুরুষের একমাত্র অবসাদ বিনোদনের জন্যে তাঁরাই চিরকাল প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন মন্দিরে মন্দিরে যেমন দেবদাসীরা ছিলেন, তেমনি রাজপ্রাসাদে রাজনটীরও কোন অভাব ছিল না তেমনি এক একজন রাজার বিলাসভবনে অসংখ্য সুন্দরী যুবতী নারীর সমাবেশ দেখা যেত। তাঁরা না থাকলে রাজার রাজ্যশাসনও ভালভাবে চলত না। এই প্রসঙ্গে ফরাসী বুরবঁ সম্রাটদের কথা বলা যেতে পারে। বুরবঁ কুলকলঙ্ক তিনজন সম্রাট; চতুর্দশ লুই, পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই; যে উদ্দাম ও উশৃঙ্খলতার স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন, তাতে আমাদের দেশের রাজা বাদশাহরা তাঁদের কাছে ম্লান হয়ে যান। পুরুষের জীবনে বিলাসজীবন।

মাইকেল-এর পরিবারের সদস্য লিয়েণ্ডার পেজ

শঙ্করলাল কর্মকার

মাদ্রাজে বিয়ে করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন, তাঁরই বংশধর লিয়েন্ডার পেজ।

টেনিস কোর্টে তাঁর এস, ফোরহ্যান্ডের ভরসায় থাকে আপামর ভারত। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড় তিনি। চল্লিশ পেরিয়েও লিয়েন্ডার পেজ তাঁর ভক্তদের নিরাশ করেন না। টেনিস কোর্টে নিজের মতো করে 'কবিতা' বানান তিনি। অবশ্য কবিতা যে তাঁর রক্তে! তাঁর পূর্বপুরুষের নাম যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত!

সম্পর্কটা খুঁজতে গেলে একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখতে হবে। মাদ্রাজে থাকাকালীন, ১৮৪৮ সালে রেবেকা থমসন নামে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে বিয়ে করেন মাইকেল। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। ১৮৫৬ সালে রেবেকা এবং তাঁর চার সন্তানকে মাদ্রাজে রেখেই ফিরে আসেন কলকাতায়। আর কোনো সম্পর্ক থাকেনি তাঁদের সঙ্গে। কলকাতায় ফিরে আলাপ হয় এমিলিয়া হেনরিয়েটার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গেই আমৃত্যু ঘর করেছেন মধু কবি। এমনকি মৃত্যুর পরও, একসঙ্গে শায়িত রয়েছেন তাঁরা।

মাইকেল মধুসূদন-হেনরিয়েটারই তিন সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন অ্যালবার্ট নেপোলিয়ন দত্ত। খুব বেশিদিন মা-বাবার সংস্পর্শ পাননি তিনি। দুর্ঘটনায় যখন অ্যালবার্ট মারা যান, তখন তাঁর দুই ছেলে, তিন মেয়ে। সেই ছেলেদেরই একজন, মাইকেল ডটনের মেয়ে ছিলেন জেনিফার ডটন। পরবর্তীকালে বিবাহসূত্রে যিনি হয়েছিলেন জেনিফার পেজ। এঁরই সুযোগ্য পুত্র লিয়েন্ডার পেজ। অবশ্য জেনিফারের নিজস্ব একটি পরিচয়ও আছে। ভারতের বাস্কেটবলের জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি। অলিম্পিকেও অংশ নিয়েছিলেন। আর তাঁরই পূর্বপুরুষ, মধুসূদন দত্তের সঙ্গে একদম সরাসরি রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ ভারতীয় টেনিস জগতের মহাতারকা লিয়েন্ডার পেজ।

এই খবর শুনে স্বয়ং লিয়েন্ডারের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, জানা যায় না। হয়তো খুব একটা বিচলিতও হননি। কিন্তু বাঙালি এই সম্পর্ক খুঁজে পেয়ে নিশ্চয়ই আপ্লুত হয়েছে খুব। হাজার হোক, মধু কবি যে বাংলার একান্ত আপনই!

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের মতো, এটি ও ২'০ গেজের ছিল। হাওড়া এবং সেখালাকে সংযোগকারী রেলপথটি ১৮৯৭ সালের নভেম্বরে চালু হয়েছিল এবং ১৬.৫ কিলোমিটার (১০.৩ মাইল) দীর্ঘ চণ্ডীতলা-জনাই শাখা লাইনটি ১৮৯৮ সালে চালু হয়েছিল। রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৫৩ কিলোমিটার (৩৩ মাইল)। এই লাইনটি এবং হাওড়া - আমতা লাইট রেলওয়ে শাখা উভয়ই হাওড়া যা হাওড়া রেল মিউজিয়ামের নিকটে অবস্থিত) স্টেশন থেকে চলতো। হাওড়া-শেখালা লাইন উত্তর-পশ্চিমে বেনারস রোড ধরে হুগলি জেলার সেয়াখালা বা শেখালা পর্যন্ত চলতো এবং হাওড়া-আমতা লাইন পশ্চিমে প্রধানত জগৎবল্লভপুর রোড ধরে চলতো। ১৯৪৫ সালে মার্টিন রেল কোম্পানি পরিকল্পনা করেছিল চাপাডাঙ্গাকে সেয়াখালার সাথে যুক্ত করতে কিন্তু ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা পরিকল্পনাটি থামিয়ে দেয়।

২০২৬ কে লক্ষ্য রেখেই ২০২৫ এই সংগঠনের নির্বাচন, বিগত দিনের বিধানসভা নির্বাচনের থেকে ফলাফল আরও ভাল হবে, আশাবাদী ফ্যামের নদীয়ার সিংহভাগ সদস্য

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৫ এর শুরু থেকে রাজ্যে ঘটেছে বহু ঘটনা, আর যা নিয়ে রাজ্যে শাসক বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ সামনে এসেছে। কিন্তু আগামী বছর ২০২৬, আর ২০২৬ এই হতে চলছে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। আর সবকিছুর মধ্যেই নিজেদের দল, সংগঠন- শাখা সংগঠন সহ সোশ্যাল মিডিয়া, আইটি সেলকে আরও শক্তি শালি করতে ও নতুন করে সাজাতে কমবেশি নিজেদের গুটি সাজানোর কাজ শুরু করেছে সব রাজনৈতিক দলই। তবে গত দশ বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলের হয়ে জোরদার লড়াই করতে দেখা গেছে তৃণমূল সমর্থকদের সর্ববৃহৎ সোশ্যাল মিডিয়া সংগঠন FAM কমিউনিটিকে। সূত্রের খবর FAM কমিউনিটির প্রতিষ্ঠিত হবার শুরুতেই কলকাতা শহর ছাড়া জেলার মধ্যে নদীয়াতেই সংগঠনকে সাজিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করে। আর ২০২৫ এর শুরুতেই নিজেদের সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে FAM কমিউনিটি। বিগত দিনের মতোই এবছরও সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে সংগঠনের সভাপতি, সহ সভাপতি, ও সাধারণ সম্পাদককে। জানা যায় এবছর সভাপতি পদের জন্য পদপ্রার্থী হিসেবে লড়াই করছেন তিনজন, সহ সভাপতি পদের জন্য লড়াইয়ে রয়েছেন চারজন, ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য লড়াই করছেন চারজন। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে সারা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া যোদ্ধাদের ও ফ্যামের সদস্যদের ভোটে মাধ্যমে নির্বাচিত করাহবে সভাপতি, সহ সভাপতি, ও সাধারণ সম্পাদককে। ও তৈরী হবে নতুন করে রাজ্য কমিটি। নতুন রাজ্যকমিটি তৈরির ৭দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। এবং তারপর সাজানো হবে জেলা সহ বিভিন্ন স্তরের কমিটিগুলোকে। আর সংগঠনের এই নির্বাচন পর্ব মিটলেই হয়তো সদস্যদের মধ্যে ২০২৬ এর জন্য প্রস্তুতির বার্তা আসতে পারে, আর এই সম্ভাবনাকে সাদরে গ্রহন করে নিজেদেরকেও প্রস্তুতি করতে শুরু করেছে FAM এর নদীয়া দক্ষিনের সিংহভাগ সদস্য, তাদের কথায় বিগত দিনে সংগঠনের নেতৃত্বদের নির্দেশে চলে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধীদের অপপ্রচারে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দলের হয়ে কাজ করে এসেছি আগামী দিনেও আমরা করতে প্রস্তুত। সংগঠনের নদীয়া দক্ষিনের সভাপতি অভিষেক মুখার্জি বলেন সংগঠন শুরুতেই এতো সদস্য সংখ্যা ছিলো না, আর আমরা তখন থেকেই লড়াই করে আসছি, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি নির্বাচনে নদীয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে মাঠে ময়দানে নেমেও কাজ করেছে আমাদের এই সংগঠন, আগামী দিনেও আমাদের লড়াই এভাবেই চলবে। সংগঠনের নদীয়া দক্ষিনের সহ সভাপতি অরিজিত বসু জানান বিগত প্রতিটি নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি সহ সব বিরোধীদের অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দিয়েছে FAM, ২০২৬ এও একই হাল হবে ওদের। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন FAM শুধু নির্বাচনের সময় নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় সারাবছর ধরে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্যাপ্টেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের করা সব কুৎসা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দেয়, পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সকল জনমুখী প্রকল্পের প্রচারে নিজেদের লিপ্ত রাখে ও দলের বিভিন্ন সামাজিক কাজ গুলোকেও তুলে ধরে। সংগঠনের বর্তমান সভাপতি তথা এবারেরও সভাপতি পদপ্রার্থী তাপস সাধুখাঁ বলেন তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া কর্মীদের একজোট করাই আমাদের মূল লক্ষ্য, যাতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিরোধীদের করা মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগের যোগ্য জবাব দেওয়া যায়, পাশাপাশি সরকারের জনমুখী প্রকল্পের ও পরিষেবার কথা মানুষের মধ্যে তুলে ধরা যায়, তিনি আরও বলেন বর্তমান সময়ে আমরা সকলেই কমবেশি সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে যুক্ত, আর বিরোধী বিশেষ করে বিজেপি তাদের আইটি সেলের মাধ্যমে বাংলাকে বদনাম করার জন্য সারা বছর মানুষের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়াবার চেষ্টা করে, আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সত্যিটা তুলে ধরি। তিনি বলেন আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার তার বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন 'তৃণমূলের কর্মীরাই হলো দলের প্রধান সম্পদ।' আর আমাদের এই FAM এর নির্বাচন তাই প্রমাণ করে। সম্প্রতি কলকাতা ও হাওড়া জেলায় অনুষ্ঠিত হওয়া FAM CONCLAVE এ স্বয়ং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, শশী পাঁজার মতো নেতৃত্বদের। সেখানেই তাদের বলতে শোনা গেছে দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বলেছেন, FAM হচ্ছে আমার ডান হাত, যেই হাত দিয়ে বাংলা বিরোধী বিজেপি, সিপিএমকে রোখা সম্ভব এছাড়াও এই FAM এর ভূয়সী প্রসংশা করতে শোনা গেছে তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য্যকেও। তার কথায় 'কংগ্রেসের নিজস্ব আইটি সেল তৈরি হওয়ার আগে থেকে ফ্যাম সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করে চলেছে। এই সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে কাজ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের যে কোনও কর্মসূচির প্রচারে ফ্যামের সহযোগিতা মেলে। আর তাই ফ্যাম যত সমৃদ্ধ হবে, তৃণমূল কংগ্রেসও তত সমৃদ্ধ হবে।' FAM কে শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় নয় বরং রাজনৈতিক ময়দানেও সরাসরি দেখতে পাওয়া যায়। আর সংগঠের নদীয়া জেলার বিশেষ করে নদীয়া দক্ষিনের এই FAM এর সিংহভাগ সদস্যের কথায় আজ আমাদের সংগঠন প্রতি জেলার যথেষ্ট বিস্তার করে উঠতে পেরেছে, দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্বদের নির্দেশ ও সকলের সহোযোগিতায়। তাদের কথায় এই লোকসভা নির্বাচনেও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মাঠে ময়দানে FAM এর ভূমিকা ছিলো যথেষ্ট চোখে পড়ার মতোই, পাশাপাশি সংগঠনের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ পাবে।

সৌহার্দের বার্তা দিতে পাশের স্কুলে তত্ত্বের ডালি নিয়ে গেল প্রাথমিকের স্কুলের কচিকাঁচারা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোর পরের দিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন হোস্টেলে গিয়ে তত্ব আদানপ্রদানের রীতি রেওয়াজ চলে আসছে সাতের দশক থেকে। উদ্যেশ্য, বসন্তের আগমন হেতু পরস্পরের মধ্যে আগাম সৌহার্দ্য বিনিময়। কিন্তু একই গ্রামের দুটি বিদ্যালয়ের মধ্যে এই তত্ব আদান প্রদানের মাধ্যমে সৌহার্দ্য বিনিময় শুধু পূর্ব বর্ধমান কেন, সারা পশ্চিমবঙ্গের কোথাও নেই। আর এটাই করে দেখালো পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের সাদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়! বাগদেবীর আরাধনার অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার সকালে সাদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাচারা রঙবেরঙের পোশাক পরে রীতিমত শোভাযাত্রা করে উপহারের তত্ত্বের ডালি সহ সৌহার্দ্যের বার্তা নিয়ে হাজির হয় পাশেরই সাদিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে (সাদিপুর ধর্মদাস সিংহ স্মৃতি বিদ্যানিকেতন)। প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই অভিনব মেলবন্ধনে স্বভাবতই অভিভূত গ্রামের লোকজন। সাদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক রাজকুমার লাহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সহকারী শিক্ষক সুশোভন মালিক ও

অভিভাবক কমিটির সদস্য সুকেশ মিত্র সহ সাদিপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর শিক্ষক-শিক্ষিকা গণের সহযোগিতায় এই প্রথম এই ধরনের এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল বলে মনে করছেন দুই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন তত্ত্বের ডালি নিয়ে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে খুশীর আমেজ স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে। এলাকাবাসীদের দাবী সাদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একের পর এক অভিনব কর্মকান্ড করে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ গ্রামবাসীদের চোখের মণি হয়ে উঠেছেন রাজকুমার লাহা। যদিও সাদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজকুমার লাহা জানিয়েছেন, সকলের সহযোগিতা এবং স্কুল পড়ুয়াদের আগ্রহের জন্যেই এই ধরনের অনুষ্ঠান তার পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির উপর ছাত্রছাত্রীদের মনযোগ আকর্ষন করাই তার মূল উদ্দেশ্য। তার এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাদিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাও।

বিএসএফের বড় অভিযান ৪ বাংলাদেশি গরু পাচারকারীকে আটক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের বড় অভিযান ৪ বাংলাদেশি গরু পাচারকারীকে আটক। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চার বাংলাদেশি গরু পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ৮৮ ব্যাটালিয়ন এই অভিযান চালায় গ্রামবাসীদের সতর্কতায় ৪ জন বাংলাদেশি গরু পাচারকারী ধরা পড়ে। বর্ডার আউটপোস্ট ইটাঘাটি এলাকায় কর্তব্যরত একজন জওয়ান লক্ষ্য করেন যে কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তি অন্ধকার আর কুয়াশার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারত প্রবেশ চেষ্টা করছে। জওয়ানটি সতর্কতা দেখিয়ে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেন এবং তার অন্যান্য সহকর্মী এবং কর্তব্যরত টহল দলকে সতর্ক করেন। বিএসএফ জওয়ানদের সতর্কতা দেখে পাচারকারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং সীমান্তে বেড়া না থাকার সুযোগ নিয়ে তারা নিকটবর্তী সীমান্তবর্তী আদমপুর গ্রামের দিকে ছুটে যায় এবং ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে। গ্রামের কাছে বাংলাদেশি গরু পাচারকারীরা লুকিয়ে আছে এমন খবর পেয়ে পুরো গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং ইটাঘাটি সীমান্ত পোস্টের জওয়ানদের সাথে গ্রামবাসীরা লুকিয়ে থাকা গরু পাচারকারীদের ঘিরে ফেলতে শুরু করে। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে, পাচারকারীরা পালানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিএসএফ জওয়ান এবং গ্রামবাসীদের কঠোর অবরোধ তাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। অবশেষে, অনেক চেষ্টার পর, চারজন গরু পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা স্বীকার করেছে যে তারা সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক এবং অবৈধ গরু পাচারের উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল।

গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ, স্বামীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পরের দাবিতে গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার কালিযাচক থানার মিলিক সুলতানপুর এলাকায়। ঘটনার তদন্ত নেমে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গৃহবধূর নাম জুলি মন্ডল বয়স আনুমানিক (২৬) বছর। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বিগত প্রায় ১২ বছর আগে মালদা জেলার কালিয়াচক থানার রামা শংকরটোলা এলাকার বাসিন্দা, বিষ্ণু মণ্ডলের মেয়ে জুলি মন্ডলের সাথে কালিয়াচক থানার মিলিক সুলতানপুর এলাকার যুবক প্রণব মন্ডলের বিবাহ হয় সামাজিক মতে। প্রনব পেশায় একজন দিনমজুর। পরিবার সূত্রে জানা যায় স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও দুই সন্তান রয়েছে তাদের পরিবারে। মৃত গৃহবধূর পরিবারের দাবি বিয়ের পর থেকেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করতো পনের দাবিতে ওই গৃহবধূকে তার স্বামী। গৃহবধূ পরিবারের অভিযোগ গত রবিবার মেয়েকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয় স্বামী প্রণব মন্ডলের হাতে । সেই টাকাতেও মন ভরেনি ওই গৃহবধূর স্বামীর। রবিবার গভীর রাতে বেধড়ক মারধর করে ওই গৃহবধূকে প্রথমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। সেই সময় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেও। পুনরায় সেই রাতেই ওই গৃহবধূকে মারধর করে কীটনাশক খাইয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠে তার স্বামীর বিরুদ্ধে বলে অভিযোগ। এরপর গৃহবধূকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন আজ সকালে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। মৃত গৃহবধূর পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্ত স্বামী প্রণব মন্ডলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ জানিয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়। ঘটনার তদন্ত নেমে গতকাল রাতে অভিযুক্ত স্বামী প্রণব মন্ডলকে গ্রেফতার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

আদিবাসী কিশোরীর রহস্যমৃত্যুতে পুলিশি জেরায় স্বীকার যুবকের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ খুনই করা হয়েছে আদিবাসী কিশোরীকে। নিশ্চিত হল পুলিশ। বাঁকুড়ার ছাতনা থানার ঝাঁটিপাহাড়ি এলাকায় আদিবাসী কিশোরীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই কিশোরীকে যে খুনই করা হয়েছিল সে ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। ঘটনায় সন্দেহজনকভাবে আটক করা যুবক পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে খুনের কথা কার্যত স্বীকারও করে নিয়েছে। ধৃতকে এদিন বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। বাঁকুড়ার ছাতনা থানার ঝাঁটিপাহাড়ি এলাকার এক আদিবাসী কিশোরী শনিবার দুপুরে গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় গরু চরাতে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি ফিরে না আসায় ওই কিশোরীর সন্ধানে খোঁজ শুরু করে পরিবারের লোকজন। শনিবার সন্ধ্যার মুখে গ্রাম থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে একটি মাঠের মধ্যে ওই কিশোরীর দেহ খুঁজে পায় পরিবারের লোকজন। তড়িঘড়ি ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। রবিবার মৃতদেহের ময়না তদন্তের পর প্রাথমিক ভাবে পুলিশ একপ্রকার নিশ্চিত হয় ওই কিশোরীকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। এরপরই সন্দেহজনক ভাবে নাশিস কিস্কু নামের এলাকারই এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। সূত্রের খবর, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে নাশিস নামে ওই যুবক কিশোরীকে খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। তবে কী কারণে খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রেমের সম্পর্কে টানাপোড়েনের জের নাকি পারিবারিক বিবাদের জেরে এই খুন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দলীয় কার্যালয়ে মদ্যপান, অভিযোগের তীর শাসক দলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দলীয় কার্যালয়ে মদ্যপান, অভিযোগের আঙুলের তীর শাসক দলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বীরভূমের ময়ূরেশ্বর-২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি প্রমোদ রায়ের দলীয় কার্যালয়ে বসে মদ্যপানের করছিলেন। মদ্যপানের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উতোর। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখও কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। বীরভূমে বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহাও কাজল সেখের সুরেই সুর মিশিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। সূত্রের খবর, ভিডিয়োটি তৃণমূল কার্যালয়ে বসেই তুলেছেন এক ব্যক্তি। সূত্রের খবর, যিনি ভিডিয়ো তুলেছেন, তিনিও দলীয় কর্মী। ভিডিয়োয় দেখাতে গেছে, টেবিল ঘিরে বসে রয়েছেন কয়েক জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ময়ূরেশ্বর-২ নং ব্লকের তৃণমূল সভাপতি প্রমোদ রায়। টেবিলের উপর রয়েছে কিছু প্লাস্টিকের গ্লাস, যাতে মদ রয়েছে বলে অভিযোগ। কিছু প্লাস্টিকের জলের বোতলও রয়েছে। কাজল সেখ বলেন, গত দু'বছর জেলায় কিছু না হলেও ইদানীং ' কাজ' হচ্ছে। ঘটনাচক্রে, প্রায় দু'বছর জেলে থাকার পরে গত সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেয়েছেন বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। অনেকের ধারণা বলে পরিচিত কাজল কেষ্টকেই ইঙ্গিত করলেন। তৃণমূলের অঃদরে দুই নেতার দ্বৈরথ বার বার প্রকাশ্যে এসেছে। কাজল বলেছেন, 'বীরভূম জেলায় কোনও অসামাজিক কাজ হয়নি। ২০২৩-এ পঞ্চায়েত ভোট হয়েছে। এক জন মানুষেরও প্রাণ যায়নি। ২০২৪-এ লোকসভা ভোট হয়েছে। কোনও হানাহানি হয়নি। কিন্তু ইদানীং কিছু অসামাজিক কাজ হচ্ছে। কেন হচ্ছে, তা বলতে পারব না।'' বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, পার্টি অফিসে বসে মদ্যপানই আসলে ' সংস্কৃতি'।

বজবজের মধুচক্রে পুলিশের হানা, গ্রেপ্তার পুরুষ ও মহিলা সহ ১৭

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রবীন্দ্র কানন শিশু উদ্যানের পাশে দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল এই দেহ ব্যবসার রমরমা কারবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে স্থানীয় এক গৃহবধূকে এক ক্রেতা কটুক্তি করায় বাধে বচসা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে ঘটনাস্থলে বজবজ থানার পুলিশকে যেতে হয়। তখনই আশেপাশের মানুষজন পুলিশকে জানায় দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় মধুচক্রের আসর বসে।

এভাবেই এগিয়ে চলো, বিজয়ীদের জানালেন জেলা সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার দিয়ে জেলা সভাপতি জানালেন, এভাবেই এগিয়ে চলো তোমরা, সামনে অনেক পথ পরিশ্রম করো অনুশীলন করো তবে

বিজয় তোমাদের। শিলিগুড়িতে একটি স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এসে ঠিক এই ভাবেই, বিজয়ীদের উৎসাহ দিয়ে জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ জানালেন স্কুলের এইসব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ পাওয়াটা একটা বিশাল ব্যাপার। তাই আমি এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুব গর্বিত বোধ করছি। কারণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাই সবচাইতে বড় ব্যাপার। কে জয়ী কে বিজিত সেটা পরে, যারা যারা আজকে জয়ী হলেন এবং এগিয়ে গেলেন তাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা। তোমাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে পেরে আমি গর্বিত। তোমরা সামনে এগিয়ে চলো আমরা সবাই পাশে আছি জানালেন জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। এই যে অংশগ্রহণ করছে ছাত্রছাত্রীরা এটা সব চাইতে বড় ব্যাপার। কারণ এখনকার দিনে খেলাধুলো করাটাই একটা বিশাল ব্যাপার, আর যারা খেলাধুলার সাথে জড়িত আমি তাদের সম্মান করি এবং শ্রদ্ধা করি।

বুনো হাতি খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ চার মাস পলাতক থাকার পর তাকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা। ধৃতকে আজ বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে। ইলেকট্রিক শক দিয়ে হাতি মারার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করল জলপাইগুড়ি বনদপ্তরের বেলাকোবা রেঞ্জ। গত অক্টোবরে গজলডোবার কাছে দুধিয়া গ্রামের একটি হাতির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তার শরীরে অনেকটা অংশ জুড়ে পোড়া ক্ষতচিহ্ন ছিল। পরে ময়নাতদন্তে রিপোর্টে জানা যায়, ইলেকট্রিক শক দিয়ে মারা হয়েছে হাতিটিকে। তদন্তে নেমে দুজন সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করে বনদপ্তর। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই তারা এলাকাছাড়া ছিল। পরে আদালতের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। বনদপ্তরের বেলাকোবার রেঞ্জার চিরঞ্জিত পাল বলেন, গোপন সূত্রে আমরা খবর পাই সন্দেহভাজন ওই দুজনের মধ্যে একজনকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। সেই মতো অভিযান চালিয়ে আজ মঙ্গলবার বিকেলে পাকড়াও করা হয় তাকে। তদন্তের স্বার্থে এখনই আমরা তার নাম পরিচয় জানাচ্ছি না। জলপাইগুড়ি বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জার চিরঞ্জিত পাল বলেন, তদন্তের স্বার্থে ধৃতের নাম পরিচয় এখন গোপন রাখা হচ্ছে। তিনি বলেন, গত বছর ৭ অক্টোবর রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুধিয়া গ্রামে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে একটি বুনো হাতিকে মারা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের পর জানা যায় বৈদ্যুতিক শকে হাতিটির মৃত্যু ঘটেছিল। পরবর্তীতে অভিযুক্ত দুই যুবককে শনাক্ত করতে পারি আমরা। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাস্তাঘাট ও জনবহুল স্থান নোংরা করার প্রবণতা আটকাতে কঠোর হচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রাস্তাঘাট ও জনবহুল স্থানে যত্রতত্র থুতু, পান ও গুটখার পিক ফেলে নোংরা করার প্রবণতা আটকাতে আরও কঠোর হচ্ছে রাজ্য সরকার। নবান্নে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। পথঘাটে থুতু বা পানের পিক ফেলা নিয়ে বর্তমান আইন আরও কঠোর করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। বর্তমানে আইনে প্রথমবার প্রকাশ্যে থুতু বা গুটখার পিক ফেললে ১ হাজার টাকা জরিমানার সংস্থান রয়েছে। দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে জরিমানার পরিমাণ ২ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর আইন আনা যায় কিনা, জরিমানার অঙ্ক বাড়ানো সম্ভব কিনা, তা পর্যালোচনা করতে হবে।

কোচবিহারের প্রাচীন স্মৃতি মা-চন্ডী মন্দির

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কথায় আছে রাজার শহর কোচবিহার দীর্ঘদিন আগেই চুকে গেছে রাজার রাজপাট। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা রাজার মন্দিরগুলো প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে। কোনোটির বয়স ১০০ বছর তো কোনোটির বয়স ৫০০ বছরের বেশি। কোচবিহার থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তুফানগঞ্জ এর মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অয়রানি চিতলিয়া গ্রাম। আর সেই গ্রামেই রয়েছে

রাজ আমলের প্রাচীন চন্ডী মন্দির। প্রতিদিন এই মন্দিরে পুজো দিতে ভিড় জমান দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা। প্রত্যেক বছর পহেলা বৈশাখে বাসরিক পুজো হয় এই মন্দিরে। প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন এই মন্দির। প্রাচীন এই চন্ডীমন্দির প্রতিষ্ঠার আড়ালে লুকিয়ে আছে বহু প্রচলিত একটি জনশ্রুতি। একসময় এইসব এলাকা ছিল জঙ্গলে ঘেরা, কোচবিহারের কোচ বংশের রাজারা প্রায়শই আসতো এখানে স্বীকার করতে। ঠিক সেই মতো রাজারা স্বীকার করতে আসার সময় বিশ্রাম নেওয়ার পর তার হাতির দল সেখান থেকে না ওঠায় মা মঙ্গলচন্ডীর আরাধনা করার পর হাতির দল সেখান থেকে ওঠে। এরপরই সেখানে মন্দির প্রতীক্ষিত করে মা মঙ্গলচন্ডীর পুজো শুরু করেন কোচবিহারের রাজারা। বর্তমানে দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের অধীনে রয়েছে এই মন্দিরটি। দেবত্র ট্রাস্টবোর্ডের অধীনে থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে মন্দিরের বেহাল দশা মন্দিরের প্রাচীর এমনটি মন্দিরে নিরাপত্তা না থাকায় চুরি হয়ে যায় মন্দিরের একাধিক সামগ্রী। তাই দ্রুত মন্দির নির্মাণসহ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি তুলছেন মন্দিরের পুরোহিত সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

কুম্ভমেলায় পুণ্যস্নানে গিয়ে নিখোঁজ বৃদ্ধ, দুশ্চিন্তায় পরিবারের লোকজন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কুম্ভমেলায় পুণ্যস্নানে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন বছর ৭৮ এর এক বৃদ্ধ। দুশ্চিন্তাই তার স্ত্রী ও পরিবারের লোকেরা। কবে বাড়ি ফিরবেন স্বামী তার আশায় বাড়ির দরজায় কান্না করছেন স্ত্রী। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা বলদেব সিং বয়স (৭৮)। বাড়ি না ফেরায় পরিবার লোকেরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে পরিবার ও স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে ট্রেনে করে প্রয়াগরাজ যায় সে। তারপর চলতি মাসের শনিবার থেকে

নিখোঁজ হয়ে যায়। চার দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে সে। সেখানকার পুলিস প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছেন পরিবার ও সঙ্গের লোকেরা। তার কোনও খোঁজ না পাওয়ায় সকলেই বাড়ি ফিরে এসেছেন। এদিকে সকালে বাড়ি ফিরতেই স্বামী বাড়ি না ফেরায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে তার স্ত্রী। নিখোঁজ বৃদ্ধর ছেলে হিরেন সিং বলেন, বাবা সকলেরই সঙ্গে সেখানে ছিল। তারপর শুনতে পেলাম শনিবার থেকে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার সঙ্গে লাস্ট আমার শুক্রবার অবধি কথা হয়েছে। যেখানে কোথায় কিভাবে রয়েছে? এখনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই বাড়ি ফিরে এসেছে। বড় দুশ্চিন্তায় আছি। দুর্ঘটনায় মারা যায়নি তো। আশঙ্কা হচ্ছে। প্রশাসনকে বিষয়টি জানাবো।

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad
e-TENDER NOTICE
NIeT No: MAD/ULB/JM/15th FC/NIeT4/24-25 (1st Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 03 Nos Construction and Improvement of Drain, Construction of Retaining Wall with Boundary Wall and Land Development & Construction of RCC Retaining Wall in ward no – 09 within Jangipur Municipality,Tender ID: 2025_MAD_810222_1 to _3, Publish Date: 05/02/2025 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 05/02/2025 at at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 25/02/2025 at 18:00 IST.The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Chairman
Jangipur Municipality

পাবলিক নোটিশ
জানাতে চাই যে, আমরা, মেসার্স আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড, যার SEBI নিবন্ধন নং INZ000183631 এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সদস্য কোড-০৭৭৩০), বিএসই লিমিটেড (সদস্য কোড-১০৩), মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সদস্য আইডি ৫৬২৫০) এর সদস্য, যার কর্পোরেট অফিস বিল্ডিং নং ৩, প্লট নং জেন-২ /১ ডি, জেন-২/১ ই এবং জেন-২/ ১ এফ, MIDC TTC ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, মাইন্ডস্পেস জুইনগর, বনসারি, শিরাভনে তুর্বে MIDC নভি মুম্বাই ৪০০৭০৬-এ অবস্থিত, নিম্নলিখিত অনুমোদিত ব্যক্তিদের (AP) সমাপ্ত অধিভুক্তিমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিঃ-

এপি-র নাম	এপি-র নাম	ঠিকানা	এপি রেজি. নং ও তারিখ
বিশ্বজিত মণ্ডল	বিশ্বজিত মণ্ডল	এস / ও কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, বিবেকানন্দ পল্লি, কোতলপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭২২১৪১	NSE-CASH-AP034606441 Dated-30-Mar-2019 NSE F0-APF040106441 Dated-02-Sep-2005 BSE-AP0101030198312 Dated-31-March-2019 MCX-150821 24-Jan-2022

উপরোক্ত এপি-র সাথে লেনদেনকারী বিনিয়োগকারীদের এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এপি এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নিবন্ধন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে। কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগকারীদের এই নোটিশ জারি করার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মেসার্স আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য ইমেল আইডি - iseccompliance@icicisecurities.com/ Afahelpdesk@icicisecurities.com এ যোগাযোগ করুন
আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডের পরিচালকের আদেশক্রমে
টি কে শ্রীরং

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৫, বিটিএম সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩
পরিশিষ্ট-IV, নিয়ম ৮(১)
দখলের নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাকে আহ্বান জানিয়ে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন।
ঋণগ্রহীতা পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচে উল্লিখিত দিনে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য এখানে উল্লেখিত পরিমাণের জন্য ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চার্জ এবং তার উপর সুদ ধার্য করা হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি, বিদ্যমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

শাখা / অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা / ঋণগ্রহীতা / জামিনদার	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ	দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ
শাখাঃ ডবসন লেন ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানাঃ শ্রীমতি মালা রায় এবং শ্রী কমল কুমার রায় বাড়ির ঠিকানাঃ পি-৮৮/১, ১ এফএল বেনারস রোড, নেতাজিগড়, হাওড়া-৭১১১০৮ সম্পত্তির ঠিকানাঃ প্রিমিসেস নং-২৬৩১৯, বেনারস রোড, বেলগাছিয়া, ওয়ার্ড নং-০৮, থানা-লিলুয়া, হাওড়া, ৭১১১০৮	সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং অংশ আবাসিক বাড়ি, প্রিমিসেস নং-২৬৩/১৯, বেনারস রোড, বেলগাছিয়া ওয়ার্ড নং-৮, মৌজা- বেলগাছিয়া, খতিয়ান নং-১৩৪৭, ১৩৪৬ দাগ নং- ৩৯৭/৫১৬ হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, থানা-লিলুয়া, হাওড়া, ৭১১১০৮, মিসেস মালা রায় এবং শ্রী কমল কুমার রায়ের নামে দলিল নং আই-০৮৩৭৯১/২০২১ অনুসারে। **ফ্ল্যাটটি সীমানাযুক্তঃ উত্তরেঃ** মণীন্দ্র লাল কুণ্ডুর সম্পত্তি। **দক্ষিণেঃ** দীপক কুণ্ডুর সম্পত্তি। **পূর্বেঃ** ৬ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা সড়ক। **পশ্চিমেঃ** সুবোধ চন্দ্র সিংহের সম্পত্তি।	টাকা ১৩,০৮,০১০/- এবং তার উপর সুদ	ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ০৯.০৪.২০২৫ প্রতীকী দখলের তারিখঃ ৩১.০১.২০২৫

তারিখঃ ৩১.০১.২০২৫
স্থানঃ ডবসন লেন
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া অঞ্চল

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

চুলের সাজে ফিরেছে সাবেকি আমল

বিয়ের সাজে এ বছর সবচেয়ে বেশি বদল এসেছে চুলের গয়নায়

বিয়ের সাজে এ বছর সবচেয়ে বেশি বদল এসেছে চুলের গয়নায়। কনের চুলের সাজে ফিরেছে সাবেকি আমলের একাধিক গয়না। খোঁপায় সাবেকি ধাঁচের কাঁটা ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে হবু বউয়ের বিয়ের সাজ। অনেকেই হেডব্যান্ডের মতো করে পাথর আর চুমকি পুঁতির ব্যান্ড পরছেন। তাতে একদিকে যেমন সামনের অবাধ্য ‘হেয়ার’গুলোকে সামলে রাখা যাচ্ছে, অন্যদিকে স্টাইলও হচ্ছে। একটু কোঁক।া বা আধা কোঁক।া চুল আলতো হাতে পেছনে খোঁপা করে সেখানে ফুলের সঙ্গে জায়গা করে নিচ্ছে ধাতব গয়না। আবার বিয়ের যেকোনো এক আয়োজনে চুল বেণি করে তার ভেতরে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে ধাতব গয়না। এখানে রইল কনের ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি চুলের সাজ। এক গয়নাতেই সাজ শেষ! বিশাল আকারের এই গলার গয়নার পরে কনের আর বাড়তি কিছুই পরার দরকার নেই। তাই কানে ছোট্ট একটা দুল আর মাথার মাঝখানে একটা ব। টিকলি। কেউ চাইলে এটাকে টায়রা হিসেবেও পরতে পারেন। এমন গয়নার দাম প।বে তিন থেকে চার হাজার টাকা। বেশ কয়েক ধরনের গোলাকার হেডব্যান্ড-জাতীয় গয়না বাজারে এনেছে গ্লুড টুগেদার। এমন গয়না

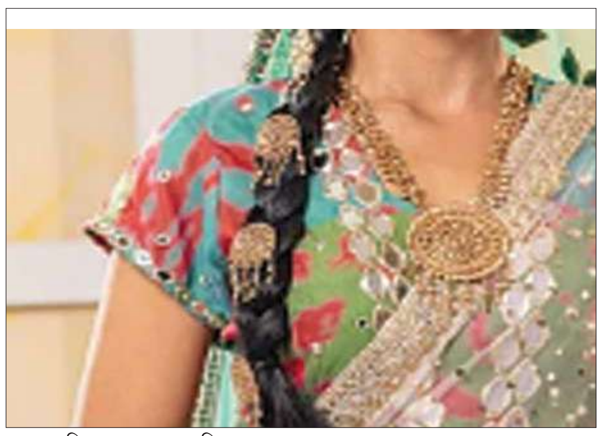

পরে শাড়ির সাজে বোহেমিয়ান লুক আনতে পারেন কনে। নাকের নথ থেকে হাতের বাজু, গলা ও কানের গয়নায় একধরনের সামঞ্জস্য এনেছে চুলের গয়না। কেউ কেউ রুপা দিয়েও তৈরি করেন এমন গয়না। সে ক্ষেত্রে খরচ একটু বেশি পড়ে। পুঁতির সঙ্গে পাথর ও ধাতব নকশায় তৈরি এই গয়নাও কনের লুকে বৈচিত্র্য আনবে। এই গয়নাগুলোর সুবিধা হলো বিয়ে-পরবর্তী সময়ে গলায়ও এগুলো পরা যাবে। কনে এখানে যেহেতু স্টাইল করে একটা গলাবন্ধ ব্লাউজ পরেছেন, তাই গলায় আলাদা করে গয়না রাখা হয়নি। বরং হাতেই পেঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি গয়না। সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির ডিজাইনার ও স্বত্বাধিকারী লোরা খান জানান, মূলত তিন ধরনের মাথার গয়না বাজারে এনেছেন তাঁরা। এর ভেতর সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো খোঁপার কাঁটা। হেডব্যান্ড আর মুকুটের মাঝামাঝি একটা গয়নাও তাঁরা বাজারে এনেছেন। সেটা খোলা চুলের সঙ্গেও বেশ মানানসই। এ ছাড়া বেণির ভাঁজে ভাঁজে আটকানো গয়নাগুলোও চলছে। এই গয়নাগুলো কেবল বিয়ের মতো জমকালো আয়োজনেই পরা হয় বেশি। এগুলো সোনা বা রুপা দিয়েও তৈরি করছেন কেউ কেউ। তবে বেণির এই গয়নাগুলো তামা দিয়েই বানায় সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি। কেননা এগুলো সাধারণত একবারই পরা হয়, সেটা বিয়ের কনের সাজে। সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির খোঁপার কাঁটার দাম দেড় থেকে ২ হাজার টাকা। বেণিতে আটকানো গয়নাগুলোর প্রতিটির দাম ৩০০ টাকা। ক্রাউনের দামই সবচেয়ে বেশি-১২ থেকে ১৫ হাজার। বিয়ের সাজে ভিন্নতা আনতে অনেকেই পরছেন ক্রাউন আর হেডব্যান্ডের ফিউশন করে তৈরি একধরনের চুলের গয়না। চেইনের সমন্বয়ে করা এই গয়না ছোট-বড় সব চুলেই পরা যাবে। গলায় চোকার, কানে দুল আর হাতে রতনচূ।রে সঙ্গে খোলা চুলের ওপরের দিকে এই গয়নাতেই শেষ কনের সাজ।

চুল পড়া ঠেকাতে দারুণ কার্যকর আমলকী ও অ্যালোভেরা

পৃথিবীতে নাকি দুই ধরনের মানুষ আছেন। এক দল চুল পড়া নিয়ে সমস্যায় ভুগছেন, অন্য দল চুল নিয়ে সন্তুষ্ট। অনেকে মনে করেন, দ্বিতীয় দল সংখ্যালঘু। অর্থাৎ চুল নিয়ে ভুগছেন, এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। তবে আশার কথা হলো, চুল পড়া রোধে ও চুলের স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি প্যাক দারুণ কাজ করে। আর এসবের মধ্যে আমলকী ও অ্যালোভেরার মাস্ক চুলের জন্য এককথায় সেরা। চট করে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত।

আমলকী চুলের কী উপকার করে- ভিটামিন সি-তে পরিপূর্ণ। কোলাজেন প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।

চুলের গোড়া মজবুত করে চুল পড়া রোধ করে। চুলকে পুষ্টি জোগায়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তোলে।

আমলকীর অ্যান্টি -ইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল গুণাগুণ চুলের খুশকি দূর করে। মাথার ত্বকের তালুতে যেকোনো ধরনের সংক্রমণ রোধ করে। অল্প বয়সে চুল পাকা রোধ করে। প্রাকৃতিকভাবে পুষ্টি জোগায়। তাই চুলের স্বাভাবিক রং থাকে অক্ষুন্ন।

অ্যালোভেরা চুলের কী উপকার করে- অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারীকে

বলা হয় প্রাকৃতিক কন্ডিশনার। চুলে ময়েশ্চারাইজারের জোগান দেয়। ফলে চুল নরম থাকে। মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখে। ফলে চুলের ভেতর চুলকানি হয় না। চুল ভেঙে যাওয়া রোধ করে। নতুন করে চুল উঠতে ও চুলের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। চুল পেকে যাচ্ছে, কী করবেন-

প্যাক তৈরিতে যা যা লাগবে- আমলকীর পাউডার বা ব্লেন্ড করা আমলকীর রস (২ টেবিল চামচ), টাটকা অ্যালোভেরা জেল (৩ টেবিল চামচ), নারকেল তেল (১ টেবিল চামচ) ও লেবুর রস (১ টেবিল চামচ)।

প্যাক বানাবেন যেভাবে-গাছ থেকে অ্যালোভেরার পাতা কেটে একটা চামচের মাধ্যমে ভেতরের জেল বের করুন।

জেলটা ব্লেন্ড করে নিন। আমলকী ব্লেন্ডের পর রস বের করে নিন অথবা আমলকীর পাউডার কুসুম গরম জলে গুলিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। একটা বাটিতে আমলকী ও অ্যালোভেরার জেল ভালোভাবে মেশান।

বাড়তি উজ্জ্বলতা ও খুশকি দূর করতে নারকেল তেল ও লেবুর রস মেশান।

কীভাবে ব্যবহার করবেন-পরিষ্কার ভেজা বা শুকনা চুলে প্যাকটি ব্যবহার করতে পারেন। চুলে প্যাকটি লাগানোর আগে পুরোনো টি-শার্ট পরে নিতে পারেন। চুলগুলো দুই ভাগে ভাগ করে নিন। হাত দিয়ে একগোছা চুলে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত প্যাকটি ভালোভাবে লাগান। পুরো চুলে প্যাকটি লাগানোর পর আঙুল দিয়ে ত্বকের তালুতে চেপে চেপে ভালোভাবে ম্যাসাজ করুন। মাথায় একটা শাওয়ার ক্যাপ পরে রাখুন, যাতে সহজেই শুকিয়ে না যায়। এভাবে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট রেখে দিন। চুলে শ্যাম্পু করে ফেলুন। চাইলে বাড়তি কন্ডিশনারও ব্যবহার করতে পারেন। সপ্তাহে ১ দিন চুলে এই প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

শুল্ক আরোপ স্থগিত হওয়ায় ট্রাম্প, ট্রুডো না শেনবাউম, জিতলেন কে

৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মেক্সিকো ও কানাডার আমদানি করা পণ্যে শুল্ক আরোপ ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রতিবেশী দুই দেশের সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পর ট্রাম্প এ কথা জানান। সীমান্ত সুবিধা ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে ‘ হিসেবে দেখাতে পারেন ট্রাম্প। অন্যদিকে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেনবাউম ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোও এটাকে নিজেদের ‘ বিজয়’ বলতে পারেন। যা-ই হোক, ট্রাম্পের পক্ষ থেকে উত্তর আমেরিকা ও বাকি বিশ্বকে অর্থনৈতিকভাবে সাময়িক কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো বাণিজ্যযুদ্ধ আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কার লাভ, কার ক্ষতি হয়েছে? এরপর কী ঘটতে পারে? এসব প্রশ্ন সামনে এসেছে। ট্রাম্পের কৌশল সফল- ওয়াশিংটন ডিসিতে বিবিসির সংবাদকর্মী কোর্টনি সুব্রামানিয়াম বলেন, ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সহযোগীদের সঙ্গে চরম দ্বন্দ্বে ট্রাম্পের কূটনৈতিক উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মেক্সিকো ও কানাডা-দুই দেশই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেদের সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করতে রাজি হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশ দুটি অবৈধ অভিবাসী ও ফেন্টানিলের মতো ক্ষতিকর মাদক পাচার ঠেকাতে আরও ব। পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়েও রাজি হয়েছে। অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য দেশকে চাপে ফেলার মধ্য দিয়ে স্বার্থ হাসিলের কৌশলটি ট্রাম্পের ‘ ফার্স্ট’ নীতির জন্য একটি বিজয়। এটা ট্রাম্পকে মার্কিন ভোক্তাদের মহাদেশীয় বাণিজ্যযুদ্ধের অর্থনৈতিক পরিণতি অনুভব না করিয়ে অভ্যন্তরীণ মূল বিষয়গুলো পূরণের দারুণ সুযোগ এনে দেয়। যদিও ট্রাম্পের শুল্কনীতি নতুন কোনো বিষয় নয়। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক আরোপের ঘটনায় মেক্সিকো, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। যদিও অর্থনীতিবিদেরা বলেছেন, এসব পদক্ষেপের পরিধি অনেকটা সীমিত ছিল। এবার ট্রাম্প মেক্সিকো, কানাডা ও চীনা পণ্যে ব্যাপক শুল্ক আরোপের প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন। স্থানীয় সময় আজ মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে চীনা পণ্যের ওপর বর্তমান হারের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা রয়েছে। কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যে আরোপ করা ২৫ শতাংশ শুল্ক আপাতত ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু ৩০ দিনের সময়সীমা পেরোনোর পর ট্রাম্প কানাডা ও মেক্সিকোর বিরুদ্ধে এই শুল্কনীতিবিষয়ক হুমকি আবারও কার্যকর করবেন কি না, সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। এমন অনিশ্চয়তা আশঙ্কা জাগায়, এসব ব্যবসায় মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরতা কমতে পারে। সেই সঙ্গে নতুন কারখানা নির্মাণে বিনিয়োগ ও কর্মী নিয়োগ বন্ধ করা হতে পারে। অন্তত যতক্ষণ বাণিজ্য অনিশ্চয়তা আরও স্পষ্ট হয়ে না উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত।

ট্রুডো কীভাবে সামলালেন-৩০ দিনের জন্য শুল্ক আরোপ স্থগিতের ঘটনা কানাডার রাজনীতিবিদ আর ব্যবসায়ী. নেতাদের স্বস্তি এনে দিয়েছে। শুল্ক আরোপের হুমকি রয়ে গেলেও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এটাকে রাজনৈতিক বিজয় হিসেবে দাবি করতে পারেন। এই ইস্যুতে ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কানাডার রাজনীতিবিদেরা রীতিমতো হিমশিম খেয়েছেন। কেননা, এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কানাডার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল নয়। মেয়াদের শেষ সপ্তাহগুলোতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ভূমিকাও তেমন জোরালো নয়। কানাডার পক্ষ থেকে গতকাল সোমবার সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে পদক্ষেপের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যদিও এসব নতুন কোনো ব্যবস্থা নয়। গত ডিসেম্বরে কানাডা ১৩০ কোটি কানাডীয় ডলার অর্থায়নের ঘোষণা দেয়। ফেন্টানিলের মতো মাদক পাচার ব্যাহত করা, আইন প্রয়োগের জন্য নতুন সরঞ্জাম এবং মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে এই অর্থ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। দুই দেশের সীমান্তে এরই মধ্যে কানাডার নজরদারি ড্রোন এবং দুটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার টহল দিতে শুরু করেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে চালানো এসব উদ্যোগের কথা মনে করিয়ে দিয়ে কর্মকর্তারা বলছেন, কানাডা ট্রাম্পের সীমান্ত উদ্বেগকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে, নিচ্ছে। এমনকি গত শুক্রবারও ক্লাউদিয়া শেনবাউম বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত থেকে শেষ মুহূর্তে ট্রাম্প সরে আসবেন। ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের পর শেনবাউমের কথাই সত্য হয়েছে। চুক্তি ঘোষণার পরপর শেনবাউমের মুখে হাসি দেখা গেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার একটি ‘ হিসেবে এটাকে দেখছেন তাঁর সমর্থকেরা। ফেন্টানিল পাচার ঠেকানোর বিষয়ে মনোযোগ দিতে সীমান্তে ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের মোতায়েনের বিষয়ে রাজি হয়েছেন শেনবাউম। তবে ট্রাম্পের কাছ থেকে যা চান, সেটাও কৌশলগতভাবে নিশ্চিত করেছেন তিনি। শুল্ক আরোপ সাময়িক স্থগিতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোয় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রের পাচারের বিরুদ্ধে ট্রাম্প আরও কিছু করবেন, তেমন প্রতিশ্রুতি আদায়ে সমর্থ হয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট। এর পাশাপাশি মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট পরিস্থিতি সামলানোর জন্য সময় পেয়েছেন। এখন ধারণা করা হচ্ছে, এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও শিগগিরই মেক্সিকো সফর করবেন। সেই সঙ্গে ফেন্টানিলের পাচার বিষয়ে মেক্সিকো আর যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি যৌথ দল গঠন করা হবে।

মদন মিত্রের বেফাঁস মন্তব্যে ক্ষুব্ধ মমতা! বিধায়কদের জন্য কঠিন নির্দেশনা তৃণমূল সুপ্রিমোর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা মদন মিত্র সম্প্রতি একের পর এক বেফাঁস মন্তব্য করে দলের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মন্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের

অভিযোগ যে, তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য হতে গেলে ১০ লক্ষ টাকা দিতে হয়। এ ধরনের মন্তব্যের পর, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। মদন মিত্র এই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী সময়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে একটি লিখিত চিঠিও দিয়েছেন। এতে তিনি জানান, তাঁর মন্তব্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মর্মাহত হয়েছেন এবং তিনি এর জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। মদন মিত্রের মতো তৃণমূলের আরও কিছু বিধায়ক সম্প্রতি তাঁদের বেফাঁস মন্তব্যের জন্য আলোচনা সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের মন্তব্য দলের শৃঙ্খলা এবং ইমেজের জন্য বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন মন্তব্য দলের জন্য নেতিবাচক বার্তা প্রদান করছে। তৃণমূল কংগ্রেস, যার প্রাথমিক লক্ষ্য রাজ্যের উন্নতি এবং জনগণের সেবা, সে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিধায়কদের এমন অযাচিত মন্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। এমন পরিস্থিতিতে, দলীয় শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছেন। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি, বিধানসভায় তৃণমূল পরিষদীয় দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন বেলা ১টায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। জানা গেছে, এই বৈঠকে দলের বিধায়কদের কাছে দলীয় শৃঙ্খলা এবং আচরণবিধি নিয়ে কঠোর বার্তা দেওয়া হবে। দলের মধ্যে এক ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হতে চলেছে। বিধায়কদের বেফাঁস মন্তব্যের ফলে দলের মধ্যে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, সেটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের উপস্থিতি ও নেতৃত্বে শুদ্ধ করতে চাইছেন। রাজনৈতিক মহলে ধারণা করা হচ্ছে যে, দলের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং ঐক্য বজায় রাখতে, মমতা বিধায়কদের আরও বেশি দায়িত্বশীল এবং সংযত থাকতে বলবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য যেন কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই দিকটি তিনি গুরুত্ব দিয়ে নজর রাখবেন। তৃণমূলের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দলের ভিতর একতা বজায় রাখা এবং জনগণের কাছে দলের বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানো। ২০২৬ সালের নির্বাচনে দলীয় শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের দৃঢ়তা দলের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হতে পারে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সচেতনভাবে বিধায়কদের কাছে কঠোর বার্তা দেবেন, যাতে ভবিষ্যতে দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় এবং দলের নেতিবাচক মন্তব্যগুলি কোনওভাবেই ভোটব্যাংকে প্রভাব ফেলতে না পারে।

আগরতলা রেল স্টেশনে পার্সেল ভ্যানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করল আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ। সেইসাথে গ্রেফতার করা হয়েছে নয়জন নেশা সামগ্রী পাচারকারিকে। মঙ্গলবার আগরতলা জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর ছিল বহিঃরাজ্য থেকে রেলের পার্সেল ভ্যানে করে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী আগরতলা রেল স্টেশনে আনা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে জিআরপি এবং আরপিএফ যৌথভাবে রেলের পার্সেল ভ্যানে তল্লাসি চালিয়েছে মঙ্গলবার ভোরে। দীর্ঘ সময় তল্লাসি চালানোর পর ১৫০০ বোতল এসকফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই নেশা সামগ্রী চোরাচালানের সাথে জ।তি নয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হল অমিত কুমার শ্রীবাস্তব (বিহার), বিট্টু যাদব (উত্তরপ্রদেশ), সুমন মিয়া (অভয়নগর), ছুটন দেব (খয়েরপুর), আখতার হুসেন (তেলিয়ামু।া), রাজীব সূত্রধর (কৃষ্ণনগর), মাজারুল ইসলাম (বিশালগ।), চাঁন মিয়া (তেলিয়ামু।া) এবং প্রসনজি দাস (অম্পিনগর)। তাদের প্রত্যেককে মঙ্গলবার আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক ২০২৫ অর্থ বছরে মুনাফা ১৫ বার্ষিক বৃদ্ধি পেয়েছে

মুম্বাই, ৪ জানুয়ারী ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আজ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আনওডিটেড আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করেছে। আমানত এবং ঋণ কাস্টমার ডিপোজিটঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ১৭৬,৪৮১ কোটি টাকা থেকে ২৮.৮ বার্ষিক বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ২,২৭,৩১৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। রিটেল ডিপোসিটস ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ১,৩৯,৪৩১ কোটি টাকা থেকে ২৯.৬ বার্ষিক বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১,৮০,৭৫২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

কলকাতা পুলিশকে ঢেলে সাজাচ্ছেন মমতা

...১ পাতার পর

এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, নতুন যে ১২ জন ডেপুটি কমিশনার হবে তাঁরা সবাই নন আইপিএস ক্যাডার অফিসার। কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদ থেকে তাঁরা পদোন্নতির মাধ্যমে উঠে আসবেন। বর্তমানে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদ রয়েছে তাকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হবে। অর্থাৎ গ্রেডেশন লিস্ট বা তালিকা বিভাজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দুটি পৃথক গ্রেডেশন তালিকায় তাদের বিভক্ত করা হবে-একটি সহকারী কমিশনার এসি-আই বা ইনভেস্টিগেশন তথা তদন্তকারী ক্যাডার এবং অন্যটি সহকারী কমিশনার এসি, এনআই অর্থাৎ যাঁদের তদন্তের দায়িত্ব থাকবে না, প্রশাসনিক বা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব থাকবে। এই সহকারী কমিশনার এসি-আই ক্যাডারের অফিসারদের পদোন্নতির মাধ্যমে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ পদে তুলে আনা হবে। যাঁদের উপর বড় তদন্তের ভার থাকবে। আর এসিপি-এনআই ক্যাডার থেকে পৃথকভাবে পদোন্নতির মাধ্যমে ৭ জন অফিসারকে ডেপুটি কমিশনার পদে তুলে আনা হবে। সেই কারণেই ৫টি ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (নন-আইপিএস) পদ আই ক্যাডারের জন্য এবং ৭টি ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (নন-আইপিএস) পদ এনআই ক্যাডারের জন্য সৃষ্টির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী তাতে অনুমোদন দিয়েছেন।

চিন্ময়কৃষ্ণের জামিন হল না বাংলাদেশ হাই কোর্টে, সরকারের হলফনামা চাইল আদালত

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গত বছরের ২৫ নভেম্বর গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এর আগে একাধিকবার খারিজ হয়েছে তাঁর জামিনের আর্জি। মঙ্গলবারও তিনি জামিন পেলেন না। তবে সেই রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় কেন তাঁকে জামিন দেওয়া যাবে না, সেই প্রশ্নও তুলেছে বাংলাদেশের হাই কোর্ট। মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের কাছে সেই প্রশ্নের উত্তর চেয়েছে আদালত। হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি মহম্মদ আতোয়ার রহমান এবং বিচারপতি মহম্মদ আলি রেজার বেঞ্চ সরকারকে জবাব দেওয়ার জন্য দু'সপ্তাহ সময় দিয়েছে। চিন্ময়কৃষ্ণকে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় গ্রেফতার করেছিল ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পুলিশ। ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়।

Name Change

I, Sanjoy Kumar Dutta (Old Name) son of Arun Kumar Dutta, residing at 28/29, Olabibitola, 1st Bye Lane, Howrah, P.S.- Shibpur, Howrah-711104, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjoy Dutta (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/02/2025. Sanjoy Dutta (New Name) and Sanjoy Kumar Dutta (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I YOGENDRA PRASAD YADAV,S/O KANTA PRASAD YADAV,R/O 25,JELIA PARA 1ST BAY LANE, HAORA (M.CORP) HOWRAH-711106, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAGINDRA PRASAD YADAV,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/02/2025,THAT YOGENDRA PRASAD YADAV AND JAGINDRA PRASAD YADAV ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Nauraj Syangbo (Old Name) S/O Late Jetha Syangboo, residing at Pankhabari, Ramitay Longview, Punkhabari, Darjeeling, Pin- 734217, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nauraj Syangboo (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/02/2025. Nauraj Syangboo (New Name) and Nauraj Syangbo (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Minu Chakraborti (Old Name) wife of Ashoke Chakraborti, residing at TAJPUR PASCHIM PARA,PS-NANDIGRAM,EAST MESINIPUR-721656, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Minu Rani Chakraborti (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/02/2025. Minu Rani Chakraborti (New Name) and Minu Chakraborti (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Nepal Das (Old Name) son of Late Haralal das, residing at Kunda Para Palashi, P.S.- Amdanga, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743145, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nepal Chandra Das (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/02/2025. Nepal Chandra Das (New Name) and Nepal Das (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ashoke Kumar Chakraborty (Old Name) son of Janmenjay Chakraborty, residing at PC-113, 1st Floor, Kishan Abasan, Arjunpur, P.S.- Baguiati, North 24 Pgs- 700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashoke Chakraborti (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/02/2025. Ashoke Chakraborti (New Name) and Ashoke Kumar Chakraborty (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Seikh Akhter Hossain (Old Name) son of Seikh Sulaiman, residing at 21/1, Alimuddin Street, P.S.- Park Street, Kolkata, Pin- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Seikh Akhtar Hossain (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/02/2025. Seikh Akhtar Hossain (New Name) and Seikh Akhter Hossain (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MALATI BISWAL (Old Name),WIFE OF LAXMIDHAR BISWAL, MOTHER OF - SHILPA BISWAL DAS, RESIDING AT VILL- PURASTAMPUR, P.O.- BETADA,P.S.- SIMULIA, DIST- BALASORE ,Pin- 756168, ODISHA,INDIA, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PADMABATI BISWAL (New Name) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 04/02/2025.THAT MALATI BISWAL (Old Name) AND PADMABATI BISWAL(New Name) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Manju Iqbal Begum (Old Name) wife of Ekbal Hossain, residing at 26/1A, Kavi Md Iqbal Road, P.O.- Khidderpore, P.S.- EKbalpore, Kolkata, Pin- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Manju Begum (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/02/2025. Manju Begum (New Name) and Manju Iqbal Begum (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, PARAMITA KUNDU,WIFE OF DEBASISH KUNDU, RESIDING AT 134/1 SATIN SEN NAGAR,NEW BARRACKPUR, PO & PS-NEW BARRACKPUR, BARRACKPORE - 700131, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARAMITA GUHA KUNDU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/02/2025.THAT PARAMITA KUNDU AND PARAMITA GUHA KUNDU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Dulal Sarkar (Old Name) son of Sudhanshu Sarkar, residing at Halisahar RLY Boundary Road, New Purbachal, Halisahar, Dist-North 24 Pgs, Pin-743136, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dulal Chandra Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/02/2025. Dulal Chandra Sarkar (New Name) and Dulal Sarkar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pratima Syangbo Golay (Old Name) W/O Nauraj Syangboo, residing at Pankhabari, Romitay, Punkhabari, Darjeeling, Pin- 734217, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Pratima Golay (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/02/2025. Pratima Golay (New Name) and Pratima Syangbo Golay (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Nargis Ahmed Bagam (Old Name) wife of Nadeem Ahmed, residing at 57/1, B.L. Saha Road, Behala, Kolkata- 700053, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nargis Ahmed Begum (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Nargis Ahmed Begum (New Name) and Nargis Ahmed Bagam (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Birahadur Majhi (Old Name), S/o Late Ran Bahadur Majhi R/o Central Dooars T.E. Rangamati Tea Garden, Jalpaiguri, Panabasti, PIN- 735226, W.B have changed my name and henceforth shall be known as Bir Bahadur Majhi (New Name) vide affivadit dated 04.02.25 before Notary Public Kolkata. Birahadur Majhi and Bir Bahadur Majhi are both same and one identical person.

Name Change

I, BIPLOB MONDAL(OLD NAME), SON OF DEBNARAYAN MANDAL, RESIDING AT VILL - BABUIA,PO - SULTANPUR BAZAR, PS - MATH CHANDIPUR, EAST MEDINIPUR - 721659,WEST BENGAL, SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS BIPLAB MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 04/02/2025. THAT BIPLOB MONDAL AND BIPLAB MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, LATA PATIL (Old Name) W/O SHANKAR RAO PATIL Residing at 114A, Sailendra Road, P.S.-Liluah, District - Howrah, Pin - 711204, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as LATIKA DEVI PATIL (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 04-02-2025. LATA PATIL (Old Name) and LATIKA DEVI PATIL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, DEBNARAYAN MONDAL(OLD NAME), SON OF MANMATHA MANDAL, RESIDING AT VILL - BABUIA, PO - SULTANPUR BAZAR,PS - MATH CHANDIPUR, EAST MEDINIPUR - 721659, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBNARAYAN MANDAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 04/02/2025.THAT DEBNARAYAN MONDAL AND DEBNARAYAN MANDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ৩১.০১.২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রের এফিডেভিট বলে আমি নূপুর সেন, ঠিকানা ৩৫, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা- ৭০০০১০, সকলের জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আমার পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা ও ওয়ারিশান। আমার পিতা হিমাংশু সেন ইংরাজী ১২.০১.২০২৫ তারিখে পরলোকগমন করেন ও আমার মাতা কৃষ্ণা সেন ইংরাজী ১৯.১১.২০১৭ তারিখে পরলোকগমন করেন। আমি ছাত্ত্ব আমার পিতা-মাতার আর কোন ওয়ারিশান নাই।

গাঁজা পাচার কান্ডে যুক্ত দুই মাস্টার মাইন্ড গ্রেফতার

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিপুল পরিমাণে গাঁজা পাচার কাণ্ডে পাঁচ অভিযুক্তের পর আরও দুই যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে কৃষ্ণেন্দু রায় ওরফে রানা ও গোবিন্দ দাস নামক ২ অভিযুক্তকে নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাদক পাচার আইনে মামলা রুজু করে কৃষ্ণনগর বিশেষ আদালতে পেশ করে, তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় তদন্তকারী আধিকারিক। পুলিশ জানায়, গাঁজা পাচার কাণ্ডে ধৃত ২ অভিযুক্তের বাড়ি যথাক্রমে নবদ্বীপ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পোড়াঘাট ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্মৃতিকন্ঠ বাচস্পতি রোড এলাকায়। উল্লেখ থাকে সোমবার ভোরে সোর্স মারফত খবর পেয়ে. জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন ফরেষ্টডাঙ্গা মোড় থেকে একটি গাঁজা বোঝাই গাড়ি সহ ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। অপরদিকে বিপুল পরিমাণে গাঁজা পাঁচার কাণ্ডে ধৃত ৫ অভিযুক্তদের আলাদা আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে দুই মাস্টার মাইন্ড বা ক্রেতার নাম জানতে পারে পুলিশ। এরপর শহরের দুটি জায়গায় একযোগে অভিযান চালিয়ে গাঁজা পাচারের দুই পান্ডাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ জুন জেলা পুলিশের সহযোগিতায় কলকাতা থেকে নবদ্বীপে আসা একটি গাঁজা ভর্তি গাড়িকে ধাওয়া করে শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডের গাবতলায় গাড়িটিকে আটকের পাশাপাশি চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে গাড়িতে তল্লাসি চালিয়ে বিপুল পরিমাণে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই ঘটনায় মূল মাস্টার মাইন্ড কৃষ্ণেন্দু রায় ওরফে রানাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অন্যদিকে বেশ কয়েক বছর আগে একটি বেসরকারি স্কুলের সামনে শহরের বাসিন্দা বরুন দাস নামক এক যুবককে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে খুন করার অভিযোগে গোবিন্দ দাস নামক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নাবালিকাকে শিলিগুড়িতে এনে পতিতালয়ে বিক্রি করার চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কাজের প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাকে শিলিগুড়িতে এনে পতিতালয়ে বিক্রি করার চেষ্টা। সুযোগ বুঝে এখান থেকে পালিয়ে ঠাঁই নেয় এনজেপি স্টেশনে। সেখানে থাকা স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের নজরে আসে সেই মেয়েটি। তাকে দলীয় দপ্তরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উন্মোচন হল সত্য ঘটনা। যুবতীটি জানিয়েছে, তার বাড়ি অরুণাচল প্রদেশে ফুলবাড়ীতে। সেখান থেকে তার এক পরিচিত তাকে শিলিগুড়ি নিয়ে আসে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে। তবে শিলিগুড়িতে এনে তাকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। যুবতী সেই বিষয়টি বুঝতে পেরে সেখান থেকে কোনক্রমে পালিয়ে এনজেপি স্টেশনে আসে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। সেখানেই অহেতুক ভাবে ঘোরাঘুরি করার সময় বিষয়টি নজরে আসে তৃণমূল কর্মীদের। তারাই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পুলিশকে ফোন করে। এনজেপি থানার পুলিশ গিয়ে. যুবতীটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।।

মোবাইলে কথা বলায় চ্যালা কাঠ দিয়ে মার মামার, মৃত্যু ভাগ্নির

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাগ্নি মোবাইলে কথা বলায় চ্যালা কাঠ দিয়ে মেরে ভাগ্নিকে চিরঘুমে পাঠালো মামা। মামার এই 'তালিবানি' শাসনে চাঞ্চল্য উত্তর দিনাজপুরে। মামার মারে গুরুতর জখম অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ছিল ওই নাবালিকা। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই ওই নাবালিকার মৃত্যু হল রায়গঞ্জ মেডিকেলে। এই ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরেই পুলিসের হাতে আটক অভিযুক্ত মামা। পুলিসের তরফে সরকারিভাবে এখনও এই বিষয়ে কিছু জানানো না হলেও পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকা। রবিবার সন্ধ্যায় ভাগ্নি কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল। আর তখনই তার মামা ফোনে কথা বলার প্রতিবাদ করে। ভাগ্নির মাথায় বেপরোয়াভাবে চ্যালাকাঠ দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। তাতে গুরুতর জখম হয় ভাগ্নি। রক্তাক্ত অবস্থায় ভাগ্নিকে প্রথমে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ওই রাতেই রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। সোমবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় ওই নাবালিকার। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস রায়গঞ্জ মেডিকেলে পৌঁছায়। হাসপাতাল চত্বর থেকেই অভিযুক্ত মামাকে আটক করে। ভাইয়ের হাতে মেয়ের মৃত্যুর পর কথা হারিয়েছে মা। হাসপাতালে মেয়ের দেহ আগলে বসে আছে শোকে পাথর হয়ে। নিজের অপরাধ কবুল করেছে অভিযুক্তও। ঘটনার তদন্তে পুলিস।

বিষ প্রয়োগ,তিস্তায় মাছের মৃত্যু মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ তিস্তা নদীতে বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকার, নদী জুড়ে মাছের মৃত্যু মিছিল। আবারো মানুষের লোভের শিকার তিস্তানদীর বোরোলি থেকে অন্যান্য মাছের বংশ, বিষাক্ত তেল দিয়ে মাছ শিকার, নদীবক্ষে মাছের মৃত্যু মিছিল। ঘটনাস্থল জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া জুবলী পার্ক সংলগ্ন সুকান্ত পল্লির দূর দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদীতে। মঙ্গলবার তিস্তার চরে চাষাবাদ করা মানুষের নজরে আসে বিষয়টি। বিষক্রিয়ায় তিস্তা নদীর জলে ভাসছে রাজ্যে জুড়ে সুনাম অর্জন করা তিস্তার বোরোলি থেকে অন্যান্য মাছের মৃত দেহ। তিস্তা নদীর উপর এক শ্রেনীর মাছ শিকারিদের লোভের কারণেই বার বার এমন নৃশংস ঘটনা ঘটে চলেছে।

বিশাখাপত্তনম থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো কোচবিহার জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের বড় সাফল্য কোচবিহার জেলা পুলিশের। মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ কোচবিহার পুলিশ সুপার

অফিসে সাইবার ক্রাইম ও ডিজিটাল ক্রাইম বিষয়ক একটি সাংবাদিক বৈঠক করলেন পুলিশ সুপার দুতিমান ভট্টাচার্য্য। তিনি জানান গত ৮ জানুয়ারি একটি ডিজিটাল এরেস্টের ঘটনা ঘটে বক্সিরহাট থানার মদনমোহন পাড়া এলাকায়। জানা যায় যে এক ব্যক্তিকে সিবিআই পরিচয় দিয়ে ৭২ ঘন্টা ফোনের সামনে বসে থাকতে বলে এবং পরবর্তীতে তার থেকে টাকা চাওয়া হয়। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ বিশাখাপত্তনম থেকে পিল্লা নানী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বড়সড় সাফল্য পেলো কোচবিহার জেলা পুলিশ, এই প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই সাইবার অপরাধীদের প্রতারণার এই ছক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করে চলেছি। এরই মধ্যে গত ৮ জানুয়ারি এই জেলার এক ব্যক্তি এই প্রতারকদের ফাঁদে পড়েছিলেন। অভিযোগ পাবার পর আমরা বিশখাপওনম থেকে এক অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পেরেছি।

প্রেমের প্রস্তাবে 'না', কিশোরীকে বিষ খাইয়ে খুন যুবকের

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় দশম শ্রেণীর কিশোরীকে পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে খুনের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, মৃত ছাত্রীর আরেক বান্ধবী ওই একই পানীয় খেয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তমলুক মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। চন্ডিপুরে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিস অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত যুবক আকাশ সামন্তকে তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করেছে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, মৃত কিশোরী চন্ডিপুরের একটি হাই স্কুলের পড়ুয়া। অভিযুক্ত যুবক আকাশ সামন্ত রাজমিস্ত্রির সহকারী শ্রমিক। বেশ কিছুদিন আগে কিশোরীর পাশের বাড়িতে কাজে গিয়েছিল যুবক। প্রেম করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ভালো ব্যবহার করতে থাকে এবং নানা রকম প্রলোভন দেখায় যুবক। সেখানে বারে বারে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। গত ১৮ জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর আমন্ত্রণ জানাতে কিশোরী ও তাঁর বান্ধবী মিলে পাশের স্কুলে গিয়েছিল। সেই সময় পথ আগলে ফের প্রেমে প্রস্তাব দেয় অভিযুক্ত যুবক। এরপর ওই যুবক নানা প্রলোভনে ঠান্ডা পানীয় খাওয়ায় বলে অভিযোগ। এরপর বাড়ি ফিরে দুই কিশোরী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে দুজনকেই তমলুক জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে চিকিৎসকেরা। ওখানেই দুজনকে ভর্তি করা হয়। এরপর রবিবার কিশোরীর মৃত্যু হয়। এখনো চিকিৎসা চলছে আর এক বন্ধুর। মৃত কিশোরীর বাবা যুবকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করে চন্ডিপুর থানায়। অভিযোগের মূলে গতকাল যুবককে গ্রেফতার করে পুলিস।

মদনের সমর্থনে শুভেন্দু নেমে পড়েছেন মাঠে

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সম্প্রতি তৃণমূলের অন্দরে টাকার খেলা চলেছে, বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন 'পদ'- এই কথা বলে খবরের শিরোনামে চলে এসেছেন মদন মিত্র। আর সেই সূত্র ধরেই মাঠে নেমে পড়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, মদন মিত্র একদম ঠিক কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, কাকদ্বীপের এক ঠিকাদার ২০২১ সালে আইপ্যাকের অ্যাকাউন্টে ১১ কোটি টাকা দিয়েছেন। আইপ্যাকের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়েছেন। আমার কাছে নথি রয়েছে।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত তৃণমূল যুবাকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি বলেন, ' তাড়িয়ে এগারো সালে যুবা তৃণমূল হয়। তারাই এই টাকা সংগ্রহ করে। সব জেলায় তিনজন-চারজন করে নাম রয়েছে। যারা যুবা তৃণমূলের। যেমন হুগলিতে শান্তনু, কুন্তল ছিল।'' তিনি বলেন, ' পর থেকে শুরু হয়েছে। আঠারোর পর থেকে প্রধান, অঞ্চল সভাপতির পদ-সহ সব বিক্রি হয়েছে।' আসলে মদন মিত্র শুভেন্দুর হাতে বল তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'দলের মধ্যে একটা ব্যাপক টাকার লেনদেন হচ্ছে। আমি মদন মিত্র একটা MLA ছিলাম, আমার কোনও ক্ষমতাই ছিল না। রাতারাতি আমি এখন ১০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছি। তা এখন আমার পদ চাই। তা আমি বললাম ভাই আমায় একটা মন্ত্রী করে দে। না ভাই, মন্ত্রী হতে গেলে, ভাল মন্ত্রী হতে গেলে ১০ কোটি লাগবে, আমি ১০ কোটি দিয়ে দিলাম। মন্ত্রী হল কী হল না পরের কথা। যদি হয়ে গেলাম তাহলে ১০ কোটি থেকে ২০ কোটি বানালাম, আর যদি না হলাম ১০ কোটি চলে গেল। এফআইআর করা যায় না। কারণ, এর মধ্যে এর কোনও ডকুমেন্টস নেই।' স্বাভাবিক কারণেই এই লোপ্পা বল পেয়ে বাউন্ডারী হাঁকাতে ব্যাট চালিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

ইলিশের চাহিদা থাকলেও দাম আকাশছোঁয়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ইলিশের চাহিদা আছে। কিন্তু দাম আকাশছোঁয়া। ফিরে যাচ্ছে ক্রেতারা। ইলিশের চাহিদা জলপাইগুড়ির বিভিন্ন মাছ বাজার গুলিতে বেড়েছে। বর্তমানে ইলিশের চাহিদা থাকলেও ইলিশের দাম আকাশছোঁয়া । প্রতি কেজি ইলিশ বাজারে ১২০০ থেকে ১৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে । যা অনেকটাই বেশি দাম বলে বলছেন ক্রেতারা। বর্তমানে বড় আকৃতির ইলিশ বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৩ থেকে ১৪০০ টাকা কেজি দরে। তবে বিক্রেতারা বলছেন ইলিশের দাম কিছুটা বেড়েছে। বর্তমানে এই সমস্ত ইলিশ গুলি ডায়মন্ড হারবার থেকে আসছে। এই কাঁচা ইলিশ গুলো নিজেদের দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জলপাইগুড়ির বাজারে আসছে। বিক্রি হচ্ছে চাহিদা অনেকটাই রয়েছে। কিন্তু কিছুটা হলেও দাম বেশি রয়েছে। তাই ক্রেতারা মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ক্রেতারা বলেন ইলিশের চাহিদা থাকলেও দাম অনেকটাই বেশি। বাধ্য হয়ে আমাদের অল্প কিনতে হচ্ছে। তবে জলপাইগুড়ির বাইরে থেকে আসা ইলিশের চাহিদা বাংলা দেশের ইলিশের থেকে নিজেদের জায়গায় ইলিশই মানুষ বেশি পছন্দ করছে।

বাঁদরের উপদ্রবে অতিষ্ট বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সাতসকালে বাঁদরের উপদ্রব জলপাইগুড়ি পাতকাটা কলোনী এলাকায়। চরম সমস্যায় বাসিন্দারা। এইধরনের ঘটনা নিত্যদিনের বলে অভিযোগ। সাতসকাল পাতকাটা কলোনি এলাকায় ঘরে ঢুকে বিস্কুটের কৌটা নিয়ে ব্রেকফাস্টে বাঁদরের দল। সরস্বতী পুজো শেষ হতেই পুজোর মন্ডপে হামলা বাঁদরের দলের, সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট করে খাওয়া দাওয়া তে ব্যস্ত বাঁদর বাহিনীর। আর এতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বাসিন্দারা। বনদপ্তরের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন সকলেই। বাসিন্দারা পড়েছে চরম সমস্যায়! সাত সকালে বাঁদরের উৎপাত। ঘরে ঢুকে বাঁদর যা পায় তাই খায়। বাসিন্দাদের মনে বাড়ছে ভীষণ ক্ষোভ। বাঁদরের উৎপাতে ঘরবাড়ি লন্ড ভন্ড বাসিন্দাদের। বাঁদরের উপদ্রবে ঘুম নেই।

জন্ম নিল দুটি হরিণ ছানা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বারদুয়ারি ডিয়ার পার্কে জন্ম নিল দুটি হরিণ ছানা। বর্তমানে এই ড়িয়ার পার্কে হরিণের সংখ্যা বেড়ে হল ৩০। গত সপ্তাহের শেষে এই দুটি হরিণ ছানা পার্কে জন্ম নিয়েছে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর। ভালো রয়েছে দুই মা হরিণও। নতুন অতিথিদের আগমনে উদ্দীপনা তৈরী হয়েছে ব্লক আধিকারিক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। হরিণ শাবক দুটির প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে বলে ব্লক সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তাপস পাল জানালেন নিয়মিত ওদের পশু চিকিৎসকদের দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

বাতিল বিজ্ঞপ্তি

সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ায় ০৩(তিন)টি ফাউন্টেন সরবরাহ, স্থাপন এবং চালু করার জন্য ওপেন ই-টেন্ডারের জন্য চিফ ওয়ার্কস্ ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক পূর্বে অনলাইনে প্রকাশিত **ই-টেন্ডার নং.ঃ ইএনজিজি-ফাউন্টেন-২৪-২৫-এলএলএইচ, বন্ধের তারিখঃ ১৪.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা,** এখন এতদ্বারা **বাতিল** করা হল। ওয়েবসাইট যেখানে সংশোধনী-১ সহ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in.**

MISC-324/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.ঃ ইএনজিজি-ফাউন্টেন-২৪-২৫-এলএলএইচ-আর, তারিখঃ ০৩.০২.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস্ ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সরকারী বিভাগ/সরকার অধীনস্থ সংস্থার যথাযথ তালিকাভুক্ত এবং রেলওয়ের নামী অনুমোদিত এবং যোগ্য কন্ট্রাক্টদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ায় ০৩(তিন)টি ফাউন্টেন সরবরাহ, স্থাপন এবং চালু করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১০,০২,০০০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। সংশোধনী (যদি থাকে) সহ টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

MISC-325/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৪১, তারিখ ০৩.০২. ২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/ খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার আগে জমা করতে হবে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিশনের মেন হসপিটালে ২৬ জন ব্যক্তি বহন ক্ষমতাসম্পন্ন জি+৩ ফ্লোর ট্র্যাভেল একটি হসপিটাল বেড লিফ্টের তিন বছরের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,০০,৬৮০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/ই.এম. ডি. ঃ** ৩৬,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ৩৬ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ২১.০২.২০২৫-এ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ২১.০২.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1098)**

Office of the Chharra Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia -II Development Block
PO: Chharra PS: Purulia (M) Dist. Purulia
NOTICE INVITING -TENDER
No. 12/2024-25/CDGP dated 04/02/2025

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund.i) Date of Sale of tender document **04/02/2025 to 11/02/2025**. ii) Last date of submission of tender documents: on or before **11/02/2025 upto 04.00 PM**. iii) Date of opening of technical bid on **13/02/2025** (**at 4.00 PM** onwards) iv) Detail information will be available from the website **https://wblanders.gov.in**.For further detalls please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

Office of the Beldubi Gram Panchayat
Beldubi, Panchla, Howrah
Notice Inviting Tender No. BGP/013/2025, Dated:- 04/02/2025

The Prodhan, Beldubi Gram Panchayat invites sealed tender form enlisted contractors for the work of: Supply of 02 (Two) nos. E-rickshaw for SLWM unit at Jalakandua SWM Project site. Last date of receiving tender from: **11.02.2025 up to 3:00 P.M.** Date of opening of technical Bid: **13.02.2025 at 3:00 P.M**. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Beldubi Gram Panchayat

TYROON TEA CO. LTD.
CIN: L15421WB1890PLC000612
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House,
Kolkata - 700-001,WB, India,
Tel: 033-22483236/6071,
Email: info@tyroontea.com
Website: www.tyroontea.com
NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 14th day of February, 2025 at its registered office at 3.30 P.M to consider inter alia unaudited Financial Results for the Quarter and Nine month ended 31st December, 2024.

The said information is also available on the company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com.

Tyroon Tea Co. Ltd.
Sd/- (K.C.Mishra)
Company Secretary & CFO
Place : Kolkata
Date: 04.02.2025
eCSIN-EA013288A000046618

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল প্রসেনজিত গরাই ২৯।০৮।২০২৪ বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর ১০৫৩৪৭ / ২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে আল্পনা পাল উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার রাজীব দে এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ১০৪৫৭৩ / ২০২৪ নং আমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, দেমুরারী গোপীনাথপুর মৌজায় (জে.এল-২০৫) ৫৮৪ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ২৩৫৬ নং দাগে ০.০৩৩৫ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
এনরোল. নং.- F/423/652/2017

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল উমা কাপড়ী স্বামী জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া ২০।১২।২০২৪ তারিখে কোলকাতার A.R.A-II OFFICE এর ১৫১৮৯ / ২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে (১) রঞ্জিত কুমার রানা, (২) অসিত রানা, (৩) বেলারানী রানা (৪) সুনীল কুমার রানা, (৫) প্রকাশ রানা (৬) উজ্জ্বল রানা (৭) ঝর্না রানা সকলের নিবাস জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার সোমনাথ কাপড়ী এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ১০৫৬৮১ / ২০২৪ নং আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, বিকনা মৌজায় (জে.এল নং-২৩৫) ৭২৩, ৭২২,৭২০ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৮৪৭,৮৫২ নং দাগে ২৭ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
এনরোল. নং.- F/423/652/2017

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

জানাতে চাই যে, আমরা, মেসার্স আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেড, যার সেবি নিবন্ধন নং INZ000183631 এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সদস্য কোড-০৭৭৩০), বিএসই লিমিটেড (সদস্য কোড-১০৩), মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সদস্য আইডি-৫৬২৫০) এর সদস্য, যার কর্পোরেট অফিস বিল্ডিং নং ৩, প্লট নং জেন-২ / ১ ডি, জেন-২ / ১ ই এবং জেন-২ / ১ এফ, MIDC TTC ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, মাইন্ডস্পেস জুইনগর, বনসারি, শিরাভনে তুর্বে MIDC নভি মুম্বাই ৪০০৭০৬-এ অবস্থিত, নিম্নলিখিত অনুমোদিত ব্যক্তিদের (এপি) সমাপ্ত অধিভুক্তিমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি-

এপি-র নাম	ট্রেড-র নাম	ঠিকানা	এপি রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং তারিখ
বিশ্বজিৎ মন্ডল	মন্ডল বিনিয়োগ	৫০ কার্তিক চন্দ্রমন্ডল, বিবেকানন্দ পল্লী,কোটালপুর, বাঁকুড়া,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত,৭২২১৪১	NSE-CASH-AP 034606441 তারিখ-৩০-মার্চ-২০১৯ NSE F0-APF040106441 তারিখ-০২-সেপ্টেম্বর-২০০৫ BSE-AP0101030198312 তারিখ-৩১-মার্চ-২০১৯ MCX-150821 ২৪-জানুয়ারী-২০২২

উপরোক্ত এপি-র সাথে লেনদেনকারী বিনিয়োগকারীদের এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এপি এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নিবন্ধন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে। কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগকারীদের এই নোটিশ জারি করার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে মেসার্স আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করুন- isecompliance@icicisecurities.com Afahelpdesk@icicisecurities.com

আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ লিমিটেডের পরিচালকের আদেশক্রমে
টি কে শ্রীরাং

Mongaldihi Gram Panchayet.
Raghaipur, Mongaldihi, Birbhum
e-NIT No.-10/MGP/25 Dated-31/01/2025
e-NIT No.-11/MGP/25 Dated-31/01/2025
e-NIT No.-12/MGP/25 Dated-31/01/2025
e-NIT No.-13/MGP/25 Dated-31/01/2025
e-NIT No.-14/MGP/25 Dated-31/01/2025
NIT No.-15/MGP/25 Dated-31/01/2025
NIT No.-16/MGP/25 Dated-31/01/2025

All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from **www.wbetnder.gov.in** and Mongaldihi Gram panchayet Office.

Prodhan
Mongaldihi Gram Panchayat

চৌতাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং-৬৩ এ.ঋ তাং-২৭।০৩।১৯৬৪
গ্রাম- নারায়নপুর পো. তারকেশ্বর ব্লক ধনিয়াখালী জেলা-হুগলী

চৌতাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের খসরা ভোটার তালিকা **৭ ফেব্রুয়ারী** ২০২৫ সমিতির কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইবে। আপত্তি জানানোর তারিখ **১০-০২-২০২৫ ও ১১-০২-২০২৫,** শুনানীর তারিখ **১২-০২-২০২৫ দুপুর ১ টা হইতে বিকেল ৩ টা।** **১৩-০২-২০২৫** তারিখে চূড়ান্ত ভোটার ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইবে । বিশদ ভাবে জানতে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

চঞ্চল রায় ও সুব্রত অধিকারী
এ.আরও
চৌতাড়া এস. কে. ইউ. এস. লিঃ
নারায়নপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

JANGIPUR MUNICIPALITY

P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/BMS/NIeT1/24-25(1stCall), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 06 Nos Construction of Drain in ward no – 04 to 09 within Jangipur Municipality, Tender ID: 2025_MAD_810234_1 to 6, Publish Date: 05/02/2025 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 05/02/2025 at at 12:00 IST and Bid Submission Closing date(Online): 25/02/2025 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Jangipur Municipality

NIT No. :06/MGP/E-Tender/NIT 06/2024-25 Dated-04-02-2025 E-TenderID:- 2025_ZPHD_808000_1 Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the House of Perijuddin Molla at Mouja Kusumtalasansad no XII, UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID: 2025_ZPHD_808000_2** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the House of Srimanta Hati at Mouja Kusumtala Sansad no X.UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_808000_3** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the House of Gopal Guchhait at Mouja Kusumtala Sansad no IX UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_808000_4** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the Bahiripara Bishalaxmi Mandir at Mouja Bagdanga Sansad no VII. UNDER MOUSHUNI GP. 15th FC. **E-TenderID:- 2025_ZPHD_808000_5** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose with platform near the House of Anisur Sha at Mouja Baliara Sansad no XVI UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:-2025_ZPHD_808000_6** Sinking of New Tubewell for Drinking Water Purpose Near the GP Office at MoujaBagdanga UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **NIT No. :07/MGP/E-Tender/NIT 07/2024-25 Dated-04-02-2025 E-TenderID:-2025_ZPHD_808008_1** Construction of CC Road Near the house of Bhusan Smriti FP School to Arabinda Jana at Mouja Baliara Sansad no XV.UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **E-TenderID:-2025_ZPHD_808008_2** Construction of CC Road Near the house of 9 no sowal to Rohit Mhammad at Mouja Baliara Sansad no XIII UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. Last date of online bid submission is **10-02-2025 Up to 11AM.** Details on **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Pgs

মারদা কমার্শিয়াল এন্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি অফিসঃ ১১, ক্রুকড লেন, প্রথম তলা, রুম নং ৭
থানা- হেয়ার স্ট্রিট কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিসঃ ৮১, ফাংশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট,
পটপরগঞ্জ, দিল্লি -১১০০৯২
CIN:L65929W131990PLC048280
ওয়েবসাইটঃ **www.mchl.co.in** ইমেল- **info@mchl.co.in**

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য অনুমোদিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(শেয়ারের তথ্য বাদে লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	বর্তমান ৩মাস ৩১.১২.২০২৪ তারিখে শেষ হয়েছে (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যান ০১.০৪.২০২৪ থেকে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১.৫৪	৬২.২৬	১৬৯.৯১	৪০৭.৭৭
২.	(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(২০.৭৭)	২৫.৪৭	৮৪.৩৩	২৪৭.৬১
৩.	(করের আগে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(২০.৭৭)	২৫.৪৭	৮৪.৩৩	২৪৭.৬১
৪.	(করের পরে) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২৫.৪৭)	২৫.৪৭	৬৪.৬৫	২৬১.১৩
৫.	(করের পরে) সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [(করের পরে) সময়ের জন্য লাভ /(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(২৫.৪৭)	২৫.৪৭	৬৪.৬৫	৬৭২.২৯
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	৪,৪৮৩.৬১
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি মুখমূল্য ১০ /-টাকা, ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়) (ক) মূল (টাকা) (খ) মিশ্র (টাকা)	(০.২৫) (০.২৫)	০.২৫ ০.২৫	০.৬৫ ০.৬৫	২.৬১ ২.৬১

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরে উল্লিখিত তথ্যটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট 'www.cse-india.com' এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mchl.co.in-এ পাওয়া যাবে।

মারদা কর্মাসিয়াল এণ্ড হোল্ডিং লিমিটেডের পক্ষে,
দৌলত রাম আগরওয়াল
স্বা /-
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 00586956

স্থানঃ নিউদিল্লি
তারিখঃ ০৪।০২।২০২৫

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২/ ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ **www.hmcgov.in**
কাগজ প্রকাশনার জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী (শ্মশান), এইচএমসি এইচএমসির অধীনে ৩ (তিন)টি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স এবং হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।
দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শুরুর তারিখঃ **০১.০২.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা** থেকে।
দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ **১৪.০২.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত**।
অনুগ্রহ করে এখানে যানঃ **https://wbtenders.gov.in**।

১৬৩ (২) /২৪-২৫
৪।২।২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/811
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Chetla Road Bustee and Other Bustee areas in Ward No.-82**. Estimated Amount : **Rs. 2,47,203.56**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/821
Name of work : **Renovation of street lighting system at Joyuddin Mistri Lane, Pitambar Ghatak Lane and other places in Ward No.-82**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,664.27**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/822
Name of work : **Repairing of street lighting system at Dwarkinath Bose Lane, Alipore Road and other places in Ward No.-82**. Estimated Amount : **Rs. 4,99,016.76**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date and time of completion of bid: **13.02.2025** up to **2 p.m**. (for sl. no. 1 to 3). Tender (Technical) opening date: **13.02.2025** at **4 p.m**. (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **04.02.2025** from **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-IV/Br-X, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/329/24-25
Name of work : **Repairing of street lighting arrangement at SSD Camp, Port Colony, C.D Block (New Alipore) areas in Ward No.-81, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,990.20**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/345/24-25
Name of work : **Repairing works of street lighting arrangement at Pallisree, Suryanagar and other areas in Ward No.-98, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,476.11**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/344/24-25
Name of work : **Repairing of St. Ltg. System at 58 Plot, 357 P.A. Shah Road and surrounding areas in Ward No. 93, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 1,99,830.52**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

4. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/346/24-25
Name of work : **Repairing and other works of street lighting arrangement at Bijoygarh, Khanpur and other areas in Ward No. 98, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,840.72**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

5. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/343/24-25
Name of work : **Repairing of St. Ltg. System at Viveknagar, Selimpore and surrounding areas in Ward No. 92, Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 1,99,769.92**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of completion of bid: **11.02.2025** up to **10 a.m**. (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **04.02.2025** from **12 noon** (for sl. no. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 5).

The **E. E. (E)/Electricity, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-151/24-25 (1st call)
Name of work : **Day to day operation and maintenance of 40 KVA, 3Ph DG Set at HUDCO Building under KMC**. Estimate Amount: **Open**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of Completion: **365 Days**.

2. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-150/24-25 (1st call)
Name of work : **Supply, installation and shifting of Air Conditioning System at the office of Electricity Department at HUDCO Building 8th floor under KMC**. Estimate Amount: **Rs. 2,27,881.25**. Earnest Money: **Rs. 4,600.00**. Period of Completion: **10 Days**.

3. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-149/24-25 (1st call)
Name of work : **Operation and maintenance of electrical installation, fittings, fixtures of S. S. Hogg Market New Complex Ph-II under KMC**. Estimate Amount: **Rs. 4,67,280.25**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **365 Days**.

4. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-148/24-25 (1st call)
Name of work : **Electrical operation and maintenance of HUDCO Building/KMC**. Estimate Amount: **Open**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **365 Days**.

5. NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-147/24-25 (1st call)
Name of work : **Day to day operation and maintenance of different section of planning and Development Department (PD Department) under KMC**. Estimate Amount: **Open**. Earnest Money: **Rs. 6,700.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.02.2025** up to **4 p.m**. (for sl. no. 1 to 5).

6. NIT No. : KMC/Ely/Estm-157/24-25
Name of work : **Supply and installation of 01 (one) no water cooler cum purifier machine and shifting of old water cooler machine with allied electrical works at Dhapa Dog Pound under KMC**. Estimate Amount: **Rs. 1,32,952.00**. Earnest Money: **Rs. 2,700.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **15.02.2025 - 4 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **04.02.2025** (for sl. no. 1 to 5) and **05.02.2025** - **4 p.m.** (for sl. no. 6). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 6).

1337/24-25

দলের হয়ে একটিও ওয়ান ডে খেলননি, সেই বরুণকেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে নেওয়ার দাবি অশ্বিনের

চেন্নাই, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ একদিনের ক্রিকেটে জাতীয় দলের হয়ে একটিও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। অথচ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দল বাছাইয়ে সেই বরুণ চক্রবর্তীর হয়েই গলা ফাটালেন আর অশ্বিন। ওয়ান ডে না খেললেও টি-২০ ক্রিকেটে নিজের জায়গা পোক্ত করেছেন বরুণ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজের ৫ ম্যাচে নিয়েছেন ১৪ উইকেট। টুর্নামেন্ট-সেরার খেতাবও জুটেছে। আদতে লেগ স্পিনার। যদিও 'রহস্য বোলার' হিসেবে ক্রিকেট দুনিয়ার সমীহ আদায় করেছেন বরুণ। ইতিমধ্যে অজিত আগরকরের নেতৃত্বে বিসিসিআই নির্বাচকমণ্ডলী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য 'প্রভিশনাল লিস্ট' প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই তালিকা চূড়ান্ত নয়। চলতি মাসের ১১ তারিখ বাছাই করা ক্রিকেটারদের অন্তিম নাম আইসিসির কাছে পাঠাতে হবে। ইতিমধ্যে প্রভিশনাল লিস্ট, যা পরিবর্তন সাপেক্ষ, সেখানে চারজন স্পিনারকে রেখেছে ভারত। বরুণ আসা মানে আরও এক স্পিনার বেড়ে গিয়ে সিমারের সংখ্যা কমে যাওয়া। সেই ঝুঁকি নিতে কি রাজি হবেন গৌতম গম্ভীর, রোহিত শর্মারা? এখানেই প্রশ্ন

তুলেছেন অশ্বিন। তিনি বলেছেন, ''এই তালিকায় বরুণকে আনা মানে একজন পেসারকে বাদ দেওয়া। সেটা হলে কাকে সরাতে চাইবেন নির্বাচকরা? এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'' যদিও প্রশ্ন সত্ত্বেও আশার আলো দেখছেন দেশের প্রাক্তন অফ স্পিনার। ''আমার মনে হয় বরুণের ডাক পাওয়ার ভাল সম্ভাবনা আছে। ও হয়তো জায়গা পাকা করে ফেলতে পারে। প্রভিশনাল লিস্ট বদল হয়। ফলে কারও জায়গায় ওকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেবে বোর্ড।'' আশাবাদী অশ্বিন। কিন্তু ওয়ান ডে ক্রিকেটে যিনি একটিও ম্যাচ খেলেননি, তাঁকে আইসিসির এমন হেভিওয়েট টুর্নামেন্টে সরাসরি নামানোর সাহস দেখাবেন নির্বাচকেরা? প্রশ্নের উত্তরে অশ্বিন জানান, হয়তো সেক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মহড়া হিসেবে ঘরের মাঠে আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজে দেখা দেবেন বরুণ। একেবারে আনকোরা একজনকে আইসিসির মেগা ইভেন্টে খেলানোর জন্য যথেষ্ট সাহস দরকার। যেটা বোর্ড দেখাতে পারবে কি না সন্দেহ। ফলে ইংল্যান্ড সিরিজ, যেখানে এখনও পর্যন্ত বরুণের নাম নেই, সেখানেই ওয়ান ডে-তে অভিষেক হতে পারে তাঁর। এরপর পারফরম্যান্স ভাল হলে মিলতে পারে দুবাই উড়ে যাওয়ার টিকিট। মত অশ্বিনের।

একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের পথে রোহিত-বিরাট!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেট দলের দুই মহারথী হলেন বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা। এই দুই ক্রিকেটারের জন্যই আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে, এই টুর্নামেন্টই ভারতের এই দুই ক্রিকেটারের ওয়ানডে ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে। গত কয়েকমাস ধরেই ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির

তারিখ নিয়ে শুরু জল্পনা

অবসর নিয়ে আলোচনা চলছে। আর সেকারণেই আপাতত এই জল্পনা শুরু হয়েছে। ১২ বছর পর যদি আবারও ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেতাব জিততে হয়, তাহলে এই দুই ক্রিকেটারকে অবশ্যই রান করতে হবে। ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে রোহিত এবং বিরাটের অবসর নিয়ে ইতিমধ্যে গুঞ্জন উঠতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে, আইসিসি-র এই ৫০ ওভারের মেগা ইভেন্টই এই ২ ক্রিকেটারের কেরিয়ারে শেষ টুর্নামেন্ট হতে চলেছে। এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই অনুমান করছেন, টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের পর ওয়ানডে ক্রিকেট থেকেও কোহলি এবং রোহিতের রিটায়ারমেন্ট আসন্ন হয়ে গিয়েছে। ২০২৩ সালে আয়োজিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর

থেকে রোহিত এবং বিরাটকে আর খুব বেশি একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে দেখা যায়নি। সেকারণেও এই গুঞ্জন উঠতে শুরু করেছে। একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর থেকে ভারতের এই দুই ব্যাটার তিনটে ওয়ানডে খেলেছেন। গত বছর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতেই বিরাট-রোহিত তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলেছিলেন। এই সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা সর্বাধিক ১৫৭ রান করেছিলেন। যদি বিরাটের কথা বলতে হয়, তাহলে এই সিরিজে তিনি মাত্র ৫৮ রানই করেছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ভারত ২০২৭ সালে ফের একদিনের ক্রিকেটে সবথেকে বড় টুর্নামেন্ট খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট শুরু হতে এখনও অনেকটাই সময় বাকি রয়েছে। ততদিনে অবশ্য রোহিত শর্মা ৪০ বছর বয়সে পা রাখবেন। আর বিরাট কোহলি ৩৯ বছর বয়সে। বয়সের কথা মাথায় রেখে নির্বাচকরা কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেটাই আপাতত দেখার।

পাঞ্জাব ম্যাচে জোসে মোলিনার বিশেষ পরিকল্পনায় স্থান স্প্যানিশ ফুটবলারের

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ২০২৪-২৫ মরসুমে লিগ শিল্ড জয়ের শেষ মুহূর্তে পৌঁছেও আসন্ন ম্যাচগুলি নিয়ে সতর্ক মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কোচ জোসে মোলিনা যে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন, তা বোঝা যায় তার সাম্প্রতিক মন্তব্যে। যদিও মহামেডান স্পোর্টিংকে একতরফা হারানোর পর দলের রক্ষণ এবং মাঝমাঠের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছিল। তবে, এখন অবস্থা অনেকটা স্বস্তির। আলবার্তো রদ্রিগেজের চোটের অবস্থা নিয়ে কিছু দিন আগে যে শঙ্কা ছিল, তা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। এমনকি দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গেও অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে তাকে। ফলত এই স্প্যানিশ ফুটবলার পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে ফিরলে, বাগানের পরিকল্পনা আরও শক্তিশালী হবে। যার ফলে আসন্ন ম্যাচে পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে তাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাবে। পঞ্জাব এফসি বর্তমানে ১৭ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে আইএসএলের পয়েন্ট তালিকায় নয় নম্বরে অবস্থান করছে। গত ম্যাচে তারা বেঙ্গালুরু এফসিকে পরাজিত করেছে লুকা মায়েসেনরের শেষ মুহূর্তের গোলে। এই জয় তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। তাই সবুজ-মেরুন শিবিরের হেড স্যার কোচ জোসে মোলিনা পঞ্জাবের বিপক্ষে প্রতিপক্ষকে কোনোভাবেই অবহেলা করতে চান না। তিনি জানিয়েছেন, তার দলের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, যেখানে প্রতিপক্ষের শক্তি কম

নয়। তাই, মোহনবাগানকে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে। বাগান কোচ অনুশীলন পর্বে শারীরিক কসরত, আক্রমণ এবং রক্ষণের পাশাপাশি দলের সঙ্গঠনেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দল আক্রমণ এবং রক্ষণভাগে শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইছে, বিশেষ করে সেই জায়গাগুলোতে যেখানে ইতিমধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে। মহামেডানের বিপক্ষে আলবার্তো না থাকার পর, সেন্টার ব্যাক হিসেবে দীপেন্দু বিশ্বাস নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি আক্রমণাত্মক ফুটবলে অবদান রেখেছেন। পঞ্জাব এফসির বিপক্ষে ম্যাচে, টম আলড্রেডের পাশে খেলবেন দীপেন্দু বিশ্বাস। এছাড়া বাকি দু'জন সেন্টার ব্যাক হিসেবে খেলবেন আশিস রাই ও শুভাশিস বোস। বিকল্প হিসেবে আলবার্তো না খেললে দীপেন্দু ও শুভাশিস সেন্টার ব্যাক হিসেবে খেলবেন, আর আশিস রাই ও আশিক কুরুনিয়ন দুই সাইড ব্যাক হিসেবে মাঠে থাকবেন। মাঝমাঠের পরিস্থিতি নিয়েও কোচ কিছুটা চিন্তিত। আপুইয়ার অনুপস্থিতিতে, সাহাল আবদুল সামাদ, দীপক টাংরি এবং অভিষেক সূর্যবংশীকে নিয়ে মোলিনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। সাহালের অনুপস্থিতি বাগানের জন্যও এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে দলের হেড স্যার কিছুটা আশাবাদী যে তার বিকল্পরা ম্যাচে ভালো করতে পারবেন। তবে, দলে কিছু চোট-আঘাতের জন্য পরিকল্পনাও তৈরি রাখছেন কোচ, যেন যদি কোনো পরিবর্তন দরকার হয়, তবে তা করতে পারেন। এখনও পর্যন্ত মোহনবাগান ১৭ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। আগামী ম্যাচে, পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ড্র করলেই তারা প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করবে। তবে, এই ম্যাচটি বাগান শিবিরের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদি তারা জয়ী হয়, তাহলে তাদের পয়েন্ট হয়ে যাবে ৪৬। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টদের এই মরসুমে সাফল্য অর্জন করতে হলে রক্ষণ এবং মাঝমাঠের শক্তিশালী কৌশল অপরিহার্য। মোলিনার কোচিংয়ে প্রতিটি ম্যাচেই কঠিন চ্যালেঞ্জ থাকবে। কিন্তু তার দল যদি প্রত্যেকটি খেলায় তার কৌশল অনুসরণ করতে পারে, তবে মোহনবাগান আবারও শিরোপা জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

সঞ্জীব ক্রমশই স্পোর্টস 'জায়ান্ট' হয়ে উঠছেন, এবার ম্যানচেষ্টার ওরিজিনালস

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার নেতৃত্বাধীন আরপিএসজি গ্রুপ এবার ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টের দল ম্যানচেস্টার ওরিজিনালস অধিগ্রহণ করল। ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আরপিএসজি গ্রুপ, যারা আইপিএলের লখনউ সুপার জায়ান্টসের মালিক, আজকের নিলামে ম্যানচেস্টার ওরিজিনালসের একটি অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণ করেছে। ই-নিলামের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া এই চুক্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল একাধিক প্রতিষ্ঠান। একটি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি ও এক প্রযুক্তি সংস্থা দলটির মালিকানা পাওয়ার দৌড়ে ছিল। যদিও চূড়ান্ত মূল্য প্রকাশ করা হয়নি, তবে অনুমান করা হচ্ছে এটি প্রায় ১০৭ মিলিয়ন পাউন্ড বা প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। এই চুক্তির মাধ্যমে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রতিষ্ঠান ম্যানচেস্টার ওরিজিনালসের ৪৯ শতাংশ মালিকানা অধিগ্রহণ করল। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ইতিমধ্যেই আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টস ও দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ-২০ লিগে ডারবান সুপার জায়ান্টস দলের মালিক। এছাড়া তিনি ভারতের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস-এরও মালিক। জানা গেছে, গোয়েঙ্কা লন্ডন স্পিরিট ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা নিতে আগ্রহী ছিলেন, তবে সেটি ১৯৫ মিলিয়ন পাউন্ডে এক মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থার কনসোর্টিয়ামের হাতে চলে যায়। এখন পর্যন্ত দ্য হান্ড্রেডের পাঁচটি দল-ওভাল ইনভিনসিবলস, ওয়েলশ ফায়ার, লন্ডন স্পিরিট, বার্মিংহাম ফিনিক্স ও ম্যানচেস্টার ওরিজিনালস-বিক্রি হয়ে গেছে, যার মধ্যে দুটি দলের মালিকানা গেছে আইপিএল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে। সম্প্রতি মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ ওভাল ইনভিনসিবলসের মালিকানা কিনেছে। এদিকে, এখনো তিনটি দল-ট্রেন্ট রকেটস, নর্দার্ন সুপারচার্জার্স ও সাউদার্ন ব্রেভ-বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাদের মধ্যে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক হতে পারে, অন্যদিকে দিল্লি ক্যাপিটালস হ্যাম্পশায়ার কাউন্টির অধিগ্রহণের পর সাউদার্ন ব্রেভ দলে বিনিয়োগ করতে পারে। বলা হচ্ছে, ২০২৬ সাল থেকে নতুন মালিকরা এই দলগুলোর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে।

বাসচালকের পরামর্শে উইকেট 'কিং কোহলি'র, ফাঁস হিমাংশু-মন্ত্র

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একাধিকবার অফ স্টাম্পের বাইরের বলে আউট হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সাধারণত বোলারদের কাছে ওটাই 'কিং কোহলি'কে আউট করার 'ইউএসপি'। এমন পরিস্থিতিতে রঞ্জি ট্রফিতে কোহলিকে আউট করার জন্য এমনই এক

ধরনের বল করার পরামর্শ পেয়েছিলেন রেলওয়েজের পেস বোলার হিমাংশু সাঙ্গওয়ান। যা তাকে দিয়েছিলেন একজন বাসচালক। রঞ্জি ম্যাচে মাত্র ১৫ বল খেলে আউট হয়ে যান কোহলি। হিমাংশুর বলটি অফ স্টাম্পের বাইরে চলে গেলে কোহলির উইকেট তুলে নেন তিনি। এরপর থেকেই শুরু হয় হিমাংশুর প্রশংসা। তিনি জানিয়েছেন, কোহলিকে আউট করার জন্য পরামর্শটি তিনি পেয়েছিলেন এক বাসচালকের থেকে। হিমাংশু বলেন, ''আমি রেলওয়েজ দলের প্রধান পেসার। সবাই বলছিল আমি কোহলির উইকেট নেব। আমরা যখন বাসে হোটেল থেকে মাঠে যাচ্ছিলাম, বাসচালক আমাকে বলেছিলেন কোহলিকে চতুর্থ বা পঞ্চম স্টাম্পে বল করতে। আমি নিজের শক্তি অনুযায়ী বল করেছি এবং আমার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখেই উইকেট পেয়েছি।'' হিমাংশু জানান প্রথমে তারা জানতেন না যে ম্যাচটি লাইভ দেখানো হবে। তিনি বলেন, ''ম্যাচের আগে আমরা জানতাম যে বিরাট কোহলি এবং ঋষভ পন্থ দিল্লির হয়ে খেলবে। তবে আমরা জানতাম না যে ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। পরে জানতে পারি পন্থ খেলবেন না কিন্তু কোহলি খেলবেন এবং ম্যাচটি সরাসরি দেখানো হবে।'' হিমাংশু সাঙ্গওয়ান আরও বলেন, কোহলিকে আউট করার পর থেকেই তিনি ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেন। তিনি এক সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারে বলেন, ''যে বলটি কোহলি চার মারলেন সেটা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল। পরের বলটা আমি ব্যাকস্পিন করেছিলাম যা মহম্মদ শামিকে আমি করতে দেখেছিলাম। আমি সেটাই করার চেষ্টা করেছিলাম। দেখবেন বলটা মাটিতে পড়ার পর সোজা চলছিল কিন্তু ব্যাটের কাছে পৌঁছানোর পর তা ভিতরের দিকে ঢুকে পড়ে এবং ব্যাট ও পায়ের মাঝ দিয়ে গিয়ে কোহলির উইকেট ভেঙে দেয়।'' পাশাপাশি হিমাংশু সাঙ্গওয়ান সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে খেলতে গিয়ে বিরাট কোহলির উইকেট নিয়ে ব্যাপক আলোচনায় আসেন। এই ঘটনা তাকে নতুন করে পরিচিতি এনে দিয়েছে। বিশেষত তার পরামর্শদাতার সেই বাসচালকের কথা এবং নিজের খেলার কৌশল নিয়ে।

সুযোগ নষ্টের খেসারত! ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশ বেনালি

কটক, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ জানুয়ারির শুরু থেকেই যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্স করে আসছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। প্রথম কয়েকটি ম্যাচে জয়ের দেখা না মিললেও দুর্বল হায়দরাবাদ এফসিকে বিরাট বড় ব্যবধানে পরাজিত করে ছন্দে ফিরে এসেছিল পাহাড়ের এই ফুটবল ক্লাব। ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে সেই ধারা বজায় রাখাই প্রধান লক্ষ্য ছিল নেস্টর আলবিয়াচদের। সেইমতো নিজেদের একাদশ সাজিয়েছিলেন স্প্যানিশ কোচ জুয়ান পেদ্রো বেনালি। জগন্নাথের রাজ্যে ওড়িশা এফসিকে পরাজিত করা যে খুব একটা সহজ হবে না সেটা ভাল মতই জানতে সকলে। তাই সব দিক মাথায় রেখেই খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করেছিলেন নর্থইস্ট কোচ। বলাবাহুল্য, দিয়াগো মাউরিসিওদের হোম ম্যাচ থাকায়

কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন দলের ফুটবলাররা। যার প্রভাব দেখা গিয়েছিল ম্যাচের শুরুর দিকে প্রথম কোয়ার্টারের মধ্যেই গোলের পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিলেন জেরি থেকে শুরু করে রাহুল কেপির মতো ফুটবলাররা। কিন্তু সঠিক সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন নর্থইস্ট গোলরক্ষক গুরমিত সিং। তবে সময় এগোনোর সাথে সাথেই ম্যাচের দখল নিতে শুরু করে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। বিশেষ করে কর্নার থেকে ভাসানো বল গোলে রাখার পরিকল্পনা থাকলেও আহমেদ জাহুর সক্রিয়তা রক্ষা পায় ওড়িশা। তারপর প্রথমার্ধের শেষের দিকে গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন নেস্টর আলবিয়াচ। কিন্তু কাজের কাজ করতে পারেননি। তিনি শট রাখলেও অল্পের জন্য গোল পোস্টের গাঁ ঘেঁষে বেড়িয়ে যায় সেই বল। এমনকি প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে ফের গোলের সুযোগ পায় নর্থইস্ট। কিন্তু গোলে বল রাখতে ব্যর্থ থাকেন বেমামার। দ্বিতীয়ার্ধে সুযোগ বুঝে আলাদিন গোল করে গেলে ও বজায় থাকেনি সেই অগ্রগমন সুযোগ বুঝেই পাল্টা চাপ বাড়তে শুরু করে ওড়িশা। সেখান থেকেই থৈবা সিংয়ের গোল। কিন্তু তারপরেও আলাদিনের দ্বিতীয় গোলে নর্থইস্ট এগিয়ে গেলেও অতিরিক্ত সময় ইসাকের গোলে সমতায় ফেরে জগন্নাথের রাজ্যের এই ফুটবল ক্লাব। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ পেদ্রো বেনালি। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''আমরা এই ম্যাচ নিয়ে খুব একটা খুশি নই। আমাদের এই ম্যাচটি জিততে হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা একটা পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেটা ও যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছিল। আগামী ম্যাচগুলির দিকেই এখন আমাদের নজর রয়েছে। আমাদের ছেলেরা কিছু সহজ সুযোগ নষ্ট করেছে। বিশেষ করে এমন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে ম্যাচ জেতা উচিত ছিল আমাদের। তবে অ্যাওয়ে ম্যাচে পয়েন্ট পাওয়া খুব একটা সহজ নয়। আমরা আগামী ম্যাচের জন্য খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করছি।

বিক্রি শুরুর এক মিনিটেই শেষ ভারত-পাক ম্যাচ টিকিট!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতাঃ মঞ্চ যাই হোক। উপলক্ষ্য যাই হোক। ভারত বনাম পাকিস্তান মানেই বক্স অফিস। আর এর রেশই ধরা পড়ল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট বিক্রি শুরুর প্রথম দিন। গতকাল ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অনলাইন পোর্টাল চালু হয়। আর এক মিনিটের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায় ভারত-পাক মহারণের সমস্ত টিকিট। প্রিমিয়াম থেকে রেগুলার। কোনও ধরনের টিকিটই আর বেঁচে নেই। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ের ময়দানে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত-পাকিস্তান। এবারের আইসিসি টুর্নামেন্টের আয়োজক দেশ পাকিস্তান হলেও ভারত পড়শি দেশের মাটিতে খেলতে অস্বীকার করে। ফলে বাধ্য হয়ে বিশ্বক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা এই ইভেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে পাকিস্তানের বদলে ভারত তাদের গ্রুপ স্টেজের সমস্ত ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। এমনকী গ্রুপের বাধা ডিঙিয়ে নক আউট স্তরে (সেমিফাইনাল, ফাইনাল) উঠলেও প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন, দুবাইতেই ভারতের খেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে আইসিসি।

১৫ মাস পর আবার কোর্টে ফিরছেন কিতোভা

প্রাগ, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ সাময়িক বিরতির পর আবার টেনিস কোর্টে ফিরছেন পেত্রা কিতোভা। দু'বারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য ১৫ মাস টেনিস থেকে দূরে ছিলেন। গত জুলাইয়ে মা হয়েছেন ৩৪ বছরের টেনিস খেলোয়াড়। ২০১১ এবং ২০১৪ সালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন কিতোভা। ২০১৯ সালের পর তিনি কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ আটেও পৌঁছতে পারেনি। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে তিনি বিয়ে করেন কোচ জিরি ভানেককে। বিয়ের কিছু দিন পর অন্তঃসত্ত্বা হন। সন্তানের জন্য টেনিস থেকে সরে গিয়েছিলেন বিশ্বের প্রাক্তন দু'নম্বর মহিলা টেনিস খেলোয়াড়। পুত্র সন্তানের সাত মাস বয়স হওয়ার পর আবার কোর্টে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চেকিয়ার টেনিস খেলোয়াড় সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো বার্তায় বলেছেন, ''ছেলে পিটারের জন্য ১৫ মাস টেনিস থেকে দূরে ছিলাম। আবার কোর্টে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিরতির এই সময়টায় টেনিস এবং প্রতিযোগিতার অভাব ভীষণ অনুভব করেছি।''

৪০তম জন্মদিনের আগে জোড়া গোল আর নতুন উদযাপন রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৪ ফেব্রুয়ারিঃ আগামীকাল বুধবার ৩৯ পেরিয়ে ৪০ ছোঁবেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। জন্মদিন উদযাপনের আগে গতকাল রাতে শেষ ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের সেই ম্যাচে আল নাসরের হয়ে জোড়া গোল করে নিজেকে যেন জন্মদিনের উপহারই দিলেন রোনাল্ডো। রোনাল্ডোর জোড়া গোলের রাতে আল ওয়াসলের বিপক্ষে আল নাসর জিতেছে ৪-০ গোলে। এদিন আল ওয়াসলের বিপক্ষে জয়ে রোনাল্ডো প্রথম গোলটি করেন ম্যাচের ৪৪ মিনিটে। পেনাল্টি থেকে এই গোল করেন তিনি। এরপর ম্যাচে ৭৮ মিনিটে সাদিও মানের ক্রসে দুর্দান্ত এক হেডে রোনাল্ডো করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। এটি চলতি মরসুমে আল নাসরের হয়ে রোনাল্ডো ২৫ ম্যাচে ২৩তম এবং এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে ৫ ম্যাচে ষষ্ঠ গোল। এই ম্যাচে জোড়া গোলে ক্যারিয়ারের গোলসংখ্যাকে ৯২৩-এ নিয়ে গেলেন রোনাল্ডো। হাজারতম গোলের ঐতিহাসিক মাইলফলক থেকে আর ৭৭ গোল দূরে দাঁড়িয়ে তিনি। বর্তমান ছন্দ ও ফিটনেস ধরে রাখতে পারলে এই

লক্ষ্য অর্জন রোনাল্ডোর জন্য মোটেই কঠিন কিছু নয়। যদিও একই সময়ে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ১০০০ গোল নিয়ে খুব বেশি না ভাবার কথাই বলেছেন রোনাল্ডো। তিনি বলেছেন, ''যদি আমি এটা পাই, তবে দারুণ ব্যাপার হবে। কিন্তু আমি এটা নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি না। বিষয়টা নিয়ে কথা বলা বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।'' এদিকে জন্মদিনের আগ মুহূর্তে গোল করে ভক্ত-সমর্থকদের নতুন উদযাপনও উপহার দিয়েছেন রোনাল্ডো। নতুন এই উদযাপনের সময় রোনাল্ডো প্রথমে হাত তুলে বিমান ওড়ার ভঙ্গি করেন এবং তারপর হাতটা নিচের দিকে নামিয়ে আনেন। ২০০২ সালে পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্তিংয়ের হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু রোনাল্ডোর। প্রথম ক্লাবের হয়ে তার জয় ১৩টি। পরের বছর তিনি পাড়ি জমান ওল্ড ট্রাফোর্ডে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে দুই অধ্যায়ে তার মোট জয় ২১৪টি। তার ক্লাব ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গৌরবময় সময় আসে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে। স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ ১৫ শিরোপা জয়ের পথে রোনাল্ডো ম্যাচ জয়ের স্বাদ পান মোট ৩১৫টি। এরপর ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্তাসের হয়ে তিন মরসুমে তার জয় ৯২টি। ২০২১ সালের আগস্টে আবার তিনি ফেরেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। সেখান থেকে আল নাসরে নাম লিখিয়ে সৌদি ক্লাবটির হয়ে তার জয় হয়ে গেল এখন ৬৬টি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডটিও বেশ কিছুদিন ধরেই রোনাল্ডোর। সমসাময়িক আরেক যে মহাতারকার সঙ্গে যে কোনো কিছুতেই তুলনা হয় তার, সেই লিওনেল মেসির ক্লাব ক্যারিয়ারে জয় এখন ৬১৩টি। আর্জেন্টাইন তারকা অবশ্য ম্যাচও খেলেছেন কম।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com